শিক্ষা।

শ্রীচন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার
প্রণীত।

সহর সেরপুর
চারুযন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৮৯ সাল।

বিজ্ঞাপন।

শিক্ষা মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। ইহাতে শিক্ষা সংবন্ধে সাধারণ ভাবে প্রস্তাব, ছাত্র জীবন, ব্যায়াম এবং স্ত্রীশিক্ষা সংক্ষেপে সমালোচিত হইয়াছে। ছাত্রমণ্ডলীকে ভারতীয় শিক্ষাবিষয়িনী নীতির আভাস প্রদান করা শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য কতদূর সিদ্ধ হইবে, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভস্থ।

শিক্ষার অনেক গুলি প্রস্তাব "চারুবার্ত্তা" তে প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত অংশের কোন কোন স্থান পরিবর্ত্তিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে। সকল প্রুফ আমি দেখিতে পারিনাই বলিয়া এবং মুদ্রাকর দোষে অনেক অশুদ্ধি রহিয়াছে। যে যেস্থানে অর্থের বৈপরীত্য ঘটিয়াছে, সেসকল স্থানে শুদ্ধিপত্র প্রদত্ত হইল।

এই পুস্তকে সংস্কৃত ভাষার অনেক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইচ্ছা পূর্ব্বক এই রীতি অবলম্বন করিয়াছি। কারণ, বঙ্গভাষা আজিও পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় নাই। এখনও ভাষান্তর হইতে উপাদান আহরণ করিয়া বঙ্গভাষার পরিপুষ্টিসাধন করিবার আবশ্যক আছে। চিন্তা করিলে প্রতীত হইবে; যদিও বাঙ্গলা একটি স্বতন্ত্র ভাষা তথাপি উহাতে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা হইতে এত শব্দ গৃহীত হইয়াছেযে বর্ত্তমান বঙ্গভাষাকে এক প্রকার সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষামূলক বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। কোন কোন সংস্কৃত শব্দ অবিকল বা আংশিক বিকল হইয়া বঙ্গভাষায় গৃহীত হইয়াছে। কোন কোন শব্দ সংস্কৃত ভাষা হইতে প্রাকৃত ভাষায় নীত এবং প্রাকৃত ভাষার নিয়মানুসারে যথোচিত বিকার প্রাপ্ত হয়। ঐরূপ বিকৃত শব্দটি অবিকল বাঙ্গলা ভাষায় নীত হইয়াছে। কোন কোন শব্দ আবার সংস্কৃত ও প্রাকৃত হইতে নীত হইবার কালে রূপান্তর ধারণ করিয়াছে। কতিপয় উদাহরণ দ্বারা ইহার প্রমাণ করা যাইতেছে,—

সংস্কৃত।		প্রাকৃত		বাঙ্গলা।
গৃহ	...	ঘর	...	* গৃহ, ঘর
ত্বং	...	তুমং	...	তুমি
বধূ	...	বহু	...	* বধূ, বউ
দ্বাদশ	...	বারহ	...	বার
ত্রয়োদশ	...	তেরহ	...	তের
অষ্টাদশ	...	অঠ্ঠারহ	...	আঠার
শ্মশান	...	মশান	...	* শ্মশান, মশান
স্নান	...	সিনান	..	* স্নান
হস্ত	...	হত্থ	...	* হস্ত, হাত
হরিদ্রা	...	হলদ্দা	...	* হরিদ্রা, হলুদ
যৌবন	..	জোব্বন	...	* যৌবন
দেবর	...	দিঅর, দেঅর		* দেবর, দেঅর
হৃদয়	...	হিঅঅ	...	* হৃদয়।
পুরুষ	...	পুরিস	...	* পুরুষ।
নিদ্রা	...	নিদ্দা	...	* নিদ্রা।

বাহুল্য ভয়ে অন্যান্য নিদর্শন উদ্ধৃত হইল না। যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তৎদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে বাঙ্গলা ভাষার অধিকাংশ শব্দ সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা মূলক। প্রাকৃত আবার সংস্কৃত মূলক, অতএব সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সংস্কৃত ভাষাই বাঙ্গলা ভাষায় অধিকাংশ মূল হইতেছে। যখন বঙ্গভাষায় ভাষান্তর হইতে শব্দ গ্রহণের আবশ্যকতা রহিয়াছে, তখন যতদূর সম্ভব সংস্কৃত ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করা অসঙ্গত বোধ হয় না। বর্ত্তমান বঙ্গভাষায় প্রাকৃত ভাষার শব্দ গ্রহণ করা অসঙ্গত বিবেচনায় সে রীতি অবলম্বিত হয় নাই। জানি না; অবলম্বিত রীতি পাঠকদিগের কতদূর প্রীতিকর হইবে।

---

* যে সকল শব্দ সংস্কৃত হইতে একেবারে বাঙ্গলা ভাষায় আসিয়াছে, তাহার পূর্ব্বে * এই চিহ্ন দেওয়া গেল।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক স্বীকার করিতেছি, অত্রত্য অন্যতম ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীমোহন চৌধুরী মহাশয় এই মুদ্রাঙ্কনের কাগজের ব্যয় প্রদান করিয়া আমার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। ইতি

সহর সেরপুর
৩০এ ভাদ্র ১৮০৪ শক

শ্রীচন্দ্রকান্ত শর্ম্মা।

শুদ্ধি পত্র।

—o—
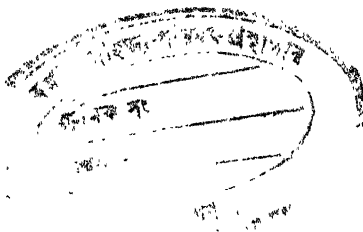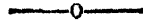
অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
রুচিও ...	ওরুচি ...	৪	১৫
অপেক্ষা ...	অপেক্ষাও ...	৭	৭
ভূমিস্থ ...	ভূমিষ্ঠ ...	৮	১
প্রজারেই ...	প্রজারই ...	৯	৪
অন্যান্য সামান্য ...	অনন্যসামান্য ...	১৮	৩
পরিশোভিত রত্নরাজি	রত্নরাজিপরিশোভিত	২৩	৩
করিতেছে বলিয়ান ...	করিতেছেন বলিয়া ...	২৩	২২
ভাল্বাসর ...	ভালবাসার ...	২৬	১২
দেষীয় ...	দেশীয় ...	২৮	৬
সস্কার ...	সংস্কার ...	৩৩	৮
আনাদের ...	আমাদের ...	৩৪	২
মোক্ষমূলরের ...	মোক্ষমূলর ...	৩৪	১৪
কর্ম্মেই ...	কর্ম্মই ...	৩৬	৬
নিদান্ত ...	নিদান ...	৩৬	১১
সমর্থ ...	অসমর্থ ...	৩৭	৭
হইতে ...	* * ...	৩৮	৫
আনাদের ...	আমাদের ...	৩৮	১৬
ববহারাদির ...	ব্যবহারাদির ...	৩৯	১১
কর্ত্তৃব্য ...	কর্ত্তব্য ...	৪১	২২
মহত্ত্বের ...	মহতের ...	৪৪	১৯
মহতে ...	মহত্ত্ব ...	৪৪	১৯

অশুদ্ধ		শুদ্ধ		পৃষ্ঠা	পংক্তি
ভাষায়	...	ভাষার	...	৪৮	১
একটু	...	একটুকু	...	৪৮	৪
ব্রহ্মচর্য্যোপপস্তং	...	ব্রহ্মচর্য্যোপপন্নং	...	৫১	২১
সাবিত্রীব্রত (নোট)	...	সাবিত্রীর	...	৫২	২৩
প্রদিদিন	...	প্রতিদিন	...	৫৩	২১
পহৃত	...	প্রহৃত	...	৫৫	৩
বুদ্ধিমাম্	...	বুদ্ধিমান্	...	৫৬	১৯
অন্দেকের	...	অনেকের	...	৫৬	২৩
তোথরাও	...	তোমরাও	...	৫৭	১৭
সুতরা	...	সুতরাং	...	৫৭	১৭
যত্রি	...	যদি	...	৫৭	১৮
গাতাদিতে	...	গীতাদিতে	...	৫৮	১৫
পাঠ	...	পঠ	...	৫৯	১৬
কোন ও	...	কোনও	...	৬৪	৩
স্বর্ণ	...	* *	...	৬৫	২০
চেণ্টা	...	চেষ্টা	...	৬৬	৪
দণ্ডয়মান	...	দণ্ডায়মান	...	৬৮	২০
প্রবাস প্রত্যাগমন	...	প্রবাস-প্রত্যাগত	...	৭০	১৮
প্রস্তর	...	স্রস্তর	...	৭০	২০
বৃত্তার্থ	...	বৃত্ত্যর্থ	...	৭০	২৩
মন্ত্রসঃ	...	মন্ত্রদঃ	...	৭১	১২
আর্য্য	...	আর্য্য	...	৭১	১৬
সৃষ্টী	...	সৃষ্টো	...	৭৩	১০
গুর্ব্বায়ত্তার	...	গুর্ব্বায়ত্ততার	...	৭৪	২
হউব	...	হউক	...	৭৪	৮
সুতরাং	...	* *	...	৭৫	৭
সেকেলে পরিমুগ্ধাঃ	...	"সেকেলে" পরিমুগ্ধ,	...	৮০	৯

অশুদ্ধ		শুদ্ধ		পৃষ্ঠা	পংক্তি
অন্যায়না	...	অন্যায়	...	৮২	১৭
জ্ঞন	...	জ্ঞান	...	৮৯	২২
সম্বন্ধে	...	সংবন্ধে	...	৯১	১৯
ঘণ্ডায়মান	...	দণ্ডায়মান	...	৯৬	১
অল্লাবিত্ত	...	অল্পবিত্ত	...	১০৫	১৩
সুবাবস্থা	...	সুব্যবস্থা	...	১০৭	২
মহিষি	...	মহিষী	...	১০৯	১৯

শিক্ষা।

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিক্ষা ভিন্ন কোনও কার্য্য সম্পন্ন হয় না। অতি সামান্য কার্য্য ও শিক্ষা সাপেক্ষ। স্বাভাবিক শিক্ষা সার্ব্বভৌমিক ও অযত্নসম্ভূত। যে শিক্ষা উপদেশ ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয়, তাহাকে স্বাভাবিক শিক্ষা কহিতেছি। জাত মাত্র মানব শিশুর স্তন্য পান শিক্ষা এই শ্রেণীস্থ। স্বাভাবিক শিক্ষা আবশ্যক হইলেও সামাজিক ও নৈতিক জীবনের সহিত তাহার সংস্রব অতি অল্প। ঔপদেশিক শিক্ষা বর্ত্তমান প্রস্তাবের প্রধান আলোচ্য। অনুকরণ শিক্ষার মূল ভিত্তি। আমরা শিক্ষকের উপদেশানুসারে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হই, শিক্ষকের বাক্যাবলীর অনুকরণ তাহাতে প্রধান।

"অধ্যাপনং নাট্যোপদেশবদগৃহীতস্যানুকরণম্" (ন্যায়ভাষ্য) শিক্ষক যাহা শিক্ষা করিয়াছেন, শিক্ষা প্রদান কালে তাহারই অনুকরণ করেন, ছাত্র আবার তাহার অনুকরণ করিয়া শিক্ষা কার্য্য সম্পন্ন করে। যে কোনও শাস্ত্র বা বিষয় এইরূপে আমরা শিখিতে সক্ষম হই। সাধু

পুরুষকে পরদুঃখে কাতর হইতে দেখিয়া আমরা পর-দুঃখে কাতর হইতে শিক্ষা করি। দরিদ্রের জঠরানল-সম্ভূত অশ্রুজল মার্জ্জনের জন্য উদার চেতা মহাপুরুষ আপন গ্রাস পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন না দেখিয়া আমরা দুঃখিকে দয়া করিতে শিখি। ইহাও সেই সেই চরিত্রের অনুকরণ ভিন্ন আর কিছু নহে। সুতরাং অনুকরণ আমাদের অতি উপাদেয় সামগ্রী ও আদরের জিনিষ। সকলেরই অপব্যবহার দূষণীয় ও পরিত্যাজ্য। অনুকরণও এই নিয়মের বহির্ভূত নহে। এই জন্য অসদনুকরণ অর্থাৎ অসৎশিক্ষা নিন্দনীয় ও সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়, ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। আমাদের অনুকরণ প্রণালী বিশুদ্ধও মার্জ্জিত হইবার জন্যই ঔপদেশিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন।

পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম প্রদেশস্থিত ক্ষুদ্রমানব ভূপৃষ্ঠের সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথ অবগত হইয়া সন্তুষ্ট নহে, ভূমণ্ডলের আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী প্রত্যক্ষায়মাণ করিয়া বিরত নহে, লক্ষ লক্ষ যোজন-ব্যবহিত অনন্ত আকাশের অসংখ্য নক্ষত্র মণ্ডল তাহার আলোচ্য বিষয়। সে পৃথিবীস্থ হইয়াও অসীম সৌরজগতের গ্রহোপগ্রহ-নক্ষত্র-পুঞ্জের তত্ত্বানুসন্ধান করিতেছে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র-মালার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গন্তব্য পথ অবধারণ করিতেছে—চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর গ্রহণ গণনা করিয়া পৃথিবীকে আশ্চর্য্যান্বিত করিতেছে—জাজ্বল্যমান সূর্য্য মণ্ডলের মধ্যস্থিত অলক্ষ্য কালিমা নির্ণয় করিয়া লোক সমাজকে চমৎকৃত করিতেছে—কোন অনির্দ্দিষ্ট দুর্লক্ষ্য সৌরজগত কেন্দ্র করিয়া এই বিশাল সৌরজগতের অলক্ষ্য ভাবে স্বকক্ষে

ভ্রমণের কল্পনা করিতেছে—অচলা পৃথিবীর 'সচলতা' সিদ্ধান্ত করিতেছে—অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহগণ সূর্য্যের আলোকে আলোকিত,ঈদৃশ অলৌকিক তত্ত্বাবলীর আবিষ্কার করিতেছে। মনস্বী মানব পরিদৃশ্যমান এই বিশ্বের সূক্ষ্মতম তত্ত্ব সকল আলোচনা করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারে নাই। কালের করাল কবলের অস্পৃশ্য অবিনশ্বর যশঃ-শরীর নির্ম্মাণ, নশ্বর মানবের লক্ষ্য, অদৃশ্য অচিন্তনীয় অলক্ষ্য অবাঙ্ মনস-গোচর পরমেশ্বরের তত্ত্ব তাহার বিচার্য্য ; সংসারের দুরুচ্ছেদ্য ঝঞ্ঝাট উচ্ছিন্ন করিয়া নির্ব্বাণ মুক্তি তাহার উচ্চাভিলাষ। কে এ সকল অলৌকিক কাণ্ডের প্রবর্ত্তক ? অনন্ত সংসার-সাগরে বুদ্বুদের ন্যায় মানব উৎপন্ন ও বিলীন হইতেছে। কিন্তু বুদ্বুদ-সন্নিভ মানব হইতে যে সমস্ত সারবান্ ও স্পৃহনীয় সিদ্ধান্ত উদ্ভূত হয়, শত শত শতাব্দী—শত শত যুগ তাহার বিলোপ সাধন করিতে পারে না, সর্ব্বভুক্ কালের করাল বদন তাহা সর্ব্বতোভাবে গ্রাস করিতে পারে না। অতীত যুগের মানবের শ্রম-ফল বর্ত্তমান যুগের মানব ভোগ করিতেছে। আবার জিজ্ঞাসা করি, কে এসকল অলৌকিক কাণ্ডের প্রবর্ত্তক ?

পার্থিব মানবের অন্তঃকরণ, অপার্থিব পদার্থ। মানবের শক্তি পরিমিত কিন্তু তাহার অন্তঃকরণের শক্তি অসীম। সেই অসীম শক্তিই এসকল অদ্ভূত ও অলৌকিক ঘটনাবলীর প্রবর্ত্তক। এক জন কবি যথার্থই বলিয়াছেন—

"নহি ধীমতামবিষয়ো নাম।"

বুদ্ধিমানের কিছুই অবিষয় হয় না।

যে অন্তঃকরণের প্রভাবে পূর্ব্ব প্রদর্শিত আশ্চর্য্য জনক কার্য্যাবলীর ঘটনা, সংস্কার তাহার প্রাণ। সামান্য অন্তঃকরণ ভীত হইয়া যাহার ত্রিসীমা স্পর্শ করেনা, প্রশস্ত অন্তঃকরণ তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অসীম আনন্দ অনুভব করে। এই প্রভেদের কারণ সংস্কার। সাধারণের মন যে সামান্য ঘটনায় পরিতৃপ্ত,বিদ্বান্ মনস্বীর অন্তঃকরণ,তাহা আলোচ্য বিষয় বলিয়া জ্ঞান করে না। সংস্কারানুসারে রুচি ও লক্ষ্য ভিন্ন২ হয়। যদি তাহা না হইত, বিদ্বান ও মূর্খ উভয় হইতে তুল্য রূপ কার্য্য সংঘটিত হইত। বিদ্যাই পৃথগ্জন হইতে বিদ্বান্‌কে পৃথক করিতেছে, অন্যের দুর্লক্ষ্য মহৎকার্য্য সকল সাধন করিতেছে। বিদ্যা আর কিছু নহে, “বিদ্যা অধ্যয়নজঃ সংস্কার”। অধ্যয়ন অর্থাৎ শিক্ষা জন্য সংস্কার মাত্র।

মন ও সংস্কারের উপর শিক্ষার কত প্রভাব, ইহাদ্বারা তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। লোকে বাল্যকালাবধি যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হন, তাঁহার সংস্কার রুচি ও তদনুসারে গঠিত হয়। ভারত সমাজ বর্ত্তমান কালে যেরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছেন, তাঁহার সংস্কার ও রুচিও তদনুসারে গঠিত হইতেছে। বর্ত্তমান শিক্ষা বিজাতীয় ভাবে সম্পন্ন হইতেছে, সমাজের রুচি ও সংস্কারও তদনুরূপ গঠিত হইতেছে। জাতীয় ভাবের জন্য যাঁহারা অশ্রুমোচন করেন, জাতীয় শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করা তাঁহাদের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। বিজাতীয় শিক্ষা হইতে জাতীয় ভাবের অভ্যুদয়াশা, আর ছিন্ন মূল তরু হইতে ফল প্রাপ্তির আশা, উভয়ই তুল্য।

সংস্কার ও রুচির উপর শিক্ষার আশ্চর্য্য প্রভাব প্রমাণ করিবার জন্য অধিক দূর যাইতে হইবেনা। টোলের শিক্ষিত ও স্কুলের শিক্ষিত দিগের মধ্যে সংস্কার ও রুচির কতপ্রভেদ। অনেকে হয়ত বলিবেন, টোলে আবার শিক্ষা কি, যে তাহা স্কুলের শিক্ষার সহিত তুলনীয় হইতে পারে; কোথায় জঘন্য কুসংস্কারের আধিপত্য, আর কোথায় কুসংস্কারের সমূলে উৎপাটন ও তৎপরিবর্ত্তে মার্জ্জিত সংস্কারের অভ্যুত্থান। আমরা বলি, এটিও কুসংস্কার। টোলের শিক্ষা যৎসামান্য ও তাহা অতীব বিশৃঙ্খল ভাবে যথা কথঞ্চিৎ সম্পন্ন হইতেছে সত্য, তাইবলিয়া টোলের শিক্ষা শিক্ষাই নয় একথা বলিলে সত্যের অপলাপ হয়। যাঁহারা টোলে শিক্ষা প্রাপ্তহন, তাঁহা-দের মধ্যে এমন মনস্বী লোকও আছেন যাঁহাদের রুচি ও সংস্কার স্কুলে শিক্ষিত দিগেরও অনুকরণীয়।

ভট্ট মোক্ষমূলর ডাক্তার রামদাস সেনকে লিখিয়া ছিলেন, "যখন আমি সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনা করি তখন, কখনও কখনও মনে হয় যে আমিও আপনাদেরই একজন"। সংস্কা-রের প্রতি শিক্ষার অখণ্ডনীয় প্রভাব নাথাকিলে ভট্ট মোক্ষমূলর একথা লিখিতেন না। ইহাদ্বারা ইহাও প্রমাণ হইতেছে যে "মৃত" সংস্কৃত ভাষা "জীবন্ত" তেজস্বিনী ইংরাজি ভাষার প্রতিকূলে আপন প্রভাব বিস্তার করিতে অক্ষম নহেন। সংস্কার ও রুচির উপর শিক্ষার অনির্ব্বচনীয় প্রভাব বলিয়াই বাল্মীকি ও ব্যাস প্রভৃতির উল্লেখ না করিয়া, আজ মোক্ষ-মূলরের নাম উল্লেখ করিতে হইল।

লোকের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, এসমস্ত সংস্কার ও রুচি হইতে সমুৎপন্ন। সংস্কার ও রুচি শিক্ষানুসারে গঠিত হয়, সুতরাং আচার ব্যবহারাদিও শিক্ষার ব্যবহিত ফল। সংক্ষেপতঃ ঐ সকল লইয়া সমাজ-ভেদ কল্পনা করিলে নিতান্ত ভ্রান্ত হইতে হইবেনা।

শিক্ষা ছাড়িয়া দিলে অন্যান্য জন্তু হইতে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা থাকেনা। জাতমাত্র মনুষ্য-শিশুকে আরণ্য জন্তু মধ্যে রাখিয়া দিলে সেও আরণ্য জন্তুর ন্যায় হইয়া উঠে। কতিপর বৎসর হইল একজন মৃগয়াবিহারী ভদ্রলোক ১০। ১২ বৎসর বয়স্ক একটি ব্যাঘ্রী পালিত মনুষ্য শিশু প্রাপ্ত হন। ঐ দ্বিপদ শিশু ঠিক চতুস্পদের ন্যায় হইয়া ছিল; মনুষ্যের মত হাটিতে পারিতনা, পশুর ন্যায় হস্ত ও পদদ্বয় দ্বারা গমনাগমন করিত, কথা কহিতে পারিতনা। ব্যাঘ্রের ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন তাহার আলাপ স্থানীয়, আমমাংস অতিপ্রিয় আহার হইয়া উঠিয়াছিল। সে এতদূর জান্তব ধর্ম্মা হইয়ছিল, যে লোকের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য কিছুকাল চিত্রশালিকা বিশেষে রক্ষিত হয়। তাদৃশ চতুস্পদও শিক্ষা প্রভাবে অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে আবার দ্বিপদ হইয়া উঠে। শিক্ষা প্রভাবে পশু পক্ষী প্রভৃতিকেও মানবের ন্যায় চাতুর্য্য ও অনেকানেক কার্য্যে সক্ষম দেখিতে পাওয়া যায়। যে শিক্ষার মহান্ প্রভাব পশু জীবনের উপরও কার্য্য করে, সে প্রকারান্তরে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম লঙ্ঘন ও অনাদর করিয়া অভিনব স্পৃহনীয় প্রণালী জগতে স্থাপন

করে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ফলতঃ শিক্ষা, প্রাণিজীবনে যুগান্তর উপস্থিত করে; মর্ত্ত্য ভূমিতে স্বর্গীয় জ্যোতি আনয়ন করে মনুষ্যকে দেবগুণে অলঙ্কৃত করে। শরীর বলিষ্ঠ ও দ্রঢ়িষ্ঠ করিবার জন্য উপাদেয় আহার যেমন প্রয়োজনীয়, মন বলিষ্ঠ ও দ্রঢ়িষ্ঠ করিবার জন্য উন্নত শিক্ষা তেমনি প্রয়োজনীয়। একমাত্র মনই মর্ত্ত্যলোকে দেব লোকের আভাস বা ছায়া প্রদর্শন করিতে সমর্থ; সুতরাং শরীর অপেক্ষা উপাদেয়। শরীরের পুষ্টিসাধন আহার অপেক্ষাও মনের পুষ্টিসাধন শিক্ষা সবিশেষ আদরণীয় ও অভ্যর্হিত।

সচ্চরিত্রতা, সভ্যতা ও একতা প্রভৃতি শিক্ষার অবশ্যম্ভাবি মধুময় ফল। সংসর্গ গুণে চরিত্রের উৎকর্ষাপকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু উহাও শিক্ষা জন্য। সংসর্গ দ্বারা আমরা দার্ষ্টান্তিক শিক্ষালাভ করি, এবং ঐ শিক্ষা প্রভাবে আমাদের চরিত্রের উৎকর্ষাপকর্ষ সাধিত হয়। জড়পদার্থ সদসৎসংসর্গে থাকিলেও তাহার কিছুমাত্র উৎকর্ষাপকর্ষ হয় না, কারণ সে দার্ষ্টান্তিক শিক্ষালাভ করিতে অক্ষম। সভ্যতা, শিক্ষার ফল, এবিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। যে জাতি যত শিক্ষিত, সে জাতি তত সভ্য, এই জন্য অসভ্য জাতির মধ্যে শিক্ষার প্রভাবলক্ষিত হয়না। শিক্ষিতদিগের মধ্যে অবান্তর মত ভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু প্রধানতঃ তাঁহাদের সকলেরই লক্ষ্য এক; সুতরাং স্পৃহনীয় একতাও শিক্ষারই ফল। সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, অবান্তর শিক্ষাভেদই শিক্ষিতদিগের অবান্তর মতভেদের কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। মনুষ্য পশু-

ভাবে ভূমিস্থ হয়, পরে শিক্ষা প্রভাবে মনুষ্যত্ব এবং ক্রমে দেবভাব লাভ করে। এইজন্য আর্য্যমহর্ষিগণ ত্রৈবর্ণিক অর্থাৎ শিক্ষিতদিগকে "দ্বিজ" শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"মাতুরগ্রেধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জীবন্ধনে" (মনু)।

দ্বিজগণের প্রথম জন্ম মাতৃগর্ভে ও দ্বিতীয় জন্ম উপনয়ন কালে।

"গৃহ্যোক্ত কর্ম্মণা যেন সমীপং নীয়তে গুরোঃ।

বালো বেদায় তদোগাৎ বালস্যোপনয়ং বিদুঃ।"

যে গৃহ্যোক্ত কর্ম্ম বিশেষ দ্বারা বালক বেদাধ্যয়নার্থ গুরু সমীপে নীত হয়, তাহারই নাম উপনয়ন। তাঁহারা (আর্য্য মহর্ষিরা) শিক্ষার সমাদর করিতে জানিতেন। এই জন্য দ্বিতীয় জন্ম, শ্রেষ্ঠ বলিয়া আর্য্যশাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। স্বর্গ ও মর্ত্ত্যে যত প্রভেদ পুরাকালে দ্বিজাতি ও এক জাতিতে তত প্রভেদ ছিল। ত্রৈ বর্ণিক মধ্যে বিশেষ শিক্ষিত ব্রাহ্মণ জাতি সমাজের শীর্ষ স্থানীয় ছিলেন।

সচ্চরিত্রতা ও সভ্যতা প্রভৃতিকে শিক্ষার ফল বলিয়াছি। অতএব সমাজের কল্যাণ, শিক্ষাতে ওতপ্রোত রহিয়াছে। এমনকি শিক্ষাকে সমাজের প্রাণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শিক্ষার উন্নতিতে সমাজের উন্নতি ও শিক্ষার অবনতিতে সমাজের অবনতি; ইহা অবিসম্বাদিত সত্য। যে শিক্ষা এত উপাদেয় ও প্রয়োজনীয়, তাহার প্রতি আদর ও যত্ন সমাজের অবশ্য কর্ত্তব্য। তদ্বিষয়ে সমাজের ঔদাসীন্য মহাপাপ। এমহা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। বর্ত্তমান কালে ভারত সমাজ এই মহাপাপে অত্যন্ত কলুষিত। অধুনা রাজার অনুগ্রহে ভারত

সমাজের যে কিছু শিক্ষা লাভ হয়। প্রজার কল্যাণসাধন রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজা স্বকর্ত্তব্য পালন করেন বলিয়া কি প্রজা স্বকল্যাণসাধনে উদাসীন থাকিবে? প্রজার কল্যাণসাধন জন্য প্রজারেই সমধিক যত্ন ও আয়াস স্বীকার করা ন্যায়সঙ্গত। ন্যায়পরায়ণ ইংরাজ স্বকর্ত্তব্য বুঝিয়াছেন, এবং তৎপথে অগ্রসর হইয়াছেন, সুখের বিষয়। তাই বলিয়া প্রজার ঔদাসীন্য শোভা পাইবে কেন? রাজার ন্যায় প্রজাকেও স্বকর্ত্তব্য বুঝিতে ও তৎপথে অগ্রসর হইতে হইবে। প্রজার ঔদাসীন্য থাকিলে কেবল রাজার যত্নে অভিলষিত কল লাভের সম্ভাবনা অল্প। যে প্রজা স্ব-কল্যাণসাধনে উদাসীন, সে প্রকারান্তরে রাজার সদভিপ্রায়-সিদ্ধির প্রতিকূল। তাহার প্রতি দণ্ড প্রয়োগ সমাজের মঙ্গল-কর। পরপিণ্ডোপজীবির দৈহিক উন্নতি যেমন অসম্ভব, পরদত্তশিক্ষোপজীবির মানসিক উন্নতি তেমনি অসম্ভব। প্রার্থনীয় রাজানুগ্রহ ভারতের অযত্নলব্ধ হইয়াছে, এখন রাজানুকূল্য ও প্রজার যত্ন মিলিত হইলে সুদুর্লভ 'মণিকাঞ্চন যোগ' সম্পন্ন হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শিক্ষার অবস্থা সভ্যতার মানদণ্ড। ভারত সমাজ এক-দিন ঋগ্বেদের সূক্ত সকলের কমনীয় উচ্চারণ ও সামাবলীর হৃদয়াকর্ষক মনোহর গীত স্রোতে আনন্দে ভাসিয়াছিল। 'চার্ব্বাক ও বৌদ্ধগণ ভারত' সমাজেরই অন্তর্গত। তাঁহারা

কষ্ট-শক্র হইয়াও আর্য্য সমাজের যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন। তাঁহারা সমাজের বক্ষে নহে, প্রাণে আঘাত করেন। কিন্তু আঘাত হইলেই প্রতিঘাতের নিয়ম। তাঁহাদের অভ্যুত্থান, সমাজের চিন্তাস্রোত অপরদিকে প্রবাহিত করিল। দর্শনশাস্ত্র সকলের সু-ব্যবস্থা ও জ্যোতির্ব্বিদ্যার ভূয়সী সমুন্নতি হইল। তৎকালে মনোহর সামগান অপেক্ষাও দার্শনিক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তর্ক বিতর্ক সমাজের অধিকতর স্পৃহনীয় হইয়া উঠিল। সমাজের অলঙ্কার সভ্যতার আরও উৎকর্ষ সাধিত হইল। যে শিক্ষার তারতম্যানুসারে সভ্যতার তারতম্য, সে শিক্ষা যে কতদূর উচ্চ আদর্শে সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক, তদানীন্তন সমাজ তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। উচ্চশিক্ষা তাঁহারা অতীব গৌরবের বিষয় বলিয়া জানিতেন। বংশের কেহ অশিক্ষিত থাকিলে তাঁহারা তাহা অত্যন্ত গ্লানিকর মনে করিতেন। মহর্ষি আরুণি স্বীয়তনয় শ্বেতকেতুকে বলিয়াছিলেন,

"ন হবৈ সোম্যাস্মৎকুলীনোঽননূচ্য ব্রহ্মবন্ধুরিব ভবতি"।

আমাদের বংশে কেহই অধ্যয়ন না করিয়া ব্রহ্মবন্ধু হননাই। তদানীন্তন ত্রৈবর্ণিক যথাকালে উপনীত হইয়া গুরু গৃহে বাসপূর্ব্বক অতি সাবধানে অধ্যয়ন কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। প্রথমতঃ শৌচাচারাদি শিক্ষিত ও বেদ বেদাঙ্গ * সকল যথাবিধি অধীত হইত। তৎপর বেদার্থের মীমাংসা করিবার জন্য উচ্চ শ্রেণীর দর্শন সকল অধ্যয়ন করিবার নিয়ম ছিল।

---

* শিক্ষা (যাহাতে উচ্চারণের প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে), কল্প (যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান বোধক গ্রন্থ), ব্যাকরণ, নিরুক্ত (বৈদিক শব্দ নির্ব্বাচন গ্রন্থ) ছন্দঃ শাস্ত্র, জ্যোতিঃ শাস্ত্র, এই ছয়টি, বেদাঙ্গ। পুষ্পসূত্র প্রভৃতি উপাঙ্গ।

অধ্যয়ন সম্পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত গুরুগৃহে বাস করিতে হইত। অধ্যয়নার্থি দিগের পক্ষে সুখসম্ভোগ একান্ত নিষিদ্ধ। অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করিলে গুরুর আজ্ঞা লইয়া তবে গুরু গৃহ হইতে নিজ গৃহে আগমনেরও দার পরিগ্রহ পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের অধিকার হইত। উক্ত প্রণালীতে অধ্যয়ন সম্পূর্ণ না হইলে কেহই দার পরিগ্রহে অধিকারী হইতেননা। তৎকালের পিতা মাতা তনয়ের অধ্যয়নের সুব্যবস্থা করিবার জন্যই ব্যস্ত হইতেন। তাঁহারা তাহার বিবাহের জন্য ভাবিয়াছেন, এমন উদাহরণ সুলভ নহে। তখন পুত্রের বিবাহের জন্য পিতামাতাকে ভাবিবার আবশ্যকও হইত না। বর্ত্তমান কালের ন্যায় তাঁহারা অপোগণ্ড শিশু পুত্রের বিবাহ দিয়া পুত্র ও পুত্রবধূর ধূলীক্রীড়া দর্শন করিয়া চক্ষু জুড়াইতে ইচ্ছা করিতেন না। তাঁহারা জানিতেন, তনয় বিদ্বান্‌ও উপযুক্ত হইলে তাহার বিবাহ জন্য কেন, কোনও বিষয় ভাবিতে বা অনুতাপ করিতে হইবেনা। তদানীন্তন সমাজে গুরুকুল প্রত্যাবৃত্ত গৃহস্থাশ্রম প্রবেশোন্মুখ যুবকগণ প্রত্যেকে এক একটি রত্ন ছিলেন, তাহাতে সংশয় কি? লোক সমষ্টিই সমাজ। সুতরাং তদানীন্তন সমাজের উচ্চতর ছায়া চিন্তাশীল মনীষি-গণের নিকট লুক্কায়িত থাকিতে পারে না।

পূর্ব্বতন ভারত সমাজে, যাজন অধ্যাপন, ও প্রতিগ্রহ এই তিনটি ব্রাহ্মণের জীবিকা নির্দ্দিষ্ট ছিল। যাজন ও অধ্যাপন অবিদ্বানের কার্য্যই নয়। হিন্দুরাজত্ব সময়ে, বিদ্বান্‌ ভিন্ন কেহ প্রতিগ্রহেও অধিকারী ছিলেন না। হিন্দু রাজগণের

রাজ্য শাসন প্রণালী মহর্ষি প্রণীত সংহিতা নিচয়ে উপলব্ধব্য। মনু বলেন,

" যথাচাজ্ঞেঽফলং দানং তথা বিপ্রোঽনৃচোঽফলঃ।"
অবিদ্বান্ ব্যক্তিকে দানকরা যেমন নিষ্ফলঅবিদ্বান্ ব্রাহ্মণও তেমনই নিষ্ফল। অবিদ্বান্ ব্যক্তিকে দান করিলে ঐ দান যে নিষ্ফল হয় তাহা এতপ্রসিদ্ধ ছিল যে, উহা দৃষ্টান্তস্থলে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সংস্কৃত পণ্ডিত দিগের মতে অপ্রসিদ্ধ বিষয়, দৃষ্টান্ত বিধায় উল্লিখিত হইতে পারেনা। যম কহেন,

" অব্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাং।
নৈষাং প্রতিগ্রহোদেয়োন শিলা তারয়েৎ শিলাং।"

যিনি বেদ ব্রতানুষ্ঠান করেন নাই, যিনি বেদাধ্যয়ন করেন নাই, যিনি জাতিমাত্রোপজীবী অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জাতিই যাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহের হেতু ইহাদিগকে প্রতিগ্রহ দিবেনা। কারণ, এক শিলা, অপর শিলাকে তারণ করিতে পারেনা। অত্রি বলিয়াছেন—

" অব্রতাশ্চানধীয়ানা যত্র ভৈক্ষচরা দ্বিজাঃ।
তংগ্রামং দণ্ডয়েদ্রাজা চৌরভক্তপ্রদং বধৈঃ।
বিদ্বদ্ভোজ্যমবিদ্বাংসোযেষু রাষ্ট্রেষু ভুঞ্জতে।
তেপ্যনাবৃষ্টিমিচ্ছন্তি মহদ্বা জায়তে ভয়ং।"

বেদব্রত ও বেদাধ্যয়ন বিহীন দ্বিজাতি যে গ্রামে ভিক্ষালাভ করেন, ঐ গ্রাম অন্ন দিয়া চৌরের পালন করেন, রাজা ঐ গ্রাম বধ দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন। যে রাজ্যে অবিদ্বান্ ব্যক্তি বিদ্বানের ভোজ্য বস্তু ভোজন করে, সেই রাজ্যবাসিগণ

ইচ্ছা পূর্ব্বক অনাবৃষ্টি আনয়ন করে বা তথায় মহদ্ভয় উপস্থিত হয়। যে সমাজে প্রতিগ্রহ সম্বন্ধে এইরূপ শাসন, সে সমাজের প্রতিগ্রহজীবিগণ যে সবিশেষ বিদ্বান্ ছিলেন, তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে। ফলতঃ তদানীন্তন সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন; যে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি শিক্ষিত, সে সমাজ যে পৃথিবীর মধ্যে অপার্থিব রত্ন ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এসমাজের প্রশংসাবাদকারী, চাটুকার বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন না। কারণ তাঁহার প্রশংসাবাদ অপাত্রে বিন্যস্ত হয় না।

কিন্তু হায়! "তে হি নো দিবসা গতাঃ"। আমাদের সে দিন চলিয়া গিয়াছে। একদিন, যে ভারত সমাজ সভ্যতার উচ্চশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া পৃথিবীকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছে, আজকাল সেই ভারতসমাজ অধঃপতিত হইয়া পৃথিবীর উপহাস ও ঘৃণার পাত্র হইতেছে। যে ভারত সমাজ পৃথিবীকে সভ্যতা শিক্ষা দিয়াছে, সেই ভারত সমাজ বর্ত্তমান কালে "অসভ্য" বা "অৰ্দ্ধসভ্য" বলিয়া ইতিহাসের এক কোণে অবজ্ঞার সহিত স্থান লাভ করিতেছে। উচ্চদরের সভ্যদিগের সম্বন্ধে পৃথিবীর সভ্যতার শিক্ষাগুরুর প্রতি ইহা উপযুক্ত পুরস্কারই বটে! ভারতসমাজ "অসভ্য" "বা অৰ্দ্ধসভ্য" বলিয়া সেই উপযুক্ত পুরস্কারের গুরুত্ব বুঝিতে সক্ষম নহে। অল্পে অল্পে বিলাসিতা সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া অলক্ষ্য ভাবে সমাজের অন্তঃসার কিয়ৎ পরিমাণে অপহরণ করে, উচ্চ শিক্ষার দৃঢ়তর বন্ধন ঈষৎ শিথিল হইয়া পড়ে,

ভারত সমাজের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। শিথিল হইয়া পড়ে—ভারত সমাজের পক্ষে, তখনও যাহা ছিল, তাহাও অন্যের পক্ষে পর্ব্বত; কিন্তু ‘ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলী ভবন্তি।’ ছিদ্র উপস্থিত হইলে অনর্থেরও বাহুল্য হয়। প্রায় ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে মুসলমান সেনাপতি কাসীম কেবল পবিত্র সিন্ধু নদের নির্ম্মল জল অপবিত্র করে নাই, পুণ্য-ভূমি ভারতবর্ষ মুসলমান পদধূলীর দ্বারা কলুষিত করে নাই, যে শিক্ষা প্রভাবে ভারত সমাজের সভ্যতা পৃথিবীর সভ্যতার আদর্শ, যে শিক্ষা প্রভাবে ভারত সমাজ পৃথিবীর শিক্ষাগুরু, সেই জাতীয় শিক্ষার বিপ্লবকারি বিষবৃক্ষের বীজ সিন্ধু প্রদেশে প্রথম রোপণ করে।

মুসলমান অধিকারের কথা কহিতেছি। ভারতের সিংহাসনে মুসলমান আসীন হইলেন। ভারতের রাজচ্ছত্র মুসলমানের মস্তকের উপর শোভা পাইল, ভারতের রাজদণ্ড মুসলমান নরপতি দ্বারা পরিচালিত হইতে লাগিল। ভারত ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায় সমাপ্ত হইয়া অভূতপূর্ব্ব নূতন প্রকারের আর এক অধ্যায় আরম্ভ হইল। মোগল-কুলতিলক সম্রাট্ আকবর ও অন্যান্য কয়েকটি মুসলমান রাজা ভিন্ন অপরাপর মুসলমান রাজগণের চরিত্র, ইতিহাসের আংশিক বর্ণনা দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে। অভিযুক্ত রাজা নিজের নিযুক্ত বিচার পতি কর্ত্তৃক ধর্ম্মাধিকরণে নীত হইয়া সামান্য অপরাধির ন্যায় ব্যবহৃত ও ভৎ´সিত হইবেন; অথচ তাহাতে রাজার ক্রোধকরা দূরে থাকুক, তিনি আহ্লাদের সহিত বলিবেন

"আমার অধিকারে যে এইরূপ অপক্ষপাতী বিচারক আছে তজ্জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করি" এতাদৃশ মহত্ত্ব, বঙ্গ দেশের ইতিহাসের একটি অধ্যায়* ভিন্ন ভারতবর্ষীয় মুসলমান রাজদিগের অন্য কোনও ইতিহাসের পবিত্রতা সম্পাদন করে নাই। অধিকাংশ মুসলমান রাজগণ হিন্দুদিগকে ভয়ানক দ্বেষ করিতেন। তাঁহারা হিন্দুসমাজের বিষয় সম্পত্তি অপহরণ করিয়া সন্তুষ্ট হন নাই, হিন্দু সমাজের মূল পর্য্যন্ত বিলোড়িত ও উপপ্লুত করিয়াছেন, সমাজের বাহুবল ক্ষয় করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, মানসিক বলেরও বিলোপ করিয়াছেন। সমাজের স্তরে স্তরে, জাতীয় ভাবের পরিবর্ত্তে মুসলমান ভাব ও রীতি নীতি প্রবিষ্ট করাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এরূপ নিপীড়নে কোন্ জাতির সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত না হয়? ভারত সমাজ অত্যন্ত সারবান্ তাই সমূলে উচ্ছিন্ন হয় নাই। উচ্ছিন্ন হয় নাই, কিন্তু বহুল পরিমাণে বিপ্লুত হইয়াছিল। মুসমমান অধিকার কালে নানা কারণে মুসলমান শিক্ষা ও মুসলমান রীতি নীতি সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয় রীতি নীতির একাধিপত্য বিদূরিত করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে তাহার স্থান অধিকার করিতে আরম্ভ করে। অল্পে অল্পে হিন্দুদিগের মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইতে চলিল। এমন-কি, কোন কোন হিন্দুসন্তান স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ আরম্ভ করিলেন। ইহারা দেশীয় বর্ত্তমান মুসলমান সংখ্যার অল্প

* বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ ২২ পৃষ্ঠা।

পুষ্টি সম্পাদন করে নাই। ইহা কি জাতীয় শিক্ষায় অনাদর ও বিজাতীয় শিক্ষায় অনুরাগের বিষময় ফল নয়?

মুসলমান নরপতিগণের কঠোর শাসন ও দুরপনেয় দুরভিসন্ধি সমাজের স্তরে স্তরে অশান্তির বীজ বপন করে, জাতীয় শিক্ষার যথেষ্ট অন্তরায় বিধান করে, অনেক পরিমাণে জাতীয় ভাবের শিথিলতা সম্পাদন করে। এমন সময়ে ভারত সাম্রাজ্যের শাসন ভার ইংরাজের প্রতি অর্পিত হইল। ইংরাজ, ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রথম অংশে যে সকল দুর্দ্দশা স্বাভাবিক, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাহার কোন বর্জ্জিত বিধি নাই। সুতরাং ভারতবর্ষেও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। ভারতীয় জনগণের দুঃখে দয়ার্দ্র-চিত্ত যিশুর শিষ্যগণ সাতসমুদ্র তের নদী পার হইয়া ভারতবর্ষে শুভাগমন করিলেন, এবং ভারতবাসিদিগকে যিশুর ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য যথোচিত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইলেন। মুসলমান অধিকারে জাতীয় শিক্ষার লাঘব হইয়া পারসী ভাষার আদর হইয়াছিল, ইংরেজেরা এই সুযোগে রাষ্ট্রবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম্মবিপ্লবও আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বতন মিসনরিদের কথা কহিতেছি। মোল্লাগণ রাজকীয় সহায়তার বলে বলীয়ান হইয়া বলক্রমে ইসলামি ধর্ম্মে লোক সকলকে দীক্ষিত করিতেন। মিসনরিগণ কৌশলে লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে যত্নবান-হইয়াছিলেন, পৃথিবীতে বলের অপেক্ষা কৌশলের জয় চিরকাল বজায় থাকিবে। তাই মিসনরিগণ অপেক্ষাকৃত

অল্পসময়ে কতকগুলি লোককে জর্ডননদীর পবিত্র জলে অভি-
ষিক্ত করিয়া তাহাদের স্বর্গের সোপান প্রস্তুত করিতে সমর্থ
হইলেন। বলা বাহুল্য যে,যাঁহারা জাতীয় শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া-
ছিলেন, মিসনরিগণ তাঁহাদের ত্রিসীমা স্পর্শ করিতেও
পারিলেন না।

মিসনরিদিগের দ্বারা সমাজে কিয়ৎ পরিমাণে ধর্ম্মবিপ্লব
উপস্থিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাদিগকে দোষী
করিতে পারা যায় না। কারণ। তাঁহারা তাঁহাদের ধর্ম্মানু-
মোদিত কার্য্যই করিয়াছেন, পক্ষান্তরে তাঁহারা দেশের
বিস্তর উপকার সাধন করিয়াছেন। তাঁহারাই প্রথমতঃ
দেশীয়দিগকে মহোপকারিণী ইংরেজী শিক্ষা প্রদান করিতে
আরম্ভ করেন, ইংরাজ হইয়া প্রভূত অধ্যবসায় সহকারে
বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করেন, বাঙ্গালি দিগকে রীতিমত বাঙ্গলা
ভাষায় ব্যুৎপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে, বাঙ্গলা ব্যাকরণ প্রস্তুত
ও প্রচারিত করেন, বাঙ্গলা সংবাদ পত্র প্রচার করিতে আরম্ভ
করেন, তাঁহাদের প্রযত্নেই দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রতি-
ষ্ঠিত হয়। তাঁহাদের উদ্যোগ ও চেষ্টাতেই মহাত্মা ডেল-
হাউসি বিশ্ববিদ্যালয় রূপ বিশাল অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন
করেন। ফলতঃ তাঁহাদের নিকট ভারত অনেকাংশে ঋণী।
কৃতজ্ঞ ভারত কোনও কালে তাঁহাদের কৃত উপকার বিস্মৃত
হইবেনা, চিরদিন তাঁহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন
করিবে।

সে যাহা হউক্, মিশনরি গণ প্রাণপণে যত্ন করিয়া যাহা

করিতে পারেন নাই; তেজস্বনী ইংরাজী শিক্ষা তাহা করিতে আরম্ভ করিল; রজঃপ্রধান মনুষ্য স্বভাবতঃ দোষপ্রবণ সুতরাং ছাত্রগণ ইংরেজীর অন্যান্য-সামান্য স্পৃহনীয় গুণাবলীর অনুসরণ করিতে অসমর্থ হইয়া সুবিধা ও সহজ বোধে ইংরাজের দোষ গুলি অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিল। কালে ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রাচুর্য্যে জাতীয় শিক্ষা লোপ হইতে আরম্ভ হইল, বাল্যকালাবধি বিজাতীয় শিক্ষা, বিজাতীয় দৃষ্টান্ত ও বিজাতীয় সংসর্গে ভারত সমাজের লোক সকল ভারতবর্ষীয় হইয়াও ইউরোপীয়দিগের ছায়ার ন্যায় হইয়া উঠিতে চলিল। জাতীয় ভাব মনে উদয় হইবার পূর্ব্বেই শিক্ষা-গুণে বিজাতীয় ভাব তথায় বদ্ধমূল হইতে আরম্ভ হইল। অভিভাবক গণের সামান্য ব্যবহারিক উপদেশ, দৃষ্টান্ত ও সংসর্গ থাকাতে ছাত্রগণ নকল ইংরাজ হইতে পারিল না বটে, কিন্তু ইংরাজ-ভাব-রঞ্জনে রঞ্জিত হইয়া প্রচ্ছন্ন ইংরাজ সাজিতে আরম্ভ করিল সংশয় নাই। মহাত্মা সর উইলিয়ম জোন্স সংস্কৃত ভাষার মাধুর্য্যে মুগ্ধ না হইলে হয়ত আজ্ আমরা যে কিঞ্চিন্মাত্র জাতীয় শিক্ষার অস্তিত্ব দেখিতেছি, তাহারও অনেকটা লাঘব হইত। লাঘব হইত বলিতেছি, কেননা ধর্ম্মান্ধ দুর্দান্ত মুসলমান সম্রাট্ গণের ঘোরতর অত্যাচারের সময়ে ও শত শত বাধা বিপত্তি লঙ্ঘন করিয়া সুখ সম্ভোগের উজ্জ্বল আলোক হইতে শত হস্ত দূরে অবস্থান করিয়াও সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন করা যাঁহাদের কুলব্রত, সেই "ব্রাহ্মণ পণ্ডিত" শ্রেণী বিলুপ্ত হন নাই। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া যে কিছু

লাভ হয়, তদ্দ্বারা নিজের পরিবার প্রতিপালন ও ছাত্রদের আহার প্রদান পূর্ব্বক বিদ্যা প্রদান করাই, ইহাঁদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য। ইংরেজী শিক্ষা প্রাপ্ত বালকগণ এই নিরীহ শ্রেণীর প্রতি "সাকিম্ভূতারদল" প্রভৃতি মধুর শব্দাবলী প্রয়োগ করিয়া আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি প্রকাশ করিতেন। তাঁহারা তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় কুলব্রত প্রতিপালনে তৎপর ছিলেন। রাজার আদর নাই, তাহার উপর আবার সমাজের লোকের ঐরূপ ভক্তিপূর্ণ বাক্যাবলী, ইহাতে যে তাঁহারা বিচলিত হন নাই, ইহাই আশ্চর্য্য! তাঁহাদের তাদৃশ অধ্যবসায় নাথাকিলে হয়ত আজ সংস্কৃত ভাষার নাম মাত্র অবশিষ্ট থাকিত। কেননা আকবর ভিন্ন প্রায় মুসলমান্ সম্রাটের উজ্জ্বল সিংহাসনের নিকট সংস্কৃত ভাষার প্রবেশের অধিকার ছিলনা, সুখাভিলাষী জনগণ বিষয়সুখাভিলাষে পারসীর উপাসনা আরম্ভ করিলেন। সংস্কৃতের উপাসনা করিবার জন্য উল্লিখিত শ্রেণী ভিন্ন অন্য লোক ছিলনা।

সরউইলিয়ম জোন্সের উৎসাহে ও উদ্যোগে বিখ্যাত আসিয়াটিক সোসাইটির সৃষ্টিহয়, প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। এবং তৎদৃষ্টান্তে উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয় গুলিতে সংস্কৃত ভাষায় অনুশীলন আরম্ভ হয়। যদিও তাহা যৎসামান্য। তথাপি অবস্থানুসারে তাহাই প্রচুর বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পূর্ব্বতন সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ভাষাতেই উচ্চ শিক্ষা প্রদত্ত হইত, তখন ইহার নামের প্রকৃতই সার্থকতা ছিল, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে তাহাতেও

ইংরেজী ভাষা প্রবিষ্ট হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভিপ্রায় ছিল যে, সংস্কৃত শিক্ষার অণুমাত্র ক্ষতি না হইয়া ভূরিপরিমাণে সংস্কৃত উচ্চশিক্ষার সহিত সামান্য ভাবে ইংরেজী ভাষার ও শিক্ষা হয়। কিন্তু তাঁহার অভিপ্রায় সফল হয় নাই। তিনি যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, কালে তাহা প্রকৃত বৃক্ষে পরিণত হইয়া সংস্কৃত ভাষাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছে, এখন তথায় ইংরেজীর তুলনায় সংস্কৃত অতি অল্পই অধীত হইয়া থাকে। আসিয়াটিক সোসাইটী বাস্তবিকই মহৎ কার্য্য সাধন করিতেছেন। তাঁহাদের যত্নে নাম মাত্রাবশিষ্ট সংস্কৃত পুস্তক সকল পুনরায় সুলভ হইতেছে। সুতরাং বিদ্যার আলোচনা ও বৃদ্ধি পাইতেছে। বলিতেকি, আসিয়াটিক্ সোসাইটির যত্নে পুস্তক গুলি মুদ্রিত না হইলে হয়ত সংস্কৃত ভাষানুশীলনকারিদিগের মধ্যে স্পৃহনীয় বর্ত্তমান নবজীবনের আভাস আমরা দেখিতে পাইতাম না।

ইংরেজী শিক্ষার নিকট ভারত সমাজ অনেক ঋণী আছেন। বহু শতাব্দীর পরাধীনতা, অধিকাংশ জবন সম্রাটদিগের অনুচিত নিপীড়ন ও অন্যান্য কারণে ভারত সমাজ মুমূর্ষু দশাপন্ন হইয়াছিল। তাহার জীবনী শক্তি নামমাত্র অবশিষ্ট হইতে চলিয়াছিল, সে জড়পিণ্ডবৎ আপনার ক্রিয়াশক্তি পরিবর্জ্জিত হইয়া অপরের শক্তির সাহায্যে পরিস্পন্দিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। জবন সাম্রাজ্যের শেষ ভাগে ভারত সমাজের জাতীয় উচ্চ শিক্ষা স্মৃতিপথে উদিত হইয়া তাৎকালিক চিন্তাশীল ব্যক্তি দিগের অন্তরে বৃশ্চিক দংশনের অভিনয়

করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, অথচ বিজাতীয় কোনরূপ উচ্চ শিক্ষাও তদীয় অভাব পূর্ণ করিতেছিলনা। সাধারণ্যে না হউক অন্ততঃ সমাজস্থ বিমৃষ্যকারী দূরদর্শিদিগের মানসাকাশে দুর্নিবার্য্য ভাবি মেঘ মালার কালিমার আভাস স্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছিল, সুতরাং তাঁহারা দশদিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন, ভবিষ্য বংশীয়দের মূর্খতার ভয়ে ভীত হইলেন, সামাজিক ভাবি অবস্থার পর্য্যালোচনা করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। জাতীয় উচ্চ শিক্ষার পুনঃ প্রবর্ত্তনা, তাঁহাদের অন্তরের একান্ত স্পৃহনীয় হইলেও সাধ্যাতীত বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তবে বিজাতীয় উচ্চশিক্ষা! কে আর তাহা প্রবর্ত্তিত করিবে? সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় কালেই যখন জবন সম্রাটগণ তদ্বিষয়ে বড় একটা মনোযোগ করেন নাই, তখন পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যে তাহার আশা করা বাতুলতা মাত্র। ফলতঃ ভারত সমাজের তদানীন্তন অবস্থা যারপর নাই শোচনীয় হইয়াছিল।

এমন সময়ে বিধাতা ভারত সাম্রাজ্যের শাসনদণ্ড ইংরেজের হস্তে অর্পণ করিলেন। সদাশয় ইংরাজ ভারতে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য বিদ্যালয় সকল প্রতিষ্ঠিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ভারত ইতিহাসের অদৃষ্টপূর্ব্ব অচিন্তনীয় নূতন অধ্যায়ের অনুক্রমণিকা আরম্ভ হইল। হিন্দু সন্তানগণ চিরারাধ্যা কুলদেবতা সংস্কৃত ভাষার উপাসনার উদ্‌যাপন ও দ্বীপান্তরাগতা নব প্রতিষ্ঠিতা ইংরাজী ভাষার উপাসনা ব্রত গ্রহণ করিলেন। চির প্রতিষ্ঠিত উচ্চতর সিংহাসন হইতে পিতৃপুরুষদিগের পূজনীয় সংস্কৃত ভাষা কর্ষিতা

ও তৎস্থলে তেজস্বিনী ইংরেজী ভাষা স্থাপিতা হইলেন। কি নূতন দৃশ্য! যে দিন হিন্দু সন্তানগণ সংস্কৃত পুস্তক তুলিয়া রাখিয়া প্রথম ইংরাজী বর্ণমালা অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন, সেই দিন—সেই মুহুর্ত্তের কথা ভারত ইতিহাসের বক্ষঃস্থলে চিরদিন অঙ্কিত থাকিবে। অনন্ত কালের স্রোতে তাহা প্রক্ষালিত হইবেনা, একথা বলিতে পারিনা, কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া যাইবে তথাচ ঐ লিপি অবিলুপ্ত থাকিবে। উর্ব্বর ভারতে ইংরাজ যে বীজ বপন করিলেন, তাহার ভাবিফল ভবিষ্যকালের অব্যক্তগহ্বরে লুকায়িত। আমরা বর্ত্তমান কাল সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ইংরেজী শিক্ষা নূতন স্রোতে ভারত সমাজ অপ্লুত করিল, বিদ্যার্থিদিগের চিন্তাস্রোত অপর দিকে প্রবাহিত করিল। তথাবিধ মুমূর্ষু-কল্প ভারতসমাজে জীবনীশক্তির উদ্দীপনা সাধন করিল। ভারত সমাজের বিলোপোন্মুখী ক্রিয়াশক্তি অল্পে অল্পে বলবতী হইতে লাগিল। আসন্ন নিশ্চেষ্টতা বিলুপ্ত হইল। নূতন উৎসাহ, নূতন উদ্যম, নূতন অভিলাষ, নূতন স্ফুর্ত্তি সমাজের যৎপরোনাস্তি পরিবর্ত্তন সম্পাদন করিল। সমাজে নবজীবনের লক্ষণ সমস্ত লক্ষিত হইতে লাগিল, রাজার নিকট প্রজার ন্যায্য প্রাপ্য, ব্যক্তিগত অধিকার, সমাজ গত অধিকার, মানব জীবনের কর্ত্তব্যের গুরুত্ব প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় গুলি ভারত সমাজ, ইংরাজের সদাশয়তাগুণে

পুনরূপি বুঝিতে সক্ষম হইল, ইংরাজ যেমন নানা-দেশের রত্ন সকলের অধিপতি ইংরেজীভাষাও তেমনি নানাভাষার পরিশোধিত রত্নরাজি। ইংরেজী ভাষাতে গভীর ও উচ্চমূল্যের জ্ঞাতব্য বিষয় সকল নিহিত আছে। এমন ইংরেজী ভাষা ভারত সমাজের অবশ্য শিক্ষনীয়। সৌভাগ্য ক্রমে ইংরাজ এই মহোপকারিণী শিক্ষার প্রবর্ত্তনা করিয়াছেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে অশ্রুসংবরণ করা যায়না, যে ভারত সমাজ রত্নাকর সদৃশ সংস্কৃত ভাষার পরিবর্ত্তে যদিও বা প্রভূত রত্নালঙ্কৃত ইংরেজী ভাষার শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন, তথাপি তিনি উহার অতি অল্প রত্নেরই অধিকারী হইলেন। "অনন্ত রত্নাকর সম্মুখে বিস্তৃত রহিয়াছে, আমি তীরে বসিয়া উপল খণ্ড সকল সংগ্রহ করিতেছি" নিউ-টনের এই উক্তি ইংরেজীর উপাসক ভারতসমাজের প্রতি প্রযুক্ত হইলে কিছুমাত্র অসঙ্গত হইবেনা। ভারত সমাজ ইংরেজীর উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা প্রাপ্ত হননা, ইহা কল্পিত নহে। ভারত সমাজ ইংরেজী ভাষায় দীর্ঘ সুললিত বক্তৃতা করিয়া শুদ্ধ দেশীয় শ্রোতৃবর্গকে নহে, ইংরাজ জাতিকেও আশ্চর্য্যান্বিত করিতে শিখিয়াছেন, বড় বড় ইংরেজী পুস্তক রচনা করিতে শিখিয়াছেন, ইংরেজী ভাষাগত সূক্ষ্মতম রীতি নীতিতে পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছেন, তাহাতে ভুল নাই। ফলতঃ তাঁহারা ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিতেছেন মাত্র, ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে বলিয়ান স্বীকার করিতে পারি না। ভাষা শিক্ষা ও বিদ্যা শিক্ষা যে পৃথক্ পদার্থ তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার

করিবেন না। কোন্ ভারত সন্তান ইংরাজের ন্যায় নূতন যন্ত্রা-দির নির্ম্মাণ বা নূতন বিষয়ের আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইতে-ছেন ? দুই এক জনের কথা ছাড়িয়া দাও, সাধারণতঃ দেখিতে গেলে বোধ হয় একথা অত্যুক্তি নহে। কোটি কোটি মনুষ্যের মধ্যে দুই এক ব্যক্তির দুই একটি সামান্য যন্ত্র নির্ম্মাণে যাঁহারা যথেষ্ট হইয়াছে বিবেচনা করেন, আমরা তাঁহাদের মতের অনুসরণ করিতে পারিলাম না। তথাপি ইংরেজী শিক্ষা সমা-জের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছে একথা অস্বীকার করিলে বস্তুতঃই সত্যের অপলাপ হয়।

ইংরাজী শিক্ষার উপযোগিতা ও উপকারিতা বিষয়ে মত-দ্বৈধ নাই। যাহা সর্ব্বজন সিদ্ধান্ত, তাহার ঔচিত্য ও আবশ্য-কতা প্রদর্শন করিবার জন্য বাগাড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন। এখন দেখা উচিত যে ইংরেজী শিক্ষা আমাদের মহোপকার সাধিনী তাহা দ্বারা কোনও রূপ অনিষ্ট সাধিত হইতেছে কিনা ? অনেকে হয়ত বলিবেন, যেইংরেজ, সাগর বক্ষঃস্থল-বর্ত্তি-দূরতর ক্ষুদ্র-শ্বেত-দ্বীপ-নিবাসী হইয়া অসামান্য পরাক্রম, প্রভূত অধ্য-বসায় ও একান্ত কর্ত্তব্যানুরাগ প্রভৃতি সদ্‌গুণে বিস্তৃত ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছেন, অনেকানেক সাম্রাজ্যের শাসন দণ্ড যাঁহাদের ভ্রূবিক্ষেপে পরিচালিত হইতেছে, পৃথিবী তার স্বরে যাঁহাদের গৌরব ও মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে, যাঁহাদের অঙ্গুলী চালনায় কত রাজার সিংহাসন ভ্রষ্ট ও কত দরিদ্রের মস্তকে রাজমুকুট স্থাপিত হইতেছে, যাঁহারা সভ্যতার উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়াছেন, জোতিষ্কমণ্ডলী ও ভূবলয়ের

অচিন্ত্যদুর্ব্বিতর্ক্য সূক্ষ্মতম তত্ত্বাবলী যাঁহারা করামলকবৎ প্রত্যক্ষ করিতেছেন, যাঁহাদের তীক্ষ্ণ মনীষা-বলে দূরতম অতীত কালের বিলুপ্ত ইতিহাসের ম্লান রেখা স্পষ্ট প্রতিভাত হই-তেছে, ভাষার দুর্লক্ষ্য প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া যাঁহারা আর্য্য ও ম্লেচ্ছের প্রসিদ্ধ জাতিভেদের বৈপরীত্যে ঐকজাত্য প্রমাণ করিতেছেন, সংস্কৃত, লাটিন, আরবী ও আবস্তিক প্রভৃতি উচ্চা-বচ ভাষাবলীর প্রস্রবণ কালকুক্ষিবিলীন কোনও এক অনির্ব্বচ-নীয় মূলভাষার অনুমান করিতেছেন, পৃথিবী যাঁহাদের গুণাবলীর ও বিদ্যার অনন্যসাধারণত্ব অস্বীকার করে না, সেই ইংরাজের ভাষার, সেই ইংরাজের বিদ্যার শিক্ষা, আবার অনিষ্ট সাধন করিবে এ আশঙ্কা কেন, এ কুতর্ক কেন, এ বাচালতা কেন ? মঙ্গল ইচ্ছা করত অনিষ্টাশঙ্কা পরিত্যাগ কর, কুতর্ক দূর কর, বাচালতার ত্রিসীমা স্পর্শ করিও না। যদি সভ্য হইতে চাও, বিদ্বান্ হইতে চাও, অধিক কি, যদি মানুষ হইতে চাও, তবে নিঃশঙ্কচিত্তে দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে ইংরাজী শিক্ষা কর। ইংরাজী বিদ্যা রত্নাকর, সেই রত্নাকরে নিমগ্ন হও, অনায়াসে মনোমত রত্নলাভ করিবে, অন্য পরি-শ্রমের প্রয়োজন নাই, সুধাকরে গরলের কল্পনা করিও না, প্রফুল্ল পদ্মে কীটের বিভীষিকা দেখিও না। যে ইংরাজী শিক্ষা আমাদের মৃত দেহে জীবনের সঞ্চার করিয়াছে, সেই ইংরাজী শিক্ষার দোষকল্পনা করিয়া অপরাধী হইও না। ইংরাজ আমাদের যে সকল উপকার করিয়াছেন, ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনা সে সমস্তের মূর্দ্ধণ্য ও অগ্রগণ্য।

আমরাও বলি, ইংরাজ আমাদের যে সমস্ত উপকার করিয়াছেন, ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনা তন্মধ্যে অগ্রগণ্য। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষা আমাদের নিরবচ্ছিন্ন শ্রেয়স্করী, তদ্দ্বারা কোনও অনিষ্টের আশঙ্কা নাই, একথা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে।

"দৃষ্টং কিমৃপি লোকেস্মিন্ন নির্দোষংননির্গুণং।"

গুণ দোষ শূন্য বস্তু জগতে নাই—এই মহাবাক্য অভ্রান্ত সত্যের বিকাশ-নিকেতন। মহোপকারিণী ইংরাজী শিক্ষার দোষ প্রদর্শন অপরাধের জন্য হইবে, একথাও স্বীকার করিতে পারিনা। প্রত্যুত ইহার বিপরীত পক্ষই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। আমদের মতে দোষ প্রদর্শন অনুরাগের চিহ্ন, বিরাগের দুঃসহ মর্ম্মভেদী বজ্রপ্রহার নহে। ভালবাসর জিনিষে অণুমাত্র দোষস্পর্শও হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত আন্দোলিত করে, বিরাগ বিষয়ে দোষের আধিক্য আনন্দোৎসের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। যে তোমার দোষ তোমায় বলিয়া দেয়, জানিও সে তোমার হিতৈষী বন্ধু। যে তোমার দোষ জানিয়াও তোমায় দেখাইয়া দেয় না সে তোমার পরম শত্রু। বন্ধু ভাবে দোষ প্রদর্শনের কথা হইতেছে সুতরাং যাঁহারা অনর্থক নিন্দাবাদ বিবেচনা করিবেন,—

"শত্রোরপি গুণাবাচ্যা দোষাবাচ্যা গুরোরপি।"

এই মহার্থ নীতিসূত্রের অর্থগাম্ভীর্য্য ও মহত্ত্বের প্রতি তাঁহারা যেন একবার মনোনিবেশ করেন।

ফলতঃ ইংরাজী শিক্ষা ইংরাজের পক্ষে দোষ-স্পর্শ-শূন্য

হইতে পারে,কিন্তু ভারতীয় জনগণের পক্ষে তাহা নহে। শুদ্ধ ইংরাজী শিক্ষা ভারত-সমাজের এত অপকার সাধন করিতেছে যে, তদ্বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন কোন মতেই বিধেয় হইতে পারেনা। তেজস্বিনী ইংরেজী শিক্ষা নিঃসপত্ন ভাবে লব্ধ প্রবেশ হইয়া সুকুমার মতি বালকদিগের নবনীত কোমল অন্তঃকরণ হইতে দিবাপ্রদীপের ন্যায় নিষ্প্রভ, স্বভাব ও দৃষ্টান্ত সমুদ্ভূত দেশীয় ভাবের রেখা অনায়াসে নিষ্কাষিত করিয়া উহা বিদেশীয় ভাবে ওতপ্রোত করিতেছে। ছাত্রগণ দেশীয় বহিরাবণে আবৃত হইয়া প্রকৃত পক্ষে প্রচ্ছন্ন বৈদেশিক রূপে পরিণত হইতেছেন। ইংলণ্ড প্রত্যাগত উন্নতচেতা ছাত্র গণের মধ্যে অনেকে দেশীয় রীতিনীতির ত্রিসীমা স্পর্শ না করিতে পারিলে আপনাকে চরিতার্থ মনে করে, দেশীয় পল্লীতে বাস, দেশীয় উপাধি তাঁহারা যৎপরোনাস্তি অপমানের বিষয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, দেশীয় পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তে বৈদেশিক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া যথাসাধ্য দেশীয় পরিচয়ের হস্ত হইতে পরিমুক্ত হইতে চেষ্টা করেন, কৃষ্ণ বর্ণের পরিবর্ত্তে শুভ্রবর্ণের বিনিময় সম্ভব হইলে ইঁহারা এতদিন সাহেব বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচিত হইতেন না। কৃষ্ণবর্ণ সত্বেও অনেকে সাহেব না বলিলে ক্রোধে " অগ্নিশর্ম্মা " হইয়া উঠেন। শর্ম্মা উপাধি অতিশয় ঘৃণা জনক মনে করেন, 'স্কোয়ার' না লিখিলে আপনাকে অপমানিত বোধ করেন। নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে ইঁহাদের অনুসরণ করিয়া উন্নতির পরাকাষ্ঠা

প্রদর্শন করিতে প্রস্তুত হইতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার এমন কৃতী যে, তাঁহারা মাতৃ ভাষার উচ্চারণ পর্য্যন্তও ঘৃণার বিষয় মনে করেন। কেহ কেহ বা মাতৃভাষা একেবারে ভুলিয়া যান। ইঁহাদের মতে ইংরাজী ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করা যায় না, কোন বিষয় ভাবিতে পারা যায় না। দেশীয় যাহা কিছু তৎসমস্ত কুসংস্কারময়, কেবলই নীচতা। আর বিদেশীয় যাহা কিছু তৎসমস্তই নির্দ্দোষ ও উপাদেয় অনেকের অন্তঃকরণে এইরূপ সংস্কার বদ্ধমূল হইতে চলিয়াছে। সমাজের যে দিকে দৃষ্টি পাত কর, দেখিবে কেবলই পরিবর্ত্তন, কেবলই অশান্তি। ইংলণ্ড প্রত্যাগত বাবু মনোমোহন ঘোষ বেথুন সোসাই-টিতে বক্তৃতা করিবার সময়ে ইহা বলিয়া আশ্চর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে "আমরা য়ুরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান বুঝিতে শিখিয়াছি অথচ মাদুরে বসি, হাত দিয়া আহার করি, সর্ব্বদা গায়ে বস্ত্র রাখি না ও মৃণ্ময় দীপের আলোকে লেখা পড়া করি"*। কিন্তু বক্তা ইহা অবগত নহেন অথবা ভাবিলেন না, যে পর্ণকুটীরনিবাসী সামান্য তৃণাসনোপবিষ্ট জটা বল্কলধারী আর্য্য মহর্ষিগণ যে সমস্ত দুরুচ্ছেদ্য তত্ত্বের উচ্ছেদ

---

* "It is curious to reflect that the most learned works on European literature and science should be studied and appreciated by the student who sits on a mat, eats with his fingers, does not think it neccessary to cover his body, and reads under the light of the primitive earthen lamp."—Mr. Manomohun Ghose on English Education. বঙ্গদর্শন ১২৮৪ আষাঢ় ১১৬ পৃষ্ঠা।

করিয়া গিয়াছেন অদ্যাপি অনেকানেক য়ুরোপীয় মহামহোপাধ্যায় তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারেন নাই। ফলতঃ বর্ত্তমান কালে অনেকের সংস্কার যে য়ুরোপীয় রীতিনীতির অনুসরণই সভ্যতা ও উন্নতির মানদণ্ড। ভারত ঘোরতর অসভ্য, ইংরেজের কৃপায় সভ্যতোন্মুখ হইতেছে মাত্র।

ইংলণ্ড গমন ও ইংরাজী শিক্ষার যদি এইরূপ পরিণাম হয়, তবে উহা যত শীঘ্র তিরোহিত হয়, ততই মঙ্গল। "যাহার ব্যথা যথা তাহার হাত তথা" নব্যসম্প্রদায় যদি দেশের কেহ না হইতেন তাঁহাদের বিষয়ে আমাদের কিছু বলিবার আবশ্যক ছিলনা। বস্তুতঃ তাহা নহে, নব্য সম্প্রদায় অধ্যবসায়ী উৎসাহী কর্ম্মঠ এবং ইঁহারা সাধারণ্যে শিক্ষিত। অতএব ইঁহারাই আমাদের শেষ ভরসা ও শেষ অবলম্বন। প্রাচীন সম্প্রদায় বিলুপ্তকল্প। নব্য সম্প্রদায় এখন প্রাচীন হইতে চলিবেন, সুতরাং তাঁহাদের আচার ব্যবহারের রীতিনীতির প্রতি সমাজের মঙ্গলামঙ্গল ভূরি পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। তাঁহাদেয় অণুমাত্র ব্যতিক্রম ও পরিণামে সমাজের গুরুতর অনিষ্টের হেতু! তাঁহাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা ও বিমৃষ্যকারিতা আবশ্যক। তাঁহাদের স্কন্ধে যে মহীয়ান্ কার্য্যভার ন্যাস্ত রহিয়াছে, তাহার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া তাঁহারা যারপর নাই অপরাধী ও অযশোভাজন হইতেছেন, ইহাকি তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন। নব্য সম্প্রদায় বুঝিতে পারিতেছেন না, যে

তাঁহারা দেশের কি সর্ব্বনাশ করিতেছেন। তাঁহারা যে বিষ বীজ সমাজে বপন করিতেছেন, তাহা কালে কি সর্ব্বনাশকর ফলই না প্রসব করিবে। যেরূপ গতি দেখা যাইতেছে তাহাতে কিছুদিন পরে [ভাবিতে মস্তক ঘুরিয়া পড়ে শরীরের শোণিত শুষ্ক হয়, অশ্রুজলে হৃদয় ভাসিয়া যায়) কিছুদিন পরে হিন্দু জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে, হিন্দুরীতি নীতির শেষ রেখা ইতিহাসের পৃষ্ঠে দেখিতে হইবে, ভারতের অধঃপতন হইবে। কিছু দিন পরে ফিরিঙ্গী প্রভৃতির ন্যায় হিন্দুজাতিও একটী অভিনব স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া পরিগণিত হইবে। নব্যসম্প্রদায় ভাবিয়া দেখুন তাহা হইলে তাঁহরা হিন্দু সমাজের এমন সর্ব্বনাশ করিলেন, কোন কালেও যাহার প্রতীকার সম্ভব হইবে না। হিন্দু সমাজ তাঁহাদিগকে স্নেহের সহিত লালনপালন করিয়া যত্নের সহিত লেখা পড়া শিখাইয়া কি তাঁহাদের নিকট এই পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। হিন্দু সমাজ যেমন যথা সময়ে তাঁহাদিগের লালন পালনাদি করিয়াছেন, তাঁহরাও সেই-রূপ বৃদ্ধাবস্থায়—প্রত্যাসন্ন প্রলয়াবস্থায় হিন্দুসমাজের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করুন, যথোচিত সেবা শুশ্রুষা করুন, সমাজের জীবনহর দুর্লক্ষ্য রোগ লক্ষ্য করুন, হিন্দু সমাজকে সুস্থ ও সবলকায় করুন। তাঁহারা (হিন্দু সমাজের) এই ভয়ানক বিকারাবস্থায় "ওল্ডফুল" বলিয়া তাঁহার প্রতি উপহাস করিবেন না। ঘোরতর বিকার গ্রস্ত হিন্দুসমাজ সতৃষ্ণনয়নে তাঁহাদের মুখ পানে তাকাইয়া রহিয়াছে।

তাঁহারা যাহাই বলুন, হিন্দুসমাজ জানে তাঁহারা তাহার শেষ অবলম্বন, তাঁহারা তাহার ভরসাস্থল, তাঁহাদের দ্বারা অবশ্যই তাহার পুনরপি বিকারের উপশম হইবে, পুনরপি স্বাস্থ্যলাভ হইবে। হিন্দু সমাজকে এই শেষ আশা হইতে বঞ্চিত করিলে ইতিহাস চিরদিন নব্য সম্প্রদায়ের এই ঘোরতর দুর্যশ কীর্ত্তন করিবে।

হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ, ব্রহ্মদেশ হইতে সিন্ধু নদের পবিত্র-সলিল-ধৌত পঞ্জাব প্রদেশ পর্য্যন্ত তার স্বরে উচ্চারিত "ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা, ঊনবিংশ শতাব্দীর উন্নতি" এই শব্দ শ্রুতি গোচর হয়। কিন্তু কি যে সেই সভ্যতা, কিরূপ যে সেই উন্নতি, তদ্বিষয়ে কেহই দুইদণ্ড কাল চিন্তা করিবার আবশ্যক বোধ করেন না। সকলেই গতানুগতিক ন্যায়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার ও ঊনবিংশ শতাব্দীর উন্নতির পক্ষপাতী। এই ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা ও উন্নতি ভারত সমাজের অস্থি মর্জ্জাপর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। স্বাধীনতার নামে যথেচ্ছাচারের অনিবার্য্য ঘোরতর অত্যাচার চলিতেছে। আমরা স্বাধীনতার অভিমানে বক্ষঃস্ফীত করি, কিন্তু স্বাধীন চিন্তা করিতে জানি না, কেবল গড্ডলিকা প্রবাহে গা ঢালিয়া দিই। এই কি ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা? এই কি ঊনবিংশ শতাব্দীর উন্নতি! মিলের দর্শনের কৃপায় নিরীশ্বরবাদ সমাজের প্রধান আলোচ্য বিষয় অথবা সিদ্ধান্ত হইয়া দাঁড়াইতেছে। যিনি নিরীশ্বরবাদের পক্ষপাতী নহেন, অনেকের মতে তিনি অশিক্ষিত! কপিলের নিরীশ্বরবাদ

প্রাচীন ; তাহা সমাজের অনিষ্টকারী হয় নাই, কিন্তু মিলের নিরীশ্বরবাদ সমাজে কি ভয়ানক আন্দোলনই তুলিয়াছে, কি শোচনীয় বিপর্য্যয়ই আনয়ন করিয়াছে। তেজস্বিনী ইংরেজী শিক্ষা ভারতের কি পর্য্যন্ত অনিষ্ট সাধন করিতেছে,চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এতদ্দ্বারা তাহার কতকটা অনুমান করিতে পারিবেন। ভারতবর্ষ পৃথিবীর ধর্ম্মোপদেষ্টা। পৃথিবীতে যে সকল ধর্ম্মমত প্রচলিত বা বিলুপ্ত, ভারতবর্ষ তৎসমস্তের উৎস, একথা বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবেনা। যে ভারতবর্ষ পৃথিবীর ধর্ম্মোপদেষ্টা, অনেকের মতে সেই ভারতবর্ষ আজ কিনা ধর্ম্ম বিষয়ে থিওডর পার্কারের শিষ্য ও মিলের অন্তেবাসী। থিওডর পার্কারের আত্ম প্রত্যয় ও মিলের নিরীশ্বরবাদ ইংরাজী ছাত্রগণের পক্ষে নূতন জিনিষ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু সংস্কৃতাধ্যায়িদিগের পক্ষে উহা বহুতর প্রাচীন। উহা ভারতবর্ষের সম্বন্ধে নূতন নয়। ফলতঃ ধর্ম্মবিষয়ে ভারতবর্ষের প্রাধান্য সর্ব্বজনীন হইলেও নব্যসম্প্রদায়ের অনুগ্রহে ভারতবর্ষ আজ তজ্জন্য মিলের দ্বারে মুক্তি-ভিক্ষার্থ দণ্ডায়মান। এই কি ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা ও উন্নতি? ইংরাজী শিক্ষা যে সকল অনিষ্ট সাধন করিতেছে অন্যান্য বিষয়ে কালে তাহার প্রতিকার হইলেও ধর্ম্মবিপ্লবের প্রতিকার সম্ভবপর কি না, তাহা বুদ্ধিমানদিগের চিন্তনীয়। ইংরাজী শিক্ষার অন্যান্য অপকারিতা ছাড়িয়া দিলেও এক ধর্ম্মবিপ্লব উত্থাপিত করিয়া যে ভয়ানক অনিষ্ট সম্পাদন করিতেছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া যাইবে, তথাপি

তাহার ক্ষতিপূরণ হইবে না। পরিবর্ত্তন প্রিয়তা সমাজের দুরপণেয় রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, নব্যসমাজ সকল বিষয়েই পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু কীদৃশ পরিবর্ত্তন সমাজের মঙ্গলকর, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে অক্ষম। অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, যে হিন্দুদিগের সমস্তই কুসংস্কারময়। উহা রহিত করিতে হইবে, আর ইংরাজের সমস্তই মার্জ্জিত ও নির্দ্দোষ, উহা প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। কি ভয়ানক সংস্কার! তাঁহাদের মতে হিন্দুজাতি একটী জাতি বলিয়াই গণ্য নয়, তাঁহারা বিবেচনা করেন উহাদের নিজের বলিবার কিছু নাই। ইহাঁরা এককালে হিন্দু সমাজের আচার ব্যবহার রীতি নীতির মূলোৎপাটন করিতে পারিলে আপনাকে চরিতার্থ বোধ করেন। কিছুদিন হইল দেশীয় বর্ণমালার পরিবর্ত্তে ইংরাজী বর্ণমালার প্রচলন প্রস্তাব উপস্থিত হয়, সম্প্রতি উহা কিয়ৎপরিমাণে কার্য্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে। ইংরাজ এপ্রস্তাব করিলে আমাদের কিছু মাত্র বিস্ময়ের বিষয় বা বলিবার ছিল না; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, অনেক উন্নতমনা মহাত্মাও দেশীয় বর্ণমালার নাস্তিত্ব আবশ্যক মনে করেন। অতঃপর ইংরেজী অক্ষরে সংস্কৃত পুস্তক লিখিত হইবে। কি নূতন ও অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য! ভাবিলে অশ্রু সংবরণ করা যায় না যে, আমাদের বর্ণমালা পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হইতে চলিল। যদি সত্য সত্যই ইংরেজী বর্ণমালা দেশীয় বর্ণমালার সিংহাসনে আসীন হয়, তবে দেশের সর্ব্বনাশ হইবে, সংস্কৃত শিক্ষা যে আছে, তাহার মূলে কুঠারাঘাত হইবে।

দেশের বলিয়া পরিচয় দিবার কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে না। আমাদের কৃতবিদ্যগণ দেশের এই মহোপকার সাধন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইহা দেখিয়াও কি বলিব যে ইংরেজী শিক্ষা আমাদের নিরবচ্ছিন্ন শ্রেয়স্করী! ইংরেজী শিক্ষা প্রভাবে অনেক উন্নতমনা শিক্ষিত ব্যক্তি আপনার গৃহলক্ষ্মীকে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে দিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা ও উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন। ভাবিতে দুঃখ হয় যে,সমাজ যাদৃশ ভয়ানক রূপে আন্দোলিত হইতেছে, কি যে.ইহার পরিণাম দাঁড়াইবে, তাহা অনাগত কালের কুক্ষি-নিবিষ্ট। আমাদের কৃতবিদ্যগণ শর্ম্মা স্থানে স্কোয়ার, সাটি স্থানে গাউন, ও যজ্ঞোপবীতচ্ছেদন প্রভৃতি উন্নতির লক্ষণ বলিয়া মনে করেন। আবার য়ূরোপের দিকে নেত্রপাত কর, অন্যরূপ চিত্র দৃষ্ট হইবে, তথায় স্কোয়ারের পরিবর্ত্তে শর্ম্মা," ও ভট্ট, মেক্সমূলরের পরিবর্ত্তে মোক্ষমূলরের, জর্ম্মণির পরিবর্ত্তে শর্ম্মণ্য দেশ, গাউনের পরিবর্ত্তে সাটী, শবসমাধির পরিবর্ত্তে শবদাহ প্রভৃতি প্রচলিত হইতেছে। এখন ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমরা কোন্‌টি উন্নতির লক্ষণ বলিয়া বুঝিব? বাবু নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়যজ্ঞোপবীত ছেদন করিয়া দেশে উন্নতির চরম সোপানে আরোহণ করিলেন, কুসংস্কারের হস্ত হইতে পরিমুক্ত হইলেন, বাহবার একশেষ হইল। আবার শুনিলাম তিনি ইংলণ্ডে মহাত্মা গোল্ডষ্টোকার কর্ত্তৃক তন্নিমিত্ত ভৎর্সিত হইলেন। এখন কোন্‌টী উন্নতির লক্ষণ বলিয়াজানিব? বিধাতার একি-ড়ম্বনা কেন? কৃতবিদ্যগণের এ চপলতা কেন? কি বলিব!

"পীত্বা মোহময়ীং প্রমোদ মদিরা মুন্মত্তভূতং জগৎ"। আমাদের সমাজের তাই ঘটিয়াছে। কেন এরূপ হইতেছে, তদ্বিষয়ে কেহ চিন্তা করিতে চাহেন না। এরোগের কি কোন ঔষধ নাই?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কেহ কেহ বলিতেপারেন যে, যে ইংরাজী শিক্ষা সমাজের তথাবিধ অনিষ্ট প্রসূ, তাহা হইতে সর্ব্বতোভাবে বিনির্ম্মুক্ত থাকাই কর্ত্তব্য, কাকদন্তান্বেষণ-তুল্য তাহার অনিষ্ট-কারিতার নিদান নির্ণয়ের প্রয়োজন নাই। আমরা এই পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। ভিক্ষুকে উদ্বেগ করিবে অতএব পাক করিওনা, পশ্বাদি উপদ্রব করিবে অতএব কৃষিকার্য্য করিও না, এ পরামর্শ যেরূপ, অনিষ্ট কারিতা আছে অতএব ইংরাজি শিক্ষা করিওনা, এ পরামর্শও তদ্রূপ। ধন সঞ্চয় করিলে দস্যু-তস্করাদি হইতে অনিষ্ট পাতের সম্ভাবনা আছে, অতএব ধন সঞ্চয় অকর্ত্তব্য, সাংসারিকদিগের নিকট এ উপদেশ যেরূপ মূল্যবান, বর্ত্তমান ভারত-সমাজের পক্ষে ইংরাজী শিক্ষা পরিত্যাগ করার উপদেশ তদপেক্ষা অধিক বলবান্ হইবেনা। ইংরাজী শিক্ষা আমাদের একান্ত অপরিহার্য্য ও নিতান্ত কর্ত্তব্য। ইংরাজী ইতিহাস, বিজ্ঞান ও জ্যোতিষ প্রভৃতি আমাদের অবশ্য

শিক্ষনীয়। যাহা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য তাহার অনিষ্ট-কারিতার নিদান নির্ণয় কাকদন্তান্বেষণ তুল্য নহে, মঙ্গল-ময়ফলপ্রসূ। নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় দোষ-দুষ্ট বলিয়া সহসা পরিত্যাগ করা মূর্খতার কার্য্য।——

"সর্ব্বারম্ভাহি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।"

অগ্নি যেমন ধূমদ্বারা আবৃত, সকল কর্ম্মেই সেইরূপ দোষদ্বারা আবৃত থাকে। অতএব যাহাতে তাহার দোষাংশ পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক কেবল উপাদেয় অংশ প্রয়োজনোপ-যোগী হয়, বুদ্ধিমান্‌দিগের তদ্বিষয়ে মনোভিনিবেশ করা কর্ত্তব্য। কণ্টক আছে বলিয়া কে মৎস্য পরিত্যাগ করিয়া থাকে? দোষ-নিদান্ত নির্ণীত না হইলে তাহার প্রতিকার চেষ্টা অসম্ভব ও নিষ্ফল। অতএব মহোপকারিণী ইংরেজী শিক্ষা ইংরেজের পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন শুভকরী হইয়া কেন আমাদের পক্ষে মারাত্মক অনিষ্ট প্রসব করিতেছে, তাহার গবেষণা কোনও মতে উপেক্ষনীয় নহে, প্রত্যুত অতীব কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই।

ইংরাজী শাস্ত্র, ইংরাজের আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি অনুসারে রচিত বা ইংরাজের আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি ইংরেজী শাস্ত্রের উপদেশে গঠিত, সুতরাং ইংরাজের আচার ব্যবহারাদি ইংরাজী শিক্ষাদ্বারা কেবলই মার্জিত ও উন্নীত হয়, কাজেই ইংরাজের পক্ষে ইংরাজী শিক্ষার অনিষ্টকা-রিতাশঙ্কা, শীতংশু-রশ্মিতে উষ্ণ স্পর্শাশঙ্কার ন্যায় নিতান্ত অসম্ভব ও অলীক। পক্ষান্তরে আমাদের আচার ব্যবহার

প্রভৃতি ইংরাজী শাস্ত্রের উপদেশে গঠিত বা ইংরেজী শাস্ত্রে আমাদের আচার ব্যবহারাদি রচিত হয়নাই। কিন্তু সংস্কৃত শাস্ত্র আমাদের আচার ব্যবহারাদির উপদেষ্টা বা তদনুসারে রচিত। অতএব নিরবচ্ছিন্ন ইংরাজী শিক্ষা আমাদের আচার ব্যবহারের কিছুমাত্র সংস্কার বা উন্নতি সাধন করিতে পারেনা, প্রত্যুত উহা বিকৃত করিয়া তুলে। যে শিক্ষা আচার ব্যবহারের সংস্কার করিতে সমর্থ, সে শিক্ষা দ্বারা জ্ঞানলাভ হইতে পারে, কিন্তু আচার ব্যবহারাদির সংস্কার বা উন্নতি হইতে পারেনা। সুতরাং সে শিক্ষা যত কেন উৎকৃষ্ট হউক না, তদ্দ্বারা সমাজের উপকার অল্পই সাধিত হয়। নিরবচ্ছিন্ন ইংরাজি শিক্ষা দ্বারা আচার ব্যবহারাদির সংস্কার হইতে পারে, আমরা এ সংস্কারকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারিনা। আমাদের বিশ্বাস যে নিরবচ্ছিন্ন ইংরাজী শিক্ষা দ্বারা আমাদেয় নূতন আচার ব্যবহারাদি গঠিত হইতে পারে, কিন্তু আমাদের চিরন্তর আচার ব্যবহারাদির সংস্কার বা উন্নতি হইতে পারে না। নূতন আচার ব্যবহার গঠনের প্রয়োজন নাই, আমাদের চিরন্তন আচার ব্যববহারের সংস্কার ও উন্নতির প্রয়োজন। সংস্কৃত শিক্ষার অভাবে এই অত্যাবশ্যক প্রয়োজন সুসিদ্ধ হইতেছেনা। পক্ষান্তরে তেজস্বিনী ইংরাজী শিক্ষা অলক্ষ্যভাবে আমাদের চিরন্তন আচার ব্যবহার গুলিকে বিকৃত বা তৎস্থলে নূতন আচার ব্যবহার স্থাপিত করিতেছে। আচার ব্যবহারের সহিত জাতীয় ভাবের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। সংস্কৃত

শিক্ষা অভাবে আমরা সেই জাতীয় ভাব হইতে ক্রমে ক্রমে দূরে সরিয়া পড়িতেছি। এবং ইরাজি শিক্ষা প্রভাবে বিজাতীয় ভাবের সন্মুখীন হইতেছি। আমাদের সমাজ সংস্কারকগণ এবিষয়ে দৃষ্টিপাত করিতেছেন না, তাঁহারা কেবলই উন্নতি উন্নতি বলিয়া ব্যস্ত হইতে ভারত সমাজ যে ভয়ঙ্কর অবস্থায় উপনীত হইতে চলিয়াছে, তাহাতে কিছুকাল পরে তাহার জাতীয় ভাব বিলুপ্ত হইবে। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির যথা-সাধ্য এতৎ প্রতিবিধানে কায়মনোবাক্যে যত্নবান্ হওয়া উচিত। যিনি এবিষয়ে উপেক্ষা বা তাচ্ছীল্য প্রদর্শন করি-বেন, তিনি সমাজের ভয়ানক শত্রু। কি করিলে আশঙ্কিত অনিষ্টপাতের প্রতীকার হয়, তাহা আলোচনার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই দেখা যায় যে সংস্কৃত শিক্ষার অভাবই যত অনর্থের মূল; আমরা সংস্কৃত শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া জাতীয় ভাব পরিত্যাগ করিতেছি। সুতরাং যাহাতে আমাদের বিদ্যালয় সকলে ইংরাজী উচ্চ শি-ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভূরি পরিমাণে সংস্কৃত উচ্চশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়, দেশ হিতৈষী মাত্রের তদ্বিষয়ে মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। আমরা যতই জাতীয় আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি পোষণ করিব, ততই জাতীয় ভাবের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম হইব। যাঁহারা জাতীয় ভাবের অস্তিত্ব রক্ষা অনাবশ্যক বোধ করেন, তাঁহাদের সহিত বাক্যালাপের প্রয়োজন নাই। আমাদের ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে অনেকে জাতীয় আচার ব্যবহা-

রাদি কুসংস্কার পূর্ণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, আমাদের সমাজ সংস্কারকগণও এদিকে বড় একটা দৃষ্টিপাত করেন না। এমন কি, কাহার কাহার মতে উহা অনাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয়। নিরবচ্ছিন্ন ইংরাজী শিক্ষা কি ইহার মূল নহে? আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি নিরবচ্ছিন্ন ইংরাজী শিক্ষা ইংরাজের পক্ষে শ্রেয়স্করী, আমাদের পক্ষে নহে, আমাদের পক্ষে উহা যাঁরপরনাই অনিষ্টকর। এই জনাই আমাদের ইংরাজী ভাষায় কৃতবিদ্যগণ জাতীয় শিক্ষা ও আচার ব্যবহারাদির উপকারিতা লক্ষ্য করিতে পারেন না, কিন্তু সুবিজ্ঞ ইংরাজগণ তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারেন। যাঁহাদের নিকট জাতীয় শিক্ষা ও আচার ব বহারাদির কিছুমাত্র মূল্য নাই, তাঁহারা আমাদের কথায় উপহাস করিবেন কিন্তু একজন বিচক্ষণ ইংরাজ একথা বলিলে তাঁহারা অবশ্য উপহাস করিতে পারেন না। এই বিবেচনায় ১৮৮০ খৃঃ অব্দের ২রা ডিসেম্বর কর্ণেল এস, এম অকল্ট সাহেব বারাণসীর কলেজ গৃহে "ভারতের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ" বিষয়ে যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহার সারাংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

প্রথমতঃ তিনি বলেন—যে "রোম এবং মিশর দেশ সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষ উচ্চ শিক্ষা এবং সভ্যতার আবাস স্থান ছিল; শিল্প, বিজ্ঞান, বাণিজ্য এবং নাবিক বিদ্যা সমস্ত বিষয়েই পরম উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল" তৎপর তিনি পূর্ব্বতন ঋষি এবং যোগিদিগের যোগ নিষ্ঠা ও দৈবশক্তির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। বক্তা

প্রাচীন ভারতের গুণানুবাদ করিয়া বর্ত্তমান ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক বলিয়াছিলেন। তিনি বলেন—"ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা অত্যন্ত নৈরাশ্য-জনক। ভারতবাসি গণ তাহাদের প্রাচীন ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ অবনত, জাতিভ্রষ্ট ও ইংরাজি ভাবাপন্ন হইতেছে। যাঁহারা বলেন যে ভারতবর্ষীয়দিগকে "ধর্ম্মে" দীক্ষিত করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহাদের মত খণ্ডন করিয়া তিনি পুনরপি কহেন, যে "বর্ত্তমান সময়ের লোকদিগের এই একটি মহান্ অভাব যে, তাহারা তাহাদের নিজের ধর্ম্ম এবং সাহিত্য বিষয়ে অজ্ঞ। এ অবস্থায় তাহারা যদি ইংরাজি ভাবাপন্ন না হইয়া শাসন কর্ত্তাদের সাহায্য ও সহানুভূতি আশ্রয় করিয়া নিজ জাতিত্ব সংরক্ষণে যত্নবান হয় এবং সকলে ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া আপন ধর্ম্ম, সাহিত্য, আচার ব্যবহার পোষণ করিতে চেষ্টা করে, তবে ভবিষ্যতে তাহাদের মঙ্গল হইবে।"

অকল্ট সাহেবের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হউক, তাঁহার এই উপদেশের প্রত্যেক বর্ণ উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়া ভবিষ্য বংশীয়দের জন্য ভারত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় অঙ্কিত হউক, দেশীয় ভ্রাতৃগণ তাঁহার মহার্ঘ উপদেশের প্রত্যেক অক্ষর অবিনশ্বর রূপে চিত্তপটে অঙ্কিত করুন। সংস্কৃত ভাষার উচ্চশিক্ষা ভিন্ন অকল্ট সাহেবের মহামূল্য উপদেশ কার্য্যে পরিণত হইবার উপায়ান্তর নাই। অতএব আমরা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট সবিনয়ে প্রার্থনা করি;

তাঁহারা বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা হইতে পতিত ভারতের উদ্ধার বিধান করিয়া ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ও প্রজাবৃন্দের সমধিক ভক্তিলাভ করুন, "ভারতের জন্য ভারত শাসন" এই উদার নীতি সূত্রের প্রশস্ত ভাষ্য রচনা করুন; পৃথিবীর শাসন কর্ত্তা গণের সম্বন্ধে অপূর্ব্ব শাসন প্রণালীর শিক্ষা গুরু হউন। তাঁহারা ভারতীয় বিদ্যালয় সমূহে তুল্যরূপে ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষায় উচ্চশিক্ষা প্রবর্ত্তিত করুন। পৃথিবী চিরদিন তাঁহাদের যশোগান করিবে। ইংরেজ শাসনে ভারতবর্ষে জাতীয় ভাব তিরোহিত হইল, ভারতবাসি-গণ ইংরেজী ভাবাপন্ন হইলেন, একটি আদিম উন্নত জাতির অস্তিত্ব লোপ হইল, ইহা উন্নত ইংরেজ নীতির—উদার ইংরাজ চরিত্রের বাস্তবিকই দুরপনেয় কলঙ্ক। আমরা প্রার্থনা করি যাহাতে এই গর্হিত কলঙ্ক উদ্ভূত না হয়, উহার—অঙ্কুর সমূলে উৎপাটিত হয়, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইবেন। প্রজারঞ্জনই রাজ ধর্ম্ম, রাজ ভক্ত প্রজাগণ বজ্রপ্রহারও অনায়াসে মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু রাজার অযশোলেশ তাহাদের হৃদয়ের স্তরে স্তরে শত শত আশীবিষ দংশনের অভিনয় করে। তাই আমরা পুনরায় সবিনয়ে প্রার্থনা করি, গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে বিদ্যালয় সমূহে সংস্কৃত উচ্চ শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিয়া আশঙ্কিত কলঙ্কের মূলোৎপাটন করুন। দেশীয় রাজা, মহারাজা, রাণী, মহারাণী, জমিদার ও ধনিদিগের কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা এই ভয়ানক শোচনীয় অবস্থা হইতে ভারতকে রক্ষা করুন, ঐশ্বর্য্যের সার্থকতা করুন।

যাহাতে সাধারণে দেশীয়গণ সংস্কৃত উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহার উপায় বিধান করুন। বিনশ্বর ঐশ্বর্য্য দ্বারা অবিনশ্বর যশোরাশি উপার্জ্জন করুন।

আমাদের নব্য সম্প্রদায়দিগকে বলি, ভ্রাতৃগণ! আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তোমরা ভারতের ভরসা স্থল। প্রাচীন সম্প্রদায় বৃদ্ধ হইয়াছেন, তোমরাও প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হইতে চলিলে। এখনও তোমাদের যথেষ্ট কার্য্য ক্ষমতা আছে। তোমরা ভারতের এই শোচনীয় অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত কর, আর উদাসীন থাকিবার সময় নাই। তোমরা যত্ন করিলে সংস্কৃত উচ্চ শিক্ষার প্রবর্ত্তনা সহজ হইবে। তোমাদিগের মধ্যে যাঁহারা সংস্কৃতকে মৃত-ভাষা বলিয়া ঘৃণা করেন তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দাও যে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব অল্প নহে। তেজস্বিনী জীবন্ত ইংরেজী ভাষার সম্পূর্ণ বিহার ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষা কিরূপ আত্ম প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য কর, ইহা দেখিয়াও যদি সংস্কৃতকে মৃত ভাষা বলিতে চাও, বল, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু তোমরা একবার ভাবিয়া দেখ, যে সংস্কৃত মৃত ভাষা হইয়াও যদি ঈদৃশ প্রভাবশালিনী হইল, তবে সে জীবন্ত ভাষা হইলে তাহার প্রভাব কিরূপ হইবে, তাহা কি কল্পনায় ধারণা করিতে পার? কখনই না। যদি তাহাই হইল, তবে সংস্কৃত ভাষাকে জীবন্ত করিবার জন্য তোমরা কায়মনোবাক্যে যত্ন কর, কারণ তোমরা ভারতবাসী সংস্কৃত ভারতের ভাষা। পৃথিবীর দুর্ল্লভ অনন্য সাধারণ

মহীয়সী সংস্কৃত ভাষা তোমাদেরই সম্পত্তি। যাহা তোমাদের সম্পত্তি, তাহা তোমাদের সাক্ষাতে নষ্ট হইতে দিলে তোমাদের দুর্যশের সীমা থাকিবেনা। তোমরা ভারতের নিকট—পৃথিবীর নিকট—ঈশ্বরের নিকট অভিসম্পাতভাগী হইবে। পক্ষান্তরে সংস্কৃত ভাষার উদ্ধার সাধন কর, সংস্কৃত উচ্চশিক্ষা প্রবর্ত্তনা কর, দেখিবে তোমাদের সংস্কৃত ভাষা পৃথিবীর ভাষা রাজির সম্রাজ্ঞী—দেখিবে তোমরা যাহা ইংরাজীর নিকট ঋণ বলিয়া বিবেচনা কর, তাহা তোমাদেরই সম্পত্তি—দেখিবে তোমাদের নিজের বলিবার বিস্তর আছে—দেখিবে তোমাদের নিজের যাহা আছে, তাহা অন্যের নাই। ভ্রাতৃগণ! প্রচুর ধন থাকিতে আর দরিদ্র বলিয়া পরিচয় দিওনা, কাপুরুষের ন্যায় নিরন্তর পরের উপাসনা করিওনা প্রকৃত মনস্বীর ন্যায় নিজের ঐশ্বর্য্য অনুসন্ধান কর, পরের ভাষা ও আপনার ভাষা তুল্যরূপে উপাসনা কর, দেখিবে তোমরা দরিদ্র নও। বুদ্ধ ও কপিলের পার্শ্বে অগস্ত্য কোমত ও মিলকে সংস্থাপন কর, বেদব্যাসের পার্শ্বে কড্‌ওয়ার্থ বা হেনরিমোরকে সংস্থাপন কর, গৌতম ও কণাদের পার্শ্বে আরিষ্টটল প্রভৃতিকে সংস্থাপন কর, দেখিবে কাহার জ্যোতি কত উজ্জ্বল, কাহার তেজ কত প্রখর। নক্ষত্র মণ্ডলীর শোভা অমানিশাতেই লক্ষিত হয়, দিনকরের অভ্যুদয়ে তাহাদের বিকাশ দেখিয়াছ? ভাল, জৈমিনি ও পতঞ্জলির পার্শ্বে কাহাকে স্থাপন করিতে হইবে বলিতে পার? যদি না পার তবে সংস্কৃত ভাষাতে ঘৃণা

করিওনা। তোমরা সমাজের সংস্কার করিতে ব্যস্ত, কিন্তু মনে রাখিও সংস্কার ও বিকার দুই ভিন্ন পদার্থ, সমাজ সংস্কার করিতে হইলে সমাজের প্রকৃতি জানিতে হইবে, তদীয় চিরন্তন আচার ব্যবহার জানিতে হইবে, ও সমস্ত অবগত হইয়া তাহাতে বিশেষ নৈপুণ্যলাভ করিতে হইবে। পরে বিদেশীয় প্রকৃতি ও আচার ব্যবহারের সহিত তাহার তুলনা করিতে হইবে, এইরূপ তুলনা করিয়া যাহার যাদৃশ সংস্কার আবশ্যক ও উপযোগী বলিয়া বোধহয় তাহার তদ্রূপ সংস্কার কর।

সংস্কৃত ভাষা ভিন্ন ভারত সমাজের প্রকৃতি ও চিরন্তন আচার ব্যবহারাদি জানিবার উপায়ান্তর নাই। যিনি পূর্ব্বোক্ত বিষয় গুলি সূক্ষ্মরূপে অবগত না হইয়া সমাজ সংস্কার করিতে চাহেন, তিনি সংস্কারের পরিবর্ত্তে ঘোরতর বিকার সমাজে আনয়ন করেন। তিনি সমাজের মিত্র নহেন, যারপর নাই শত্রু। ভ্রাতৃগণ! তোমরা তেমন সমাজ সংস্কারক হইওনা, সংস্কৃত ভাষা ভূরি পরিমাণে অধ্যয়ন কর, অধ্যয়ন করিয়া সমাজের প্রকৃতি ও চিরন্তন আচার ব্যবহারাদি অবগত হও। তাহার পর সমাজ সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইও, পৃথিবী বলিবে মহত্ত্বের ব্যবহার ও আদর বস্তুর মহত্তে ও উচ্চ মূল্যের তুলাদণ্ড। ভারতবাসির কথা ছাড়িয়া দাও। ভট্ট মোক্ষমূলর, গোল্ডষ্টোকর ও ওয়েবর প্রভৃতি মনীষিগণের প্রগাঢ় অনুরাগের দ্বারা সংস্কৃত ভাষার মহত্ত্ব ও উচ্চ মূল্য অনুমান কর। সংস্কৃত ভাষা সার বিহীন হইলে য়ুরোপীয়

পণ্ডিত মণ্ডলী অমূল্য জীবনের অধিকাংশ সময় সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনে অতি বাহিত করিতেন না। "কোরাণে যাহা আছে তাহার জন্য গ্রন্থান্তরের প্রয়োজন নাই, কোরাণে যাহা নাই, তাহা অলীক ও অসত্য সুতরাং তদর্থও গ্রন্থান্তর নিষ্প্রয়োজনীয়" এতাদৃশ সারবতী [?] যুক্তি অনুসারে যে জাতীয় অধীশ্বরের আদেশ ক্রমে আলেক জাণ্ড্রিয়ার প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ের পর্ব্বত প্রমাণ রাশি রাশি পুস্তক ভস্মীভূত হইয়াছিল, সে জাতিও সংস্কৃত ভাষার মোহনমন্ত্রে বশীভূত হইয়াছিলেন—সংস্কৃত ভাষারমাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন—মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গমের ন্যায় সংস্কৃত ভাষার নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিলেন। জবন সম্রাটগণ সাধারণতঃ হিন্দুবিদ্বেষপরতন্ত্র হইলেও তাঁহাদের মধ্যে সংস্কৃতানুরাগের অত্যন্তাভাব ছিলনা।

" দিল্লীবল্লভপাণিপল্লবতলে নীতং নবীনং বয়ঃ। "

এই শ্লোকাংশ দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, জবন সম্রাটগণ সংস্কৃত কবিদিগকে আশ্রয়ছায়া প্রদানে নিবৃত্ত করিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। সুগৃহীত নামা আকবর অলৌকিক গুণ গ্রাম লইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তীক্ষ্ণ মনীষা সম্পন্ন সারগ্রাহী গুণপক্ষপাতী সম্রাট তাঁহার অমূল্য জীবনের অনল্প সময় সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনে অতিবাহিত করিতেন। তাৎকালিক একজন গ্রন্থকার বলেন,—

"যদস্য নামা খিলশাস্ত্র সাগরে স্মৃতীতি হাসাদিষু সাধুবিশ্রুতং।
গতং ত্রিলোকীষু চিরস্থিতিংতত-স্তদাখ্যয়া তন্ত্রমিদং বিতন্যতে।"

যে হেতু স্মৃতি ও ইতিহাসাদিতে ও সাগরবৎ বিস্তীর্ণ অন্যান্য শাস্ত্রে ইঁহার (আকবরের) নাম উত্তম রূপে বিশ্রুত * * সেইজন্য তাঁহারই নামে এইগ্রন্থ প্রচারিত হই- তেছে। এই শ্লোক কেবল তাঁহার প্রাগাঢ় সংস্কৃতানুরাগের অদ্বিতীয় নিদর্শন নহে, ধর্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস প্রভৃতি নানাবিধ সংস্কৃত বিদ্যায় তাঁহার পারদর্শিতার বিশ্বস্ত সাক্ষী। তিনি যে স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রেও লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন উহা তাহারও আভায প্রদান করিতেছে। হয়ত তাঁহার গ্রন্থাবলী চিরকালের জন্য অতীত কালের ভীষণ জঠরানলে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে, হয়ত অধ্যবসায়ের সহিত অন্বেষণ করিলেও তাঁহার প্রিয় রাজধানী অগ্রবনের ধ্বংসাবশেষের ন্যায় তদীয় গ্রন্থাবলীর বিনাশাবশিষ্ট পত্রমাত্র ও আমরা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইবনা, হয়ত উহার ভস্মকণা পর্য্যন্তও পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে; কিন্তু ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন অমানিশাতে ক্ষণপ্রভার ক্ষীণালোকের ন্যায় উল্লিখিত শ্লোক, তাঁহার গ্রন্থা বলীর সংক্ষীণ জ্ঞানরেখা আমাদের অন্তঃকরণে প্রকাশিত করিয়া দেয়।

" মাহশ্চন্দ্রেচ মাসেচ গুরৌক্রয়িণি মশ্‌তরী। "

ঈদৃশ অদৃস্টচর ও অশ্রুত পূর্ব্ব অলৌকিক অভিনব সৃষ্টিও মহাত্মা আকবরের গভীর সংস্কৃতানুশীলনের ফল। আকবরের প্ররোচনায় তাঁহারই সন্তোষার্থ বিহারিকৃষ্ণদাস উক্ত অদ্ভূত- পূর্ব্বগ্রন্থ রচনা করেন।

বোগদাদের রাজসভায় সংস্কৃত পণ্ডিতের উচ্চ সম্মান,

রাজ প্রাসাদনিবাসী গ্রীক পণ্ডিতের পর্ণ কুটিরস্থ ভারতীয় ব্রাহ্মণের অন্তেবাসিত্ব, সেমেটিক টিউটনিক, কেণ্টিক, স্লাব-নিক প্রভৃতির ভাষায় বহুতর সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ,—এ গুলিও আমরা প্রমাণস্থলে উপন্যস্ত করিতে পারি। সংস্কৃত ভাষার মাধুর্য্যে বশীভূত হন নাই এমন জাতি বিরল। কেনই বা না হইবে। "পদংহিসর্ব্বত্র গুণৈর্নিধীয়তে" এটী একটী অকাট্য সত্য"। শুধু আজ বলিয়া নয় যে সংস্কৃত ভাষা চির-কাল উচ্চোচ্চ জাতির উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, সেই সংস্কৃত ভাষার উপাদেয়তার পরিমাণ অনির্দ্দেশ্য বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। অধিক কি এক কালিদাসের শকুন্তলার মোহনমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া কত জাতিইনা প্রভুত আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক স্ব স্ব ভাষায় উহার অনুবাদ করিয়া-ছেন। ভিন্ন জাতির যত্নে অতি অল্প গ্রন্থই তাদৃশ বহুল ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। যাহার অনুবাদের অনুবাদ পাঠ করিয়া ভিন্ন দেশীয় মনীষীগণ বেদ্যান্তর স্পর্শ শূন্য আন-ন্দের অনুভব করেন, কল্পনা শক্তির আশ্রয় লইয়া তাহার মাধুর্য্য একবার মনে ধারণা কর। ভ্রাতৃগণ! সেই স্বর্গীয় অমৃতের উৎস, দেব লোকের রমণীয়তার উদ্যান, চন্দ্রের কোমলতার প্রস্রবণ, সর্ব্বোৎকৃষ্ট হীরকের আকর তোমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, তোমরা আবর্জ্জনাময় স্থানের ন্যায় উহার ত্রিসীমা স্পর্শ করিতে চাহনা, ইচ্ছা পূর্ব্বক উহার দূরতর প্রদেশে বিচরণ কর! হায়! তোমাদের ন্যায় বংশ পরম্পরাগত উপযুক্ত উপাসক মণ্ডলী বিদ্যমানে আজ কিনা, ভারতে

সংস্কৃত ভাষায় ক্ষমতাশালী উপাসক নাই। প্রাচীন সংস্কৃত বেত্তাদিগের শবস্তূপের সমাধিক্ষেত্রে বদ্ধ পরিকর হইয়া সংস্কৃত ভাষার জন্য তপস্যা করিবার একটি লোকও ভারতে নাই। তাই আজ সংস্কৃত ভাষা একটু গন্ধ পুষ্প জন্যও য়ূরোপের দিকে তাকাইয়া থাকেন। তাঁহার য়ুরোপীয় উপাসকমণ্ডলী তাঁহার জন্য কঠোর সাধনা করিতেছেন, আর আমরা তাঁহাকে ঘৃণা করিতে ক্রুটি করিনা! হায়! এই আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর উন্নতির প্রকৃতি বা সভ্যতার ফল! কর্ণভেদী সিংহগর্জ্জন ও হৃদয়দ্রাবি দীনের আর্ত্তনাদ, পতিপ্রাণা সতীর স্বর্গীয় পতিভক্তি ও বারাঙ্গনার ঘৃণিত হাব ভাব, অস্ত্রের ঝনৎকার ও সঙ্গীতের মধুর ধ্বনি, দস্যুর কঠোরতা ও শিশুর কোমলতা এবং অমৃতের মাধুর্য্য ও হলাহলের কটুত্ব ঈদৃশ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অপূর্ব্ব সংমিলন দেখিতে চাও— সংস্কৃত ভাষার উপসনা কর; নিশ্চয় বলিতেছি তোমরা কখনই বিফল মনোরথ হইবে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আদর্শ ছাত্র জীবন সুশিক্ষার ফল। শিশুদের কোমল হৃদয়ে শিক্ষা কিরূপ যুগান্তর উপস্থিত করে, তাহাপ্রদর্শন জন্য ছাত্রজীবন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে ছাত্রগণ সমাজের প্রধান অবলম্বন ও সম্পূর্ণ ভরসাস্থল।

বৃদ্ধ জরার ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি ও জীবনশোষক তর্জ্জনগর্জ্জনে ব্যতিব্যস্ত; যুবকমণ্ডলী ঐ রাক্ষসীর সতৃষ্ণ অপাঙ্গ বিলাসের রঙ্গভূমি! কমনীয় যৌবনের অপহরণ ও তদ্বিনিময়ে ক্লেশকর বার্দ্ধক্য প্রতিষ্ঠাপন উহার ব্রত। একমাত্র বালক উহার অস্পৃশ্য। রুগ্ন শয্যায় শয়ান বৃদ্ধের শুশ্রূষা, জীবনের কঠোর সমস্যায় অবস্থিত যুবকের সাহায্য, ভাবিবংশধরদিগের শিক্ষা ও চরিত্র গঠন এবং সমাজের কল্যাণ প্রভৃতি প্রভূত বিষয় ছাত্রদিগের উপর নির্ভর করে। যে ছাত্রগণের উপরি সমাজের বিস্তর স্পৃহনীয় ও অভ্যাহিত বিষয়ের নির্ভর—যে ছাত্রগণ সমাজের একমাত্র অনন্য সাধারণ অবলম্বন, সে ছাত্রগণের প্রতি সমাজের সবিশেষ দৃষ্টি স্বাভাবিক ও আবশ্যক। ছাত্রজীবন, সাংসারিক জীবনের পূর্ব্ববর্ত্তী ও নিয়ামক। সংসার আমাদের কার্য্যক্ষেত্র; সাংসারিক জীবনের সমুন্নতি ও উচ্চতা সকলেরই স্পৃহনীয়। সুতরাং ছাত্রজীবনও অবশ্য আলোচনীয় সন্দেহ নাই।

আমরা ভারতবাসী, ভারতীয় ছাত্র-জীবন আমাদের প্রথম আলোচ্য। কারণ দেশান্তরীয় ছাত্র জীবনের আলোচক ও নিয়ন্তার অভাব নাই। ভারতীয় ছাত্র জীবনের নিয়ন্তা দূরে থাকুক, আলোচকও অতি বিরল। তাই আমরা ভারতীয় ছাত্রজীবনের আলোচনা করিতে ব্যগ্র। ভারতীয় ছাত্র জীবনের সমালোচনা করিতে হইলে প্রথমতঃ আর্য্য ভারতের ছাত্র জীবনের আলোচনা আবশ্যক। যেহেতু যাঁহাদের সংস্কার যে বর্ত্তমান ভারতীয় ছাত্রজীবন উন্নতির, উচ্চতর

সোপানে সমারূঢ় সুতরাং তাহার আলোচনাই আদৌ নিষ্ফল. আর্য্য ভারতের ছাত্রজীবনের স্থূল স্থূল বিষয়ের সমালোচনা করিলে, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, যে বর্ত্তমান ও পূর্ব্বতন ভারতীয় ছাত্র জীবনে কত প্রভেদ। আমরা বিজাতীয় বা বিদেশীয় বলিয়া কোনও উপাদেয় বিষয়ের বিদ্বেষী নহি; কিন্তু দেখিতে হইবে, যে আমাদের যাহা ছিল তাহা এবং যাহা বিজাতীয় ও বিদেশীয় তাহাতে কতদূর তারতম্য, এই সমস্ত সমালোচনা করিলে যেটি উৎ-কৃষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, সেটি বিজাতীয় হউক বা বিদেশীয় হউক তাহা গ্রহণ করিতে আমাদের আপত্তি নাই। আপাত মধুর ভিন্ন দেশীয় বা ভিন্ন জাতীয় ভাবের সহসা পরি-গ্রহ ও পরিণাম সমুৎকৃষ্ট দেশীয় ও জাতীয় ভাবের পরিত্যাগ আমাদের একান্ত অসহনীয়। তাই বলিতেছিলাম বর্ত্তমান ভারতীয় ছাত্রজীবন কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার পূর্ব্বে আর্য্য ভারতীয় ছাত্রজীবন কিরূপ ছিল, তাহা একবার সমালোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

আর্য্য ভারতীয় ছাত্রজীবনের সমালোচনা করিতে গেলেই শুভ্র-শ্মশ্রু-রাজি-বিরাজিত জটা-বল্কল শোভিত প্রশান্ত গম্ভীর সৌম্যমূর্ত্তি তেজস্বী আর্য্য মহর্ষি-গণ আমাদের স্মৃতি-পথে উদিত হন। তাঁহারা আর্য্য ভারতের শিক্ষক। তথাবিধ ধর্ম্মৈকতান শিক্ষকের ছাত্রদিগের জীবন কিরূপ হওয়া সম্ভব, তাহা বুদ্ধিমান্ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের নিকট বলিয়া দিতে হইবে না। পরিষ্কৃত মণির সমুজ্জ্বল আলোকে

মালিন্য বা তাপের কল্পনা সুধাকরের সুধাময় কিরণ জালে উষ্ণতার আরোপ যেমন অসম্ভব, তাদৃশ ছাত্রজীবনের স্বপদার্থতা তেমতি অসম্ভব, ইহা সহজেই অনুমেয় হইতে পারে। ফলতঃ তদানীন্তন ছাত্রজীবন যে উৎকৃষ্ট ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট ছিল বলিয়া উহা সর্ব্বথা নির্দ্দোষ ছিল একথা বলিতে পারি না। আমরা স্থানান্তরে বলিয়াছি যে সর্ব্বথা নির্দ্দোষ ও নির্গুণ বস্তু জগতে অসম্ভব। দোষ গুণের ন্যূনাধিক্য উৎকর্ষাপকর্ষের তুলা দণ্ড। সুতরাং সর্ব্বথা নির্দ্দোষ বস্তু সম্ভব হইলেও তাহার উৎকর্ষাপকর্ষ নির্দ্দেশ অসম্ভব। সে যাহাহউক, আর্য্য ভারতীয় ছাত্রজীবনের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমতঃ কীদৃশ ব্যক্তিরা আর্য্য মহর্ষিগণের ছাত্রমণ্ডলীতে গৃহীত হইতেন, তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছি। এতদ্দ্বারা সংক্ষেপতঃ তদানীন্তন ছাত্রজীবনের অনেকটা আভাস পাওয়া যাইবে। বশিষ্ঠ বলেন—

"বিদ্যাহবৈ ব্রাহ্মণ মাজগাম
গোপায় মাং সেবধি স্তেহমস্মি।
অসূয়কায়ানৃজবেহব্রতায়
ন মাং ব্রুয়াবীর্য্যবতী তথাস্যাং

*　　*　　*　　*

যমেব বিদ্যাঃশুচিমপ্রমত্তং
মেধাবিনং ব্রহ্মচর্য্যোপপন্নং
যস্তেন দ্রুহ্যেৎ কতমচ্চনাহ
তস্মৈ মাং ব্রুয়ান্নিধিপায় ব্রহ্মান্নিতি।"

বিদ্যা ব্রাহ্মণকে বলিলেন ব্রহ্মন্! আমি তোমার নিধি তুমি আমাকে রক্ষাকর। অসূয়ক, কুটিল ও অব্রতের নিকট আমায় বলিওনা। তাহা হইলেই আমার সামর্থ্য বৃদ্ধি হয়। যাহাকে তুমি শুচি অপ্রমত্ত, মেধাবী ও ব্রহ্মচারী বলিয়া জান, যে গুরুদ্রোহী নহে তাহাকে আমায় বলিও। বিষ্ণু এসমস্ত বলিয়া আরোবলেন—

"নাপরীক্ষিতং যাজয়েৎ নাধ্যাপয়েৎ নোপনয়েৎ
ধর্ম্মার্থৌ যত্রনস্যাতাং শুশ্রূষাচপি তদ্বিধা।
তত্র বিদ্যা নবপ্তব্যা শুভং বীজমি বোষরে।"

অপরীক্ষিত ব্যক্তির যাজন অধ্যাপন ও উপনয়ন করিবে না। উত্তম বীজ যেমন উষর ভূমিতে বপন করিতে নাই, তেমতি ধর্ম্ম অর্থ ও যথাবিধি শুশ্রূষা রহিত ব্যক্তিকে অধ্যাপনা করিবে না।

প্রথমতঃ পঞ্চম বর্ষবয়ঃক্রমের পূর্ব্বে বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং পূর্ব্বতন বিদ্যাচার্য্য প্রভৃতির অর্চ্চনা করিয়া শিশুকে বর্ণমালা শিক্ষা করাইবে। পঞ্চমবর্ষ হইতে ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত বয়ঃক্রমের মধ্যে কোন সময়ে মানবক আচার্য্যের সমীপে উপনীত হইবে। স্বগৃহে থাকিলে নানাকারণে শিক্ষার বিস্তর অন্তরায় উপস্থিত হইতে পারে, তজ্জন্য ভাবিআচার্য্যের সমীপে মানবকের উপনীত হইবার বিধি। উপনয়নের পর অষ্টবর্ষ সাবিত্র ব্রত* আচরণ করিতে হয়। এই অষ্টবর্ষ কাল আচার্য্য শিষ্যকে শৌচ ও আচার শিক্ষা করাইবেন।

* সাবিত্রী ব্রত—অধ্যয়নার্থ বিহিত ব্রতের নাম সাবিত্র ব্রত।

শিষ্য কতিপয় নিয়মে নিয়মিত হইয়া তাহা শিক্ষা করিবে এবং গুরুকুলে বাস করিবে। সাবিত্রব্রত সমাপ্ত হইলে বেদব্রত ও বেদাধ্যাপনাদির বিধি। সম্ভবতঃ এই সাবিত্র ব্রতের অষ্টবর্ষ কালই শিষ্যের পরীক্ষার সময়। আচার্য্য এই অষ্টবর্ষকাল শিষ্যের পরীক্ষা করিয়া পরে বেদধ্যাপনাদি করাইবেন। আচার্য্য সমীপে উপনীত হইবার পর হইতেই বিদ্যার্থীর ব্রহ্মচর্য্যের আরম্ভ।

ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বাসকালীন বক্ষ্যমাণ নিয়মাবলী প্রতিপালন করিবে। প্রতিদিন স্নান পূর্ব্বক শুচি হইয়া দেব, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ, দেবতার অর্চ্চনা এবং সায়ং ও প্রাতঃকালে অগ্নিতে হোম করিবে। বেদ-যজ্ঞ-যুক্ত স্বকর্ম্মানুষ্ঠায়ী প্রশস্ত গৃহি-দিগের গৃহ হইতে জীবিকা নির্ব্বাহার্থ ভিক্ষা আহরণ করিবে। গুরু-কুল জ্ঞাতি-কুল ও বন্ধুদিগের গৃহে ভিক্ষা করা নিষিদ্ধ। অন্য গৃহ অসম্ভব হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব গৃহ বর্জ্জন করিয়া ভিক্ষা করিবার বিধি। অর্থাৎ অসম্ভব স্থলে বন্ধুকুলে বা জ্ঞাতিকুলেও ভিক্ষা করা নিষিদ্ধ নহে। পূর্ব্বোক্ত গুণযুক্ত গৃহস্থদিগের অভাব হইলে পাপী ও অভিশস্তভিন্ন যে কোন গৃহস্থের গৃহে ভিক্ষা করিতে পারে। প্রতিদিন নূতন নূতন গৃহে ভিক্ষা করিবে; কদাচ এক গৃহে ভিক্ষা করিবে না। গুরুর আশ্রমের দূর স্থান হইতে যজ্ঞিয় কাষ্ঠ আহরণ করিয়া শূন্য স্থানে রক্ষা করিবে, প্রদিদিন সায়ং ও প্রাতঃকালে ঐ কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নিতে হোম করিবে। এই ভিক্ষাচরণ ও অগ্নি কার্য্য ব্রহ্মচারীর পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক। যে

ব্রহ্মচারী সুস্থাবস্থায় ইহার অন্যথাচরণ করিবেন, তিনি প্রায়শ্চিত্তার্হ।

ব্রহ্মচারী ভিক্ষালব্ধ সমস্ত বস্তু প্রসন্ন চিত্তে গুরুর নিকট অর্পণ করিবেন। গুরুর অনুমতি ক্রমে তাঁহার ভোজন কর্ত্তব্য। গুরুর প্রয়োজনোপযোগি উদকুম্ভ, পুষ্প, গোময়, মৃত্তিকা ও কুশ আহরণ করিবে। মধু, মাংস, গন্ধদ্রব্য, মাল্য, উদ্রিক্ত রস-যুক্ত বস্তু (গুড়াদি) স্ত্রী, শুক্ত * প্রাণিহিংসা, অভ্যঙ্গ † চক্ষুতে অঞ্জন প্রদান, উপানহ (চর্ম্ম পাদুকা) ও ছত্র ধারণ, ভোগ বিষয়ে অতিশয় অভিলাষ, ক্রোধ, লোভ, নৃত্য, গীত, বীণাদিবাদ্য, দ্যূতক্রীড়া, লোকের সহিত নিরর্থক বাক্‌কলহ মিথ্যা বাক্য, অনুরাগ পূর্ব্বক স্ত্রীদিগের দর্শন ও স্পর্শ, এবং পরের অপকার বর্জ্জন করিবে। যাহাতে কোনও প্রাণির হিংসা না হয়, তদ্রূপে নিজের শ্রেয়ঃ সাধন করিবে। মধুর বাক্য নম্রস্বরে বলিবে। যে বাক্য অপরের উদ্বেগ জনক তাদৃশ লোক বিগর্হিত বাক্য বলিবেনা। স্বয়ং পীড়িত অর্থাৎ মর্ম্মাহত হইয়াও পরের মর্ম্মপীড়াকর যথার্থ দোষেরও উল্লেখ করিবেনা। যাহাতে কোনও রূপে অপরের অপকার হইতে পারে, তেমন কর্ম্ম বা তথাবিধ বুদ্ধি বর্জ্জন করিবে। বাক্য রূপবাণ মুখ হইতে নির্গত হইয়া অপরের মর্ম্ম স্থানে পতিত হয়, যাহার দ্বারা আহত ব্যক্তি দিবারাত্র অনুশোচনা করে,

---

* যাহা স্বভাবতঃ মধুর, কালে অম্লতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাকে শুক্ত কহে।

† তৈলাদি দ্বারা শির [illegible] মর্দ্দনাদি [illegible] কহে।

তেমন বাক্য বাণ কখনই পরের প্রতি প্রয়োগ করিবে না। যিনি পরকর্ত্তৃক আক্রুষ্ট হইয়াও রুক্ষ বা প্রিয় কিছুই বলেন না, এবং যিনি পহৃত হইয়াও ধৈর্য্যাবলম্বনে প্রতি প্রহার করেন না, অথচ প্রহর্ত্তার কোন অনিষ্ট কামনাও করেন না, দেবগণ নিত্যই তাঁহার প্রতি স্পৃহান্বিত হন। যার বাক্য ও মন শুদ্ধ ও সর্ব্বদা সুরক্ষিত, তাহার অপ্রাপ্য কিছু নাই। অর্থাৎ তিনি সমগ্র সংফল প্রাপ্ত হন। ব্রাহ্মণ, বিষের ন্যায় সম্মানকে ভয় ও অমৃতের ন্যায় অবমানকে আকাঙ্ক্ষা করিবে; কারণ, অবমত ব্যক্তি সুখে শয়ন করে, সুখে প্রবুদ্ধ হয়, সুখে বিচরণ করে। অবমন্তা দুঃসহ আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হয়। পাঠক! আর্য্য মহর্ষিদিগের উপদেশ গুলি একটু মনোযোগ পূর্ব্বক আলোচনা করুন্। এই উপদেশাবলীতে কি উচ্চতা ও কত মহত্ত্ব ওতপ্রোত রহিয়াছে, একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। এই অল্পাক্ষর উপদেশের মধ্যে যাদৃশ ধর্ম্মভাব ও যাদৃশ সহিষ্ণুতা প্রকাশিত হইয়াছে, অনেক বিস্তৃত পুস্তকে তাহা আছে কি না, ভাবিয়া দেখুন। যাঁহারা যিশুর উপদেশের ন্যায় উপদেশ কোথাও নাই, সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন তাঁহারা আর্য্য মহর্ষির এই সামান্য উপদেশের প্রতি মনঃসংযোগ করুন্। সাহস সহকারে বলাযাইতে পারে যে, সমস্ত আর্য্যগ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াও যদি এই সামান্য উপদেশটি মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তথাপি চিন্তাশীল মণীষিগণ এতদ্দ্বারাই আর্য্য মহর্ষিদিগের মহত্ত্ব ও ধর্ম্মভাব এবং তদানীন্তন আর্য্য

সমাজের গৌরব ও উদারতার আভাস চিত্তপটে অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইতেন। ছাত্রগণ! তোমরাও দেখ; তোমাদের আর্য্য ভারতীয় ছাত্রগণ অধ্যয়নাবস্থায় কীদৃশ উপদেশ সকল প্রাপ্ত হইতেন, কেবল উপদেশ প্রাপ্ত হইতেন ইহাই নহে, সেই সমস্ত উপদেশ তাঁহারা কার্য্যে পরিণত করিতেন। ইহা তোমরা উপন্যাস ভাবিতে পার, কিন্তু বাস্তবিক ইহা উপন্যাস নহে, প্রকৃত ইতিহাস। গুরুকুলের নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী প্রতিপালন না করিলে তদানীন্তন ছাত্রগণ প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতেন। তাঁহাদের (তদানীন্তন ছাত্রগণের) এই সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া উপায়ান্তর ছিল না। কারণ যথাবিধি ব্রহ্মচর্য্যাচরণের পরে গুরুর অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তবে গৃহাশ্রমে প্রবেশ করিবার বিধান। সুতরাং তাঁহারা ইচ্ছাতে হউক অনিচ্ছাতে হউক, গুরুকুলবাস কালীন ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মাবলী প্রতিপালনে দৃঢ় যত্ন করিবেন। তোমরা বিদ্যালয় হইতে গৃহে আসিয়া বা আসিবার কালে সুখাদ্য মিষ্টান্ন দ্বারা জলযোগ করিয়া থাক, কিন্তু আর্য্য ভারতীয় ছাত্রগণ আহার বিহার বিষয়ে কিরূপ সংযত ছিলেন, তাহার কতকটা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। বিদ্যার্থীদিগের পক্ষে তাদৃশ নিয়ম যে অতীব উপাদেয় বুদ্ধিমান্ মাত্রেই তাহা অসঙ্কুচিতচিত্তে স্বীকার করিবেন।

অহেরিবগণাদ্ভীতো মিষ্টান্নাচ্চ বিষাদিব।
রাক্ষসীভ্যইব স্ত্রীভ্যঃ স বিদ্যামধিগচ্ছতি॥

যিনি, অনেকের সহিত একত্র বাসকে সর্পের ন্যায় আশঙ্কা

করেন, এবং মিষ্টান্নকে বিষের ন্যায় ও স্ত্রীকে রাক্ষসীর ন্যায় ভয় করেন, তিনিই বিদ্যাভ্যাস করিতে সমর্থ। আর্য্য মহর্ষির এউপদেশের বর্ণে বর্ণে অমূল্য রত্ন নিহিত রহিয়াছে। ছাত্রগণ! তোমরা আর্য্য সন্তান, প্রাচীন আর্য্য মহর্ষির উপদেশের প্রতি অনাস্থা বা অবহেলা প্রদর্শন করিও না। যতদুর সম্ভব আর্য্য মহর্ষির উপদেশানুসারে তোমাদের জীবন গঠন করিতে কৃতসংকল্প হও। তাহাতে কেবল আমরা নহে, তোমরা ও প্রকৃত উন্নতি লাভে সমর্থ হইবে, ও পরিণামে অসীম সুখানুভব করিবে। তোমরা সংসার ক্ষেত্রের জটিলতা চিত্তে কল্পনা করিতেও অসমর্থ। হয়ত উহা এক যৎসামান্য ব্যাপার বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছ। কিন্তু বাস্তবিক তাহা তোমাদের ভ্রম! সংসার ক্ষেত্র ভয়ানক স্থান। তাহাতে প্রতিপদক্ষেপে ঘোরতর বিপদের সম্ভাবনা। তজ্জন্য পূর্ব্বাবধি সতর্ক হওয়া বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। তোমরা বালক, সংসার ক্ষেত্রের সহিত তোমাদের পরিচয় নাই, কিন্তু বৃদ্ধেরা তথায় যথেষ্ট পরিচিত ও ভুক্তভোগী সুতরাং বৃদ্ধদিগের বাক্য তোমাদের অগ্রাহ্য হইতে পারে না। যতি প্রকৃত মানুষ হইয়া সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে চাও, তবে আর্য্য ভারতীয় ছাত্র জীবন আদর্শ করিয়া তোমাদের ছাত্র জীবন গঠন কর। তোমাদের মনোযোগ হইলে আবার কি আমরা আর্য্য ভারতীয় ছাত্র জীবনের এবং তদানীন্তন সংসারিকদিগের উন্নত চরিত্রের অভিনয় দেখিয়া নয়ন মন পরিতৃপ্ত করিতে পারিনা? প্রিয় ছাত্রগণ!

তোমরা বিজাতীয় বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া বিজাতীয় হইতে চেষ্টা করিও না, জাতীয় ভাবের দিকে অগ্রসর হও। ঈশ্বর তোমাদিগকে সুমতি দিন্।

ব্রহ্মচারীর কতিপয় নিয়ম প্রদর্শিত হইয়াছে। বিদ্যার্থিদিগের পক্ষে ঐ সকল নিয়মের উপযোগীতা ধীমান্ দিগের সহজ বোধ্য। তৎসম্বন্ধে বাগাড়ম্বর বৃথা; সুতরাং তদ্বিষয়ে আরও দুই চারিটি কথা বলিয়া অপরাপর নিয়মের বর্ণনা করিব।

শুক্ত প্রভৃতি বস্তু স্বাস্থ্যের ব্যাঘাতক, গন্ধ দ্রব্যাদিব্যবহার বিলাসিতার উদ্দীপক এবং মধুমাংসাদি ভোজন উত্তেজক বলিয়া তৎসমস্ত পরিবর্জ্জন অতীব সুবিহিত হইয়াছে। ভোগাভিলাষ, ক্রোধ ও বাক্‌কলহ প্রভৃতি পরিত্যাগের ঔচিত্য বুঝাইবার জন্য বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন। নৃত্য, গীত, ও বীণাদিবাদ্যের বর্জ্জন বিদ্যার্থির পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক। কারণ, ঐগুলি স্বভাবতঃই চিত্তাকর্ষক, ও আশু চিত্তদ্রাবক। নৃত্য গীতাদিতে চিত্ত একবার অভিনিবিষ্ট হইলে কঠোর বিদ্যাভ্যাসের আশাকরা অসম্ভব, এজন্য আর্য্য মহর্ষিগণ বিদ্যার্থি দিগকে উহার সংশ্রব হইতে দূরে অবস্থিত হইবার উপদেশ দিয়াছেন। ইদানীন্তন ছাত্রগণের মধ্যে হয়ত কেহকেহ উহা উপহাসের বিষয় বিবেচনা করিতে পারেন। কারণ, তাঁহারা নাটকাভিনয় করিয়া থাকেন, অথচ এলএ বিএ পাস্ করেন! যুক্তি যে সারবতী, তাহার সন্দেহ কি? কিন্তু নাটকাভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা অপরাপর অনেক বিষয়েও পারদর্শিতা লাভ করিয়া থাকেন; যাহার বিগর্হিত

ফল, উপভোগ করিয়াও সহসা তদীয় অনিষ্টকারিতা অনুভব করিতে পারে না। সে যাহাহউক্, আমরা নির্ব্বন্ধের সহিত তাঁহাদিগকে উহা হইতে নিবৃত্ত থাকিবার পরামর্শ দিই। তাঁহারা অপরিণত বয়সে অমৃতবোধে যে হলাহল পান করিতেছেন, তদ্দারা কেবল তাঁহারা নহে, সমস্ত দেশ চিরকাল দগ্ধ হইবে। তাঁহারা এই বেলা সাবধান হইলে স্বধু আমাদের নয় তাঁহাদেরও পশ্চাত্তাপ করিতে হয় না।

বিদ্যার্থির পক্ষে অনুরাগ পূর্ব্বক স্ত্রী সন্দর্শনাদি নিশেধের উদ্দেশ্য—

"রাক্ষসীভ্য ইব স্ত্রীভ্যঃ সবিদ্যামধিগচ্ছতি"।

এই শ্লোকার্দ্ধে পরিব্যক্ত রহিয়াছে। সকলের পক্ষেই ইন্দ্রিয় সংযম আবশ্যক। নীতিবেত্তাগণ কহেন।

"যন্নবে ভাজনে লগ্নঃ সংস্কারোনান্যথা ভবেৎ"

অর্থাৎ অপক্বমৃন্ময় পাত্রে অঙ্কিত রেখাদি কারুকার্য্যের যেমন অন্যথা হয় না, তেমতি বাল্যাবস্থায় অভ্যস্ত বিষয়েরও অন্যথা হয় না। এইজন্য দূরদর্শী আর্য্য মহর্ষিগণ, পাঠদ্দশা হইতেই ইন্দ্রিয় সংযমের উপদেশ দিয়াছেন। শিশুকালাবধি প্রস্তুত না হইলে বিপজ্জাল জটিল সংসার কান্তারে এবং নিপুণৈকগম্য ধর্ম্মমার্গে বিচরণ করা মানব প্রকৃতির পক্ষে একান্ত অসম্ভব। পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য বলেন—

"অনেক জন্ম বিষয় সেবাভ্যাস জনিতা বিষয় বিষয়া তৃষ্ণা নসহসা নিবর্ত্তয়িতুং শক্যতে ইতিব্রহ্মচর্য্যাদি সাধন বিশেষো বিধাতব্যঃ"। (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্য,)

জন্মজন্মান্তরে বিষয় ভোগাভ্যাস দ্বারা লোকের বিষয় ভোগেচ্ছা স্বাভাবিক। সহসা উহার নিবৃত্তি করা অসাধ্য বিষয় ভোগ লোকের যেরূপ অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছে, বিষয়-ভোগ-সংযমও সেইরূপ অভ্যাস করিতে হইবে। এইজন্য ব্রহ্ম-চর্য্যাদির বিধান। আর্য্য মহর্ষিগণ কীদৃশ সদুদ্দেশ্য সংসাধন লক্ষ্য করিয়া ছাত্র জীবনের নিয়মাববলী নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, চিন্তাশীল ব্যক্তি তাহা অনুমান করিবেন। অদ্যতন ছাত্র জীবনের নিয়ন্তা নাই, শৃঙ্খলা নাই, বিধান নাই, ইঁহারা প্রায় "আলবার্ট" ফেশনে কেশ বিন্যাস করিয়া থাকেন; আর্য্য-ভারতীয় ছাত্রগণর পক্ষে কেশ প্রসাধন আদৌ নিষিদ্ধ। তাঁহারা মুণ্ডিত শিরাঃ বা জটিল হইবেন, এইরূপ বিধি। ইদা-নীন্তন ছাত্রদিগের উৎশৃঙ্খলতার জন্য আমরা কেবল তাঁহা-দিগকে (ছাত্রদিগকে) দায়ী করিতেছিনা। শিক্ষাপ্রণালীর দোষ ইহার নিদান। অভিভাবক ও শিক্ষকগণ ছাত্রদিগের রাশি রাশি পুস্তক কণ্ঠস্থ হওয়াই শিক্ষার পরাকাষ্ঠা বিবেচনা করেন। শিক্ষা বিধাতৃগণও এই মারাত্মক সংস্কারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান নাই। যাহাতে ছাত্রগণ মানুষ হইতে পারে, তদ্বিষয়ের উপায় উদ্ভাবনের জন্য দুই দণ্ড চিন্তা করা কেহই আবশ্যক বোধ করে না। আর্য্যভারতীয় ছাত্রগণ অধ্যয়নের পূর্ব্ব হইতে (উপনীত হইয়া অবধি) ধর্ম্মসাধন ও নীতি শিক্ষায় নিযুক্ত হইতেন। সুতরাং তাঁহাদের অন্তঃকরণ অনুদ্ধত, মার্জ্জিত ও ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণছিল। আর বর্ত্তমান কালে—বর্ত্তমান কালে ঊনবিংশশতাব্দীর সভ্যতার অনু-

রোধে ছাত্রদিগের ধর্ম্মসাধনা বা নীনিশিক্ষা কুসংস্কার বলিয়া পরিণত। কি ভয়ানক কুসংস্কার! আজ কাল কোন কোন ছাত্র ইংরাজের দুইচারি খানা পুস্তক মুখস্থ করিয়া বা তাঁহাদের সহিত দুইচারিটি বাক্যালাপ করিয়া তাঁহারা স্বয়ং একটি শুক্রাচার্য্য বা চাণক্য হইয়াছেন। তাঁহারা ভাবেন কুসংস্কার জাল সমূলে উচ্ছিন্ন করিবার জন্য ভারতে তাঁহাদের আবির্ভাব! আর্য্য মহর্ষিদিগের প্রবর্ত্তিত কুসংস্কারের উচ্ছেদ সাধন তাঁদের জীবনের ব্রত! আর্য্যদিগের ধর্ম্ম ও আর্য্যদিগের নীতি সভ্যতার অননুমোদিত। উহা সভ্য মনুষ্যের পক্ষে নহে! কি ভায়নক আস্পর্দ্ধা! তাঁহাদের মতে যে কিছুসত্য য়ূরোপীয়শাস্ত্রে—য়ূরোপীয় ধর্ম্মে—য়ূরোপীয় নীতিতে। ইহার প্রমাণ অন্বেষণের জন্য অধিক দুর যাইতে হইবে না। বৈদিক ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রামাণিকতার জন্য ইংরাজ দার্শনিক ও ধর্ম্মপ্রণেতৃদিগের সুত্র সকলের উপন্যাস তোমার সংশয় দূর করিবে। যাঁহাদের মতে য়ূরোপীয় শাস্ত্রাদিই সভ্যতার অনুমোদিত, তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখুন যে উহার মুল কোথায়? নিরপেক্ষ য়ূরোপীয় পণ্ডিতগণ অম্লান বদনে স্বীকার করেন যে তাঁহাদের অনেক বিদ্যালতার মূল ভারতবর্ষে! ভারতীয় নীতি প্রভৃতি প্রথমতঃ মিশরে, তথা হইতে রোমে নীত হয়। রোম রাজ্য ধ্বংসের পরে আরব হইতে অনেক বিষয় গ্রীকে নীত ও তথা হইতে উহা য়ূরোপের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়। আরব যে ঐ সকল বিষয়ে ভারতের শিষ্য, তাহা এক প্রকার সর্ব্ববাদি সম্মত।

তবে অবস্থা ও উপযোগিতা অনুসারে উহার রূপান্তর হই-য়াছে মাত্র। প্রিয় ছাত্রগণ! তোমরা রত্নাকরবাসী হইয়া রত্ন চিনিলে না। তোমরা তোমাদেররত্ন অন্যের রঞ্জনে অনু-রঞ্জিত না হইলে গ্রহণ করিতে চাওনা। কিন্তু য়ূরোপের বিচ-ক্ষণাগ্রগণ্য মহাত্মাগণ তোমাদের খাটি রত্ন অন্বেষণ করিবার জন্য কতইনা পরিশ্রম করিতেছেন, ইহাতেও কি, তোমাদের চৈতন্য হইবে না ?

ছাত্রগণ দেশের অবলম্ব। আমাদের যত কিছু আশা ভরসা তৎসমস্তই ছাত্রদিগের উপর নির্ভর করে। নির্ভর করে বলিয়াই তাঁহাদিগকে (ছাত্রদিগকে) প্রাণের অপেক্ষাও ভালবাসি। সুতরাং তাঁহাদের অত্যল্প ব্যতিক্রমও আমাদের একান্ত অসহ্য। ফলতঃ তাঁহাদের অনুমাত্র দোষও আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। তাঁহারা আমাদের বলিয়া আমরা তাঁহাদিগকে বলিবার অধিকারী। ছাত্রগণ কি আমাদের এ অধিকারের প্রতিবাদ করিতে পারেন ?

আর্য্যভারতীয় ছাত্রগণ সাবিত্রব্রত (১) গোদান ব্রত (২) ব্রাতিক ব্রত (৩) আদিত্য ব্রত (৪) জৈষ্ঠমাসিক ব্রত

---

(১) সাবিত্রী—অধ্যয়নার্থ বিহিত ব্রতের নাম সাবিত্র ব্রত।

(২) আগ্নের ঐন্দ্র ও পাধমান নামক দেব পর্ব্বত্রয়ের অধ্যয়নার্থ বিহিত ব্রত বিশেষের নাম গোদান ব্রত।

(৩) আরণ্যক নামক বেদাংশের অধ্যয়নার্থ বিহিত ব্রতের নাম ব্রাতিক ব্রত।

(৪) শুক্রিয় নামক সাম নিচয়ের অধ্যয়নার্থ বিহিত ব্রতের নাম আদিত্য ব্রত।

(৫) মহানাম্নিক ব্রত (৬) ও অপরাপর কতিপয় নির্দ্দিষ্ট ব্রত আচরণ করিতেন। এই সমুদয় ব্রতগুলি বেদের অংশ বিশেষের অধ্যয়নার্থ বিহিত। ব্রতাচরণ পূর্ব্বক পবিত্র হইয়া তত্তদংশ অধ্যয়ন করিতে হয়। অর্থাৎ যে বেদাংশের অধ্যয়ন জন্য যে ব্রত বিহিত হইয়াছে, ঐ ব্রত আচরণের পর পরবর্ত্তী ব্রতাচরণ কালে ঐ বেদাংশ অধীত হইয়া থাকে। সাবিত্রব্রতে এ নিয়ম নাই; সাবিত্র ব্রতাচরণ সমকালেই সাবিত্রীর উপ-দেশ প্রদত্ত হয়। এই জন্য সাবিত্রব্রতের অপর নাম সহপ্রবচ-নীয় ব্রত, অপরাপর ব্রত গুলির সাধারণ নাম অনুপ্রবচনীয় ব্রত। ব্রত সমস্তের স্থূল স্থূল সাধারণ নিয়মগুলি পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। আদিত্য ব্রতাচরণ কালে ব্রহ্মচারী এক বস্ত্রধারী হইবেন, ছত্রাদি দ্বারা সূর্য্যকে অন্তর্হিত করা তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। কোন ব্রতে নৌকারোহণ বর্জ্জনীয়। কিন্তু নৌকারোহণ ভিন্ন প্রাণ সংশয় হইলে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। সে স্থলে উপস্পর্শ পূর্ব্বক নৌকারোহণের অনুমতি আছে। মহা-নাম্নিক ব্রতের নিয়মগুলি অপেক্ষাকৃত কঠিন ঐ ব্রত আচরণ-কারী ছাত্রগণ কোনও একটি দেশ কোন একটি ধান্য ও কোনও একরূপ বস্ত্র যাবজ্জীবন ব্যবহার করিবেন না। ব্রতা-চরণ কালে কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র ও কৃষ্ণবর্ণ ভক্ষ্যদ্রব্যের ব্যবহার করিবেন। জলের ব্যবহার বাহুল্যরূপে তাঁহাদের পক্ষে

(৫) জ্যেষ্ঠ সাম নামক সাম সকল অধ্যয়নার্থ ব্রতের নাম জ্যৈষ্ঠ সামিক ব্রত।

(৬) মহানাম্নি নামক বেদ ভাগের অধ্যয়নার্থ বিহিত ব্রতের নাম মহা-নাম্নিক ব্রত।

বিহিত। গৃহে অবস্থিতি কালে বৃষ্টি হইলে বহির্গত হইবার আবশ্যকতা নাই বটে, কিন্তু বহির্দ্দেশে অবস্থিতি সময়ে বৃষ্টি আরম্ভ হইলে তৎকালে কোন ও রূপ আচ্ছাদিত স্থানে গমন করা তাঁহাদের নিষিদ্ধ। মেঘগর্জ্জন ও বিদ্যুৎবিকাশ কালে তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ মন্ত্র জপের আদেশ আছে। কথিত আছে যিনি যথাবিধি মহানাম্নিক ব্রতের আচরণ করেন, পর্জ্জ্যন্য তাঁহার ইচ্ছানুসারে বারিবর্ষণ করিয়া থাকেন। ইহার গূঢ় মর্ম্ম অস্মদাদির বুদ্ধির অগোচর হইলেও অবশ্যই উহার মহদুদ্দেশ্য আছে অনুমান করা অসঙ্গত নহে। যে আর্য্য মহর্ষির ব্রহ্মচারি ধর্ম্মের ভূরি ভূরি স্থলে বিলক্ষণ দূরদর্শিতা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় ওতপ্রোতঃ রহিয়াছে, তাঁহাদের কতিপয় উপদেশ যাহা অস্মদাদির বুদ্ধি বৃত্তির বিষয় হইতেছে না, তাহা নির্মূল, নিরর্থক বাচালতা মাত্র ও কুসংস্কার পূর্ণ সহজে এরূপ সিদ্ধান্ত করা ন্যায়ানুগত নহে। অগ্নি সংযোগে বস্ত্র দগ্ধ হয়, মাঘ-মাসে কর্ষণ করিলে ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায়, ইহার গূঢ় হেতু উদ্ভাবন করিতে পারি না বলিয়া উহার অলীকতা সিদ্ধান্ত কি সঙ্গত হইবে? অনেকে হয়ত বিস্মিত হইবেন, যে তদানীন্তন জনক জননী কোন্ প্রাণে প্রাণাধিক অপোগণ্ড সন্তানকে ঈদৃশ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য নিয়মের অধীন করিতে সাহসী হইতেন। তাঁহাদের শরীরে কি দয়ামায়া ছিল না, তাঁহাদের হৃদয় কি বজ্র নির্ম্মিত ছিল। কেহ কেহ হয়ত পাশ্চাত্য সভ্যতার উজ্জ্বলালোকের সাহায্যে সিদ্ধান্ত

করিবেন, যে ওগুলি সেকেলে কথা, অন্যান্য দেশে যেরূপ পিতামহীর উপকথা প্রসিদ্ধ আছে, ওগুলিও তদ্রূপ ভারতে পিতামহের উপকথা মাত্র! ও কিছুনয়। তেমন আষাঢ়ে গল্প কি বিশ্বাস করিতে আছে। ঠিক্ কথা! নহিলে ভারতের আজ এত দুর্দ্দশা কেন। দেশীয় বিষয়ের তথ্যানুসন্ধান করা অমূল্য সময়ের অপব্যবহার মাত্র, যতদূর পারাযায় তৎপ্রতি অনাস্থা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং পাশ্চাত্য আচার ব্যবহারাদির প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ প্রদর্শন করাই সংক্ষেপতঃ তাঁহাদের মতে সভ্যতার লক্ষণ হইতেছে না? যাঁহারা অম্লান বদনে ঐরূপ বলিতে পারেন তাঁহাদিগের সহিত বাক্য ব্যয়ের প্রয়োজন নাই। প্রিয় ছাত্রগণ! নির্ব্বন্ধের সহিত তোমাদিগকে অনুরোধ করি, তোমরা তথাবিধ উন্নতিশীল সভ্যদিগের দৃষ্টান্তানুসারে সভ্যতা শিক্ষা করিওনা, যতদূর সম্ভব আর্য্য ভারতীয় সভ্যতার অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিও। সে দিন ভট্টমোক্ষমূলর ডাক্তার রামদাস সেনকে লিখিয়াছেন, যে—"যদিও আমি ভারতবর্ষ কখন দেখি নাই, কিন্তু ভারতের সাহিত্য ও প্রাচীন গ্রন্থ অধ্যয়নে আমার সমস্ত জীবন অতিবাহিত করায় আমি একরূপ ভারতের অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছি। আমার ইচ্ছা, ভারতবাসী আপনার অতীত ইতিহাস ও সাহিত্যের গৌরব স্মরণ বুঝিতে পারিয়া জাতীয় ভাব পোষণ করেন। তোমরা স্বর্ণভূমির সন্তান, মনুর বংশধর। য়ূরোপে যাহা কিছু ভাল তাহা গ্রহণ কর কিন্তু য়ূরোপীয় হইতে চেষ্টা করিও না"।

তাঁহার এই মহামূল্য উপদেশের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হইও না। তাঁহার এই সদুপদেশের বর্ণে বর্ণে যে অমূল্য রত্ন নিহিত রহিয়াছে, তাহার তত্ত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ হইতে চেণ্টা করিও।

প্রসক্তানুপ্রসক্তি ক্রমে প্রকৃত বিষয় হইতে দূরে আসিয়া পড়িতেছি। প্রাচীন আর্য্যদিগের পক্ষে বিদ্যার মূল্য কিরূপ নিশ্চিত ছিল, তাহা জানিতে পারিলে শিশুদিগের ব্রহ্মচর্য্যাচরণের কঠোর নিয়মাবলী প্রতিপালনে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। তাঁহারা অর্থোপার্জ্জনের পথ পরিষ্কার ও সুপ্রশস্ত কয়িবার জন্য বিদ্যাশিক্ষা করিতেন না, বিদ্যা উপার্জ্জনের জন্যই বিদ্যা শিক্ষা করিতেন।

" অজাতমৃতমূর্খানাং বরমাদ্যৌ নচান্তিমঃ। "

এই শ্লোকার্দ্ধে প্রাচীন আর্য্যদিগের বিদ্যবিষয়ক নীতি পরিস্ফুট রহিয়াছে। অধিক কি, তদানীন্তন জননীগণও বিদ্যার যেরূপ আদর করিতে জামিতেন, বর্ত্তমাম জনকগণ তাহার কিয়দংশ জানিলে ক্ষোভের কোন কারণ ছিল না।

"কুমারান্ হস্মবৈ পায়য়মানা আহুঃ সক্করীণাং পুত্রকাব্রতং পারয়িষ্ণবো ভবতেতি। "

(গোভিল গৃহ্যং)

তদানীন্তন সীমন্তিনীগণ শিশুদিগকে স্তন্যপান করাইবার সময় সস্নেহ সম্বোধনে বলিতেন পুত্র! তুমি মহানাম্নী ব্রতের পারগামী হইতে সমর্থ হও।

কেহ যেন এরূপ ভাবেন না, যে বিদ্যার্থিদিগকে কঠিন

ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ প্রদান করিয়া মহর্ষি তাহাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নিতান্ত অন্যায় করিয়াছেন। যে দেশের কবি—

"শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্ম সাধনং।"

এই নীতি সূত্র দ্বারা স্বীয় কাব্যের শোভা সম্পাদন করিয়াছেন, সে দেশে স্বাস্থ্যের প্রতি কতদূর দৃষ্টি ছিল, তাহা সহজে অনুমেয়। সুতরাং দেশের দূরদর্শী মহর্ষিগণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদাসীন থাকিবেন, ইহা অশ্রদ্ধেয় কথা। বস্তুতঃ স্বাস্থ্যভঙ্গ স্থলে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল। পূর্ব্ব প্রদর্শিত ব্রহ্মচর্য্য নিয়মাবলীতে স্থানে স্থানে প্রসঙ্গতঃ ইহা কথিত হইয়াছে।

গোভিল বলিয়াছেন,—

"তৈলপাত্রমিবাত্মানং দিধারয়িষেৎ।"

তৈল পুর্ণপাত্র যেমন যত্ন পূর্ব্বক স্ফুটন ও ভেদনাদি হইতে রক্ষা করিতে হয়, সতত সেইরূপ আত্ম রক্ষা করিতে যত্ন করা কর্ত্তব্য। স্পষ্টাক্ষরে উপদেশ আছেঃ—

"যেন কেন চ ধর্ম্মেণ মৃদুনা দারুণেনচ।
উদ্ধরেদ্দীন মাত্মানং পশ্চাদ্ধর্ম্মং সমাচরেৎ।"

মৃদু বা দারুণ যে কোন ধর্ম্মের দ্বারা দুঃস্থ আত্মাকে রক্ষা করিবে, সুস্থ হইয়া তবে ধর্ম্মাচরণ কর্ত্তব্য। এরূপ শত শত উপদেশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, কিন্তু অনাবশ্যক বোধে তাহা উদ্ধৃত করিলাম না। অতঃপর তদানীন্তন ছাত্রদিগের সহিত গুরুর অর্থাৎ শিক্ষকের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল সংক্ষেপে তাহা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব।

ব্রহ্মচারী কায়মনোবাক্যে গুরুর হিতসাধন করিবেন।

গুরুর অহিত চিন্তাও তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ। যিনি যথার্থ বিদ্যা দ্বারা কর্ণদ্বয় পরিপূর্ণ করেন তিনি মাতা পিতা স্বরূপ; কখনই তাঁহার দ্রোহ আচরণ করিবে না। গুরুর পরীবাদ বা নিন্দা * শ্রবণ অকর্ত্তব্য। যথায় গুরুর পরীবাদ বা নিন্দা অন্য কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়, তথায় তিনি কর্ণদ্বয় আচ্ছাদিত বা তথা হইতে স্থানান্তর প্রস্থান করিবেন। গুরুর ব্যবহৃত শয্যা ও আসন প্রভৃতি শিষ্য কদাচ ব্যবহার করিবেন না, গুরু অজ্ঞা করুন বা, না করুন শিষ্য সর্ব্বদা অধ্যয়নে যত্নবান্ ও আচার্য্যের হিতসাধনে তৎপর হইবে। দেহ, বাক্য, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, ও মনঃসংযত এবং দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে গুরুর মুখমণ্ডল বীক্ষণ পূর্ব্বক শিষ্য দণ্ডয়মান থকিবে। গুরুর আজ্ঞা হইলে তাঁহার সম্মুখে উপবেশন করিবে। গুরুর সন্নিধানে নিকৃষ্ট অন্ন, বস্ত্র ও বেশ শিষ্যের ব্যবহার্য্য গুরুর তুল্য বস্ত্র বেশাদি বর্জ্জনীয়। গুরু শয়ন করিলে পরে শিষ্য শয়ন করিবেন ও গুরুর গাত্রোত্থানের পূর্ব্বেই তিনি শয্যোত্থিত হইবেন। শয্যায় শয়ান, আসনে উপবিষ্ট এবং ভোজনকালে, দণ্ডয়মান অবস্থায়, বা পরাঙ্মুখ হইয়া গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ ও তাঁহার সম্ভাষণ করা নিষিদ্ধ। গুরু আসনোপবিষ্ট হইয়া আজ্ঞা করিলে শিষ্য আসন হইতে উত্থিত হইয়া ঐ আজ্ঞা গ্রহণ করিবে। গুরু দণ্ডয়মান বা শিষ্যাভিমুখে আগমন করিবার সময় যে আদেশ প্রদান করেন, শিষ্য তাঁহার অভিমুখে কতি-

* বিদ্যমান দোষ কথনের নাম পরীবাদ ও অবিদ্যমান দোষ কথনের নাম নিন্দা।

পয় পদ গমন করিয়া তাহা অঙ্গীকার করিবে। গুরু, ধাবমান অবস্থায় যে নিয়োগ করেন,শিষ্য তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া তাহা গ্রহণ করিবে। গুরু শিষ্যের পরাঙ্মুখ হইয়া আদেশ করিলেও শিষ্য তাঁহার অভিমুখ হইয়া তদাজ্ঞা স্বীকার করিবে। গুরু দূরস্থ হইয়া কোন আজ্ঞা করিলে শিষ্য তাঁহার অন্তিকস্থ হইয়া তাহা গ্রহণ করিবে। শয়ান বা সমীপস্থ গুরুর আদেশ গ্রহণ করিবার কালেও শিষ্য প্রহ্বীভূত হইবে। যদবস্থ গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ কালে শিষ্যের পক্ষে যদ্রূপ আচরণ বিহিত হইয়াছে, তদবস্থ গুরুর সম্ভাষণ কালেও শিষ্য তদ্রূপ আচরণ করিবে। গুরু সন্নিধানে শিষ্য সর্ব্বদা নীচ শয্যা ও নীচাসন ব্যবহার করিবে। গুরুর চক্ষুর্ব্বিষয়ে কদাচ যথেষ্টা-সন ব্যবহার করিবে না। অসমক্ষেও উপাধ্যায় বা আচার্য্য প্রভৃতি সম্মান-সূচক উপপদ শূন্য গুরুর নাম শিষ্য উচ্চারণ করিবে না। তাঁহার গমন ভাষণ ও চেষ্টার অনুকরণ করা শিষ্যের একান্ত বর্জ্জনীয়। গুরু যৎকালে কামিনী সমীপে অবস্থিত থাকেন, তৎকালে শিষ্য তাঁহার অভ্যর্থনা করিবে না। যান বা আসনস্থ থাকিবার সময় গুরু সন্দর্শন হইলে শিষ্য তৎক্ষণাৎ যানাসন হইতে অবতীর্ণ হইয়া গুরুকে অভিবাদন করিবে। প্রতিবাত বা অনুবাতে * গুরুর সহিত উপবেশন এবং গুরুর অসমক্ষে তদ্গত বা অন্য সংক্রান্ত কোনও আলাপ করা তাহার নিষিদ্ধ। কেবল গোযান, অশ্বযান, উষ্ট্রযান,

---

* যে বায়ু গুরু দেশ হইতে শিষ্য দেশে সমাগত হয় তাহাকে প্রতিবাত, এবং যে বায়ু শিষ্য দেশ হইতে গুরুদেশে আগত হয়,তাহাকে অনুবাত কহে।

প্রাসাদোপরিস্থ প্রস্তর * তৃণাদি নির্ম্মিত আসন, শিলা দারু-ঘটিত দীর্ঘাসন ও নৌকাতে গুরুর সহিত উপবেশন করিবার অনুমতি আছে।

আচার্য্য † উপাধ্যায় ‡ প্রভৃতি গুরুর প্রতি উক্তরীতি শিষ্যের সর্ব্বদা অবলম্বনীয়। ধর্ম্মোপদেষ্টা, অধর্ম্ম প্রতিষেদ্ধা বিদ্যাতপঃ-সমৃদ্ধ, অধিক বয়াঃ ও শিষ্য সমান জাতীয় গুরু-পুত্র, এবং গুরুর পিতৃব্যাদির প্রতিও ঐরূপ আচরণ করণীয়। কৃতবিদ্য গুরুপুত্র বয়ঃকনিষ্ঠ, সমান বয়াঃ বা শিষ্য হইলেও তিনি যজ্ঞ কালে উপস্থিত হইলে গুরুর ন্যায় সম্মান পাইবার উপযুক্ত। কিন্তু গুরু পুত্রের গাত্রোদ্বর্ত্তন, স্নাপন উচ্ছিষ্ট ভোজন ও পাদ প্রক্ষালন নিষিদ্ধ। সমানবর্ণা গুরু পত্নীগণও গুরুন্যায় সম্মানীয়া হইবেন। অসবর্ণা গুরু পত্নী সকল কেবল প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন রূপ সম্মান পাইবার উপযুক্ত কিন্তু তৈলাদি দ্বারা অভ্যঞ্জন, স্নাপন, শরীরোদ্বর্ত্তন, কেশ প্রসা-ধন এবং অনুলেপনাদি দ্বারা দেহ প্রসাধনাদি এ সমস্ত গুরুপত্নীর সংবন্ধে বর্জ্জনীয়। যুবা শিষ্য যুবতি গুরু পত্নীর পাদস্পর্শ পূর্ব্বক অভিবাদন করিবে না প্রতিদিন ভূমিতে অভিবাদন করিবে। কেবল প্রবাস প্রত্যাগমন হইয়া পাদ-স্পর্শ পূর্ব্বক অভিবাদন করিতে পারে।

---

* প্রস্তর কম্বলাদি।

† যিনি উপনয়ন পূর্ব্বক কল্পাদি অঙ্গ ও উপনিষদ সহিত সম্পূর্ণ বেদ অধ্যাপনা করেন, তাঁহাকে আচার্য্য কহে।

‡ যিনি বেদৈকদেশ বা বেদাঙ্গ বৃত্ত্যর্থ অধ্যাপনা করেন, তাঁহাকে উপাধ্যায় কহে।

মনু কহেন,—

"মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনোভবেৎ।

বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥"

মাতা ভগিনী ও দুহিতা ইঁহাদের সহিতও নির্জ্জন গৃহে বাস করিবে না, কারণ বলবান্ ইন্দ্রিয়গণ বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও পরবশ করিতে পারে। সে যাহা হউক, কোন কারণে ব্রাহ্মণ গুরুর একান্ত অসদ্ভাব হইলে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের নিকটও ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করিবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ শিষ্য অসবর্ণ গুরুর পাদ প্রক্ষালন ও উচ্ছিষ্ট প্রোঞ্ছনাদি করিবেন না কেবল অধ্যয়ন কাল পর্য্যন্ত অনুগমনাদিরূপ শুশ্রূষা করিবেন। ব্যাস কহেন—

"মন্ত্রসঃ ক্ষত্রিয়ো বিপ্রৈঃ শুশ্রূষ্যোনুগমাদিনা।

প্রাপ্তবিদ্যো ব্রাহ্মণস্তু পুনস্তস্য গুরুঃ স্মৃতঃ॥"

ব্রাহ্মণ শিষ্য অধ্যয়ন কালে বেদাধ্যপয়িতা ক্ষত্রিয় গুরুর অনুগমনাদি শুশ্রূষা করিবে, প্রাপ্তবিদ্য ব্রাহ্মণ পুনশ্চ তথাবিধ ক্ষত্রিয়ের গুরু বলিয়া কথিত। প্রচীন আর্য্যগণ জ্ঞানের এত গৌরব করিতেন, যে তাঁহাদের দৃষ্টিতে জ্ঞানের তুল্য মূল্য বস্তু জগতে প্রতিভাত হয় নাই। এই জন্যই অত্রি কহিয়াছেন,—

"একমপ্যক্ষরং যস্তু গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ।

পৃথিব্যাং নাস্তি তৎ দ্রব্যং যদ্দত্ত্বা সোহঋণী ভবেৎ॥"

যিনি একটি অক্ষরও শিক্ষা দেন, তিনিও গুরু, শিষ্য তাঁহার নিকটও ঋণী। পৃথিবীতে তাদৃশ দ্রব্য নাই যাহা প্রতিদান করিলে শিষ্য তাঁহার নিকট অঋণী হইতে পারে। প্রাচীন

আর্য্যগণ বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে কিরূপ নিরভিমানী ছিলেন, ক্ষত্রিয় বৈশ্য সমীপে ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব স্বীকার তাহার এক স্পষ্ট দৃষ্টান্ত। মনু বলিয়াছেন,—

শ্রদ্ধধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি"

অবর জাতির নিকট হইতেও উত্তম বিদ্যা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক গ্রহণ করিবে, বস্তুতঃ বিদ্যা, ধর্ম্ম, শৌচ, সুভাষিত ও বিবিধ শিল্প, তাঁহাদের সকল হইতেই গ্রহণীয় ছিল।

"বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যং বালাদপি সুভাষিতং।
অমিত্রাদপি সদ্বৃত্তমমেধ্যাদপি কাঞ্চনম্॥"

বিষ হইতেও অমৃত, বালক হইতেও সুভাষিত শত্রু হইতেও সচ্চরিত্র এবং অপবিত্র হইতেও কাঞ্চন গ্রহণ করিবে। "অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং"। চণ্ডালাদি হইতেও তত্ত্ব জ্ঞানরূপ পরম ধর্ম্ম শিক্ষনীয়। প্রিয়ছাত্রগণ! প্রাচীন আর্য্যদিগের উদারনীতি মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিলে? অপক্ষপাতে বলিতে হইলে তেমন উদারনীতি বিরল একথা কি তোমরা অস্বীকার করিতে পার? তোমরা তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের নীতির অনুসরণ কর এই আমাদের অনুরোধ। তোমরা আর্য্য-ভারতীয় নীতি পরম্পরার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হও। আমরাও আমাদের পূর্ব্ববক্তব্যের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রাচীন আর্য্যগণের সম্বন্ধে বিদ্যার উচ্চ মুল্যের বিষয় অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই।

"উৎপাদক ব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।"

জন্মদাতা ও বিদ্যাদাতা উভয়েই পিতা, তন্মধ্যে বিদ্যাদাতা

পিতাই শ্রেষ্ঠ। এই বচনার্দ্ধ তাঁহার সুস্পষ্ট প্রমাণ। গুরু ও পিত্রাদি সমবায় স্থলে প্রথমতঃ গুরুকেই অভিবাদন করিবার বিধি।

"লৌকিকং বৈদিকং বাপি তথাধ্যাত্মিক মেববা।
আদদীত যতোজ্ঞানং তং পূর্ব্বমভিবাদয়েৎ॥"

(মনুসংহিতা।)

যাহাঁর নিকট লৌকিক, বৈদিক, বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করা যায়, তাঁহাকেই প্রথমতঃ অভিবাদন করিবে। গুরুর অনুজ্ঞা ভিন্ন নিজ পিত্রাদির অভিবাদন বিদ্যার্থির পক্ষে নিষিদ্ধ।

"ন চানিসৃষ্টোগুরুণা স্বান্ গুরূনভিবাদয়েৎ॥"

(মনুসংহিতা)

গুরু গৃহবাস কালে তাঁহার অনুমতি ভিন্ন বিদ্যার্থী আপন পিত্রাদিকে অভিবাদন করিবে না। কেহ যেন বিবেচনা করেন না, যে ভারতীয় ছাত্রগণ ঈদৃশ গুর্ব্বায়ত্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহারা গুরুর আদেশে অকার্য্য সকলও আচরণ করিতেন। সূক্ষ্মদর্শী মহর্ষিগণ, তথাবিধ আশঙ্কা করিয়াই স্পষ্ট ভাষায় উপদেশ করিয়াছেন।

"আচার্য্যাধীনোভবান্যত্রাধর্ম্মাচরণাৎ।"

(গোভিলসূত্রম্)

"অধর্ম্মসংযুক্তমাচার্য্যাদেশমপিমাকার্ষীরিত্যর্থঃ॥"

(গোভিলভাষ্যম্)

বিদ্যার্থিগণ! তোমরা সর্ব্বদা আচার্য্যের অধীন থাকিবে,

কিন্তু সাবধান অধর্ম্ম সংযুক্ত গুর্ব্বাজ্ঞা প্রতিপালন করিওনা। সুতরাং গুর্ব্বায়ত্তার সহিত ধর্ম্ম নিষ্ঠার কিরূপ সামঞ্জস্য রহিয়াছে, তাহা সূক্ষ্মদর্শিগণ বিবেচনা করিবেন।
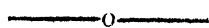
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।
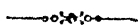
আর্য্য ভারতে শিক্ষক ও ছাত্রের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইয়াছে। তথাবিধ গুর্ব্বায়ত্ততার এই হেতু অভিহিত হইয়াছে যে, মনুষ্য যেমন খনিত্র দ্বারা ভূমি খনন করিয়া জল লাভ করে, শিষ্য তেমতি শুশ্রূষা দ্বারা গুরুগত বিদ্যা লাভ করিয়া থাকে। সে যাহা হউক। আর্য্য ভারতের গুরুশিষ্য সম্বন্ধের সহিত ইদানীন্তন গুরুশিষ্য সম্বন্ধের সংক্ষেপে তুলনা করিয়া দেখা অসঙ্গত হইবে না, কারণ উহাতে যথেষ্ট উপকার আছে। পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, ছাত্রগণ সমাজের—দেশের ভরসা স্থল। অধ্যয়নাবস্থা চরিত্র গঠনের উপযুক্ত সময়। কারণ, সাংসারিক ঝন্‌ঝাট—যাহা দ্বিপদ মনুষ্যকে চতুষ্পদ পশুরূপে পরিণত করিতে পারে, তাঁহারা তাহার ছায়ামাত্র স্পর্শ করেন নাই। একদিকে আশু চিত্তাকর্ষক, আপাতমধুর পরিণামবিষময় শত শত প্রলোভন, অন্য দিকে, পরলোক ভোগ্য ফলবিধাতা পরম পুরুষের শাসন ভয়,

ঈদৃশ প্রতিকূল স্রোতোদ্বয় মধ্যে অবস্থিত হইয়া সাংসারিক দিগকে ঘোরতর ভয়সঙ্কুল সংসার কান্তারে বিচরণ করিতে হয়, উহার প্রতিপদক্ষেপে বিপৎপাত সম্ভাবনা যেরূপ সুলভ প্রতীকারোপায়োদ্ভাবন সেইরূপ দুর্লভ। বিসদৃশ স্রোতোদ্বয় মধ্যে কোন স্রোতের অন্তে প্রাবল্য সম্ভাবনা, বুদ্ধিমান্‌দিগকে তাহা বলিয়া দিতে হয় না সুতরাং শিক্ষা ও সংস্কারানুসারে চিত্ত যেরূপ গঠিত হয়, মানুষ তদনুরূপ স্রোতোবেগে গা ঢালিয়া দেয়। মহাত্মা মানব সর্ব্বস্ব, পরিজন, অধিক কি প্রাণপর্য্যন্ত অম্লানমুখে পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু ধর্ম্ম-পথের রেখা মাত্র অতিক্রম, তাঁহার নিকট সহস্র আশীবিষ দংশনাপেক্ষাও ভয়ানক। লঘুচেতা মনুষ্য যৎসামান্য ক্ষণিক বিষয় ভোগের হৃদয়হারি-প্রলোভনের ইঙ্গিত মাত্রে আকুমারা-রাধিত ধর্ম্মে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে ক্ষণকালও ইতস্ততঃ করে না। ইহার একমাত্র কারণ শিক্ষা ও সংস্কার। ভয়ঙ্কর সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিবার জন্য প্রথম হইতেই সকলকে প্রস্তুত হওয়া উচিত। সংসারক্ষেত্র মহাকাল ফল সদৃশ, উহা বাহ্য দৃষ্টিতে বড় সুন্দর কিন্তু অভ্যন্তরে যারপর নাই কটু। এই দিল্লীর লাড্ডুর আস্বাদ সকলকেই গ্রহণ করিতে হইবে, সুতরা সকলেরই পূর্ব্বাবধি সতর্কতা লওয়া কর্ত্তব্য। তাই বলিতেছি-লাম, সমাজের একমাত্র অবলম্বন ছাত্রগণের চরিত্র কিরূপ হওয়া উচিত তদ্বিষয়ে সকলের প্রগাঢ় মনোযোগের আবশ্যক। প্রাচীন ছাত্র জীবনের সহিত বর্ত্তমান ছাত্র জীবনের তুলনা করিয়া সময়োপযোগি বিষয় গুলি নির্ব্বচন

করিবার জন্য সামাজিকদিগের পরিশ্রম বাঞ্ছনীয়। ইহার জন্য অমূল্য সময়ের সে অংশ ব্যয় হইবে, তাহা অপব্যয় নহে।

আর্য্য ভারতীয় ছাত্র জীবনের সহিত বর্ত্তমান ছাত্র জীবনের তুলনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে নিতান্ত অনুতপ্ত হইতে হয়, কারণ বর্ত্তমান কালে গুরু শিষ্য ব্যবস্থা এত বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, যে তাহা ভাবিলে অশ্রুসংবরণ করা যায় না। আজ যদি প্রাচীন আর্য্য মহর্ষিগণ স্বর্গ হইতে ভারতে পদার্পণ করেন, তবে তাঁহারা বর্ত্তমান ছাত্রদিগকে কখনই ভারতীয় ছাত্র বলিয়া চিনিতে পারিবেন না। একজন কবি যথার্থ বলিয়াছেন—

" জীবদ্ভিঃ কিং ন দৃশ্যতে। "

যে ভারত পৃথিবীর সচ্চরিত্রতার আদর্শ, আজ কি না, সেই ভারতে যাঁহারা সমাজের অবলম্বন, সেই ছাত্রদিগের চরিত্রের ঈদৃশ দুরবস্থা! ইহা যারপরনাই, শোচনীয়। এই অবস্থা চলিতে থাকিলে ভারতের অধঃপতন অত্যাসন্ন। সুতরাং এবিষয়ে ঔদাসীন্য আর শোভা পায় না। ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ আশু এতৎপ্রতীকারে বদ্ধ পরিকর হন, ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।

আর্য্য ভারতীয় ছাত্রগণ গুর্ব্বায়ত্তছিলেন, বর্ত্তমান শিক্ষকগণ ছাত্রায়ত্ত। কারণ তাঁহারা অধিকাংশ বেতন গ্রাহী। সুতরাং ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে গুরুশিষ্য সংবন্ধের বৈপরীত্যে প্রভুভৃত্য সংবন্ধের অভিনয় হইতেছে। যাঁহারা বেতন গ্রহণ

করেন না, তাঁহারাও নানা কারণে ছাত্রের মনস্তুষ্টি সম্পাদনে ব্যগ্র। প্রাচীন কালে ছাত্রগণ গুরুর আজ্ঞায় পরিচালিত হইতেন বর্ত্তমান কালে শিক্ষকগণ সুধু ছাত্রের আজ্ঞায় নহে আলোহিত কটাক্ষ বিক্ষেপেও পরিচালিত হইয়া থাকেন। গুরুশিষ্য সংবন্ধের ইহা অপেক্ষা আর কি যে শোচনীয় অবস্থা হইতে পারে, তাহা কল্পনা করাও সহজ নয়। কেবল ছাত্রদিগের শিক্ষকের প্রতি অসঙ্গত ব্যবহার ও ঔদ্ধত্য দেখিয়া আমরা কাতর হইতেছিনা, এই অনৌ-চিত্যের পরিসমাপ্তি ইহাতেই নহে। ইহার অভ্যন্তরে যে আর একটি গুরুতর বিষয় নিহিত রহিয়াছে তাহা চিন্তা করিতে গেলে মস্তকঘূর্ণিত হইয়া পড়ে, হৃদয় তন্ত্রী ছিন্ন ও শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়, শরীর অবসন্ন হইয়া উঠে। তথাবিধ শোচনীয় চিত্র পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিতে ইচ্ছা হয় না, তাহাতে লজ্জা, ঘৃণা জুগুপ্সা, চিন্তা, গ্লানি ও দৌর্ম্মনস্য এ সমস্ত যুগপৎ উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে দগ্ধ করিতে থাকে। কিন্তু সত্যের অনুরোধে তাহা পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিতে হইতেছে। বর্ত্তমান ছাত্রদিগের শিক্ষ-কের প্রতি তথাবিধ অসঙ্গত ও উদ্ধত ব্যবহার স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াদেয় যে বর্ত্তমান ভারতে বিদ্যার মূল্য যৎপরোনাস্তি হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে, পক্ষান্তরে অর্থের মূল্য অসঙ্গত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ছাত্র বিবেচনা করেন, আমি যে উচ্চ মূল্যে শিক্ষা ক্রয় করিতেছি তাহাতে শিক্ষকের আমার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, এবং আমি তাঁহার উপর যথেষ্ট প্রভুত্ব

প্রকাশ করিতে অধিকারী। তিনি ইহা ভাবেন না যে তিনি যে শিক্ষা প্রাপ্ত হন, তাহার মূল্যের তুলনায় তাঁহার প্রদত্ত নিষ্ক্রয় অতি যৎসামান্য। ইহার পরেই ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার কথা আসিবে। কারণ যুক্তি অবসন্ন হইলে উহাই আজ কাল অকাট্য প্রমাণ বলিয়া উপন্যস্ত হয়। কিন্তু আমরা সাহস সহকারে বলিব, একবার নয় শতবার বলিব, যে সভ্যতা ছাত্রের তথাবিধ ঔদ্ধত্য অনুমোদন করে, তাহা সভ্যতা নহে, সভ্যতার অপব্যবহার মাত্র। আমরা তাদৃশ সভ্যতা চাহি না, উহা হইতে যতদূরে থাকিতে পারা যায় ততই মঙ্গল। যাঁহার প্রযত্নে মানুষ মনুষ্যত্ব ও ক্রমে দেব ভাবে অলঙ্কৃত হয়, তাঁহার প্রতি তথাবিধ ব্যবহার সভ্যতা অনু-মোদন করে করুক্। ভারত তাদৃশ সভ্যতা চাহে না। ওরূপ সভ্যতা গ্রহণ না করিলে যদি ভারতকে অসভ্য নাম গ্রহণ করিতে হয়, ভারত আহ্লাদের সহিত তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছে। ভারত সভ্য নামের জন্য লালায়িত নহে, কারণ সে পৃথিবীর সভ্যতার আদর্শ। ফল কথা বর্ত্তমান কালে বিদ্যার মূল্য কমিয়াছে তাহাতেই তাদৃশ অভূতপূর্ব্ব-কাণ্ড সকল ঘটিতেছে। হায়! আর্য্য মহর্ষিগণ বিদ্যার কিরূপ উচ্চ মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন আমরা এত অধঃপাতে গিয়াছি, যে তাহা বুঝিবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত আমাদের নাই। বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া যেরূপ ক্ষোভ জন্মে মহর্ষিদিগের কালের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে তেমতি তাঁহাদের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তির সহিত অনির্ব্বনীয় আনন্দ রসে অন্তঃকরণ

পরিপ্লুত হয়। তখন পরশুরামের গুণোৎকর্ষ বিমুগ্ধ সংস্কৃত কবির সহিত আমাদিগেরও বলিতে ইচ্ছা হয় যে,

"তস্মৈনমঃ

"যস্মাৎপ্রাদুরভূৎ কথাদ্ভুতমিদং যেনৈবচাস্তং গতম্।"

যাঁহা হইতে এই অদ্ভুত কথা প্রাদুর্ভূত ও যাঁহার সহিত অস্তগত হইয়াছে তাঁহাকে নমস্কার।

আমাদের ছাত্র মণ্ডলীর মধ্যে এমন মনুষ্যও আছেন, যাঁহারা আমাদের কথায় ভ্রূক্ষেপও, করিবেন না। তাঁহারা হয়ত সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, যে ওগুলি সেকেলে কথা; তাদৃশ অসভ্য সময়েই শিক্ষকের নিকট ছাত্রের তথাবিধ নীচতা শোভা পায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর উজ্বল আলোকে উহা স্থান পাইবার অযোগ্য। ঠিক্ কথা। ঊনবিংশ শতাব্দীর উজ্জ্বল আলোকে অনেক নূতন নূতন দৃশ্য দৃষ্ট হইতেছে, ভারত যাহা কোনও দিন দেখে নাই কোনও কালে শুনে নাই, এখন তাহা দেখিতেছে, শুনিতেছে। আহার বিহার বিষয়ে ভারত চিরসংযত ও সাবধান। আজ তাহা ভয়ানক কুসংস্কার! গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজন ও অধীনতা আর্য্যভারতীয় রীতি বলিয়া যারপর নাই কুসংস্কার ও নীচতা। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার খাতিরে ব্রাহ্মণের পক্ষে আমোদ পূর্ব্বক শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ভোজন স্পৃহনীয় সৎসাহস ও উন্নতি! ঈদৃশ অদ্ভুত সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা শিষ্যের গুর্ব্বায়ত্ততাকে নীচতা মনে করেন, তাঁহারা শিক্ষকের ছাত্রায়ত্ততাকে কেন নীচতা ভাবেননা, তাহার সদু-

ত্তর প্রদান করিতে তাঁহারা অক্ষম। ইহার একমাত্র হেতু, তাঁহাদের চক্ষে বিদ্যার মূল্য অপেক্ষা অর্থের মূল্য অপরিমেয়। ইহা বস্তুতঃই শোচনীয় অবস্থা। যে ভারতে বিদ্যার অভাবে অভিজাত ব্যক্তি সমাজের নিম্ন শ্রেণীতে অবনত ও বিদ্যা প্রভাবে হীন কুলোৎপন্ন ব্যক্তিও অভিজাত শ্রেণীতে উন্নীত হইতেন, যে ভারতের বিদ্যা বিষয়িঅনন্যসামান্য যশোরাশি জলনিধির উত্তাল তরঙ্গমালা লঙ্ঘন করিয়া নানা দেশে পরিব্যাপ্ত—আজিও দেশান্তরীয় খ্যাত নামা মনীষিগণ যে ভারতের ক্রোড়ে বিদ্যার মাধুর্য্যে পরিমুগ্ধাঃ—

"যোনুচানঃ সনোমহান্।"

যিনি বিদ্বান্ তিনিই আমাদিগের মহান্ এই উদারনীতি সূত্র যে ভারতে অবিসংবাদিত সত্য বলিয়া পরিগৃহীত, সেই ভারত আজ কি না, বিদ্যার মূল্য বুঝিতে পারে না, বিদ্যার আদর করিতে জানেনা বিদ্বানের পূজা করা নীচতা মনে করে ইহা অপেক্ষা শোচনীয় আর কি হইতে পারে? আজ যদি ভারতের এদুর্দ্দশা না হইত, গুর্ব্বায়ত্ততার নাম নীচতা শুনিতাম না, উহা বিনয়, নম্রতা ও সচ্চরিত্রতা বলিয়া কীর্ত্তিত হইত। ভাল, যাঁহারা গুর্ব্বায়ত্ততাকে নীচতা জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগকেই জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা উহাকে বিনয় নম্রতা ও কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি শব্দে কেন নির্দ্দেশ করেন না? উহাকে বিনয়াদি শব্দে অভিহিত করিয়া প্রাচীন ভারতীয় দিগের সভ্যতা বজায় রাখিতে যাঁহারা হৃদয়ে আঘাত পান, প্রত্যুত উপাদেয় বস্তুর জঘন্য আখ্যা প্রদান করিয়া

তাঁহাদিগকে ঘোরতর অসভ্য বলিয়া পরিতৃপ্ত হন, তাঁহাদিগকে কি বলিব ? তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, ভারতীয় রক্তমাংসে তাঁহাদের শরীর, ভারতের গৌরবে তাঁহাদেরই গৌরব। এমারাত্মক রোগের ঔষধ নাই, এব্যাধির প্রতিকার নাই, কেবল জাতীয় উচ্চ শিক্ষার প্রবর্ত্তনা ইহার একমাত্র প্রতিকার, জাতীয় বিদ্যার উচ্চ মূল্য হৃদয়ঙ্গম করা তাহার উপায়। অহো! ভারতীয় আর্য্যগণ যে অর্থকে কল্যবর্ত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন, লোষ্টের সহিত যাহার উপমা, ক্ষণিক আশু উপকার যাহার প্রয়োজন, বিদ্যা আজ সেই অর্থের পদতলস্থ ধূলি বিলেহন করিতেছে! হায়! এদুঃখ কাহাকে বলিব ? কে ইহারজন্য একবিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইবেন। ভর্ত্তৃহরি যথার্থ কহিয়াছেন,—

"বোদ্ধারো মৎসরগ্রস্তাঃ প্রভবঃ স্ময়দূষিতাঃ।
অবোধোপহতাশ্চান্যে জীর্ণ মঙ্গে সুভাষিতম্।

বোদ্ধা সকল মাৎসর্য্য গ্রস্ত, প্রভু ব্যক্তি অভিমান গর্ব্বিত তাঁহারা অন্যের কথা শুনিতেই চাহেননা, অবশিষ্ট গুলি বুঝিতেই সক্ষম নহে, অতএব সুভাষিত শরীরেই জীর্ণ হইল। ভগবন্! কৃপা করিয়া এখন ভারতকে বিদ্যার উচ্চ মূল্য বুঝিতে দাও, ভারতের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে, আর ইহাকে অধঃপাতে দিওনা। প্রিয়ছাত্র গণ! তোমরা ভারতের অবলম্বন ও শেষ ভরসা। তোমরা তোমাদের কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হও, ভারতকে অধঃপাতে দিওনা। তোমাদের

কর্ত্তব্যের গুরুত্ব অনুভব করিয়া বিদ্যার উচ্চমূল্য বুঝিতে চেষ্টা কর। তোমরা মনে রাখিও ভারতের ইষ্টানিষ্টের জন্য তোমরা দায়ী। তোমাদের স্বচ্ছন্দ ব্যবহারে ভারতের অধঃপতন হইলে তোমাদের মহাপাপ হইবে।

ছাত্রদিগের বর্ত্তমান উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার জন্য আমরা কেবল তাহাদিগকে দোষী করিতে পারিনা, শিক্ষকগণও ইহার কিয়দংশ দোষ ভাগী। শিক্ষক যেমন ছাত্রের নিকট ভক্তি শ্রদ্ধা পাইবার উপযুক্ত, ছাত্রও সেই রূপ শিক্ষকের নিকট স্নেহ মমতা পাইবার অধিকারী। বর্ত্তমান শিক্ষকদিগের মধ্যে এমত অনেক আছেন, যাঁহারা ছাত্রের প্রতি সমুচিত ব্যবহার করিতে পরাঙ্মুখ। এইজন্য স্থল বিশেষ শিক্ষক ছাত্রদিগের মধ্যে ঘোরতর বৈর ভাবের অভিনয় দেখিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তি অশ্রুমোচন করেন। শিক্ষকগণ যে তাঁহাদের কর্ত্তব্যের গুরুত্ব অনুভব করিতে পারেন না, ইহা নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়। যথারীতি ছাত্রদিগকে একবার অধ্যাপনা করিলেই কর্ত্তব্য শেষ হইল ,ইহা মনে করা তাঁহাদের অন্যায় না। যে ছাত্রগণ দেশের অবলম্বন, তাহাদিগকে মানুষ করিবার গুরুতর ভার তাঁহাদেরই হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে ইহা তাঁহারা স্মরণ করিলে আর ক্ষোভের কারণ থাকে না।

আর্য্য ভারতীয় গুরু শিষ্য সংবন্ধ নির্ণয়ের স্থানে স্থানে শিক্ষক পিতা অপেক্ষাও অধিক গৌরবান্বিত বলিয়া পুনঃ পুনঃ অভিহিত হইয়াছেন। শিক্ষকের পিতৃ গৌরবাদি বিধান-দ্বারা

ছাত্রও পুত্র স্নেহ বা তদপেক্ষাও অধিকতর স্নেহভাজন ইহা প্রকারান্তরে বিহিত হইয়াছে, বলিতে হইবে। কারণ পিতৃ প্রভৃতি শব্দ সপ্রতিযোগিক, উহার একটি বলিলেই অপরটি তাহার অবিনাভূত থাকে। সুতরাং—

"পিতাত্বাচার্য্য উচ্যতে।"

বলিলেই মাণবকের পুত্রত্ব অনায়াসে প্রতিপন্ন হয়। এই জন্য

"সর্ব্বদা সর্ব্ব যত্নেন পুত্রে শিষ্যে হিতং বদেৎ।"

ইত্যাদি স্থলে পুত্র ও শিষ্য তুল্য রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। অধিক কি, যে সকল উপাদেয় বিদ্যা অনধিকারি পুত্রকেও মহর্ষিগণ উপদেশ করিতেন না, তাঁহাদের সহিত অধিকারি শিষ্যকে তাহা উপদেশ করিতেন। গুরু কুল প্রত্যাবৃত্ত শ্বেতকেতু স্বপিতা আরুণি কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া ব্রহ্ম বিদ্যা বিসয়ে কোনও সদুত্তর করিতে পারিলেন না। তিনি ব্রহ্ম-বিদ্যা বিষয়ক প্রশ্নকারি পিতাকে বলিলেন।

"ন হবৈ ভগবন্ত এতদবেদিষুঃ
যদ্যবেদিষ্যন্ কথং মে নাবক্ষ্যন্নিতি।"

নিশ্চয় পূজ্য অস্মদীয় গুরু ইহা পরিজ্ঞাত নহেন, জানিলে, আমাকে অবশ্যই বলিতেন। শিক্ষক অপেক্ষা ছাত্র অধিক বিদ্বান হইলে শিক্ষকদিগের আহ্লাদের পরিসীমা থাকিত না।

"সর্ব্বতোজয়মন্বিচ্ছেৎ পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম্।"

সকল হইতে জয় ইচ্ছা করিবে কেবল পুত্র ও শিষ্যের নিকট পরাজয় বাঞ্ছনীয় এই শ্লোকার্দ্ধে তদানীন্তন শিক্ষকের ছাত্র সম্বন্ধীয় উদারনীতি পরিস্ফুট রহিয়াছে।

বর্ত্তমান শিক্ষকগণের মধ্যে অনেকে তাঁহাদের এই গুরু-তর কর্ত্তব্য অনুভব করিতে অসমর্থ অথবা ইচ্ছা করেন না। পরিণতবয়াঃ শিক্ষকগণেরই যখন এই অবস্থা, তখন অনুৎপন্ন শ্মশ্রু বালকদিগকে আর কি বলিব। স্নেহ ও ভক্তি পরস্পরের আবির্ভাব হেতু। যে শিষ্য গুরুকে ভক্তি করেন গুরু তাঁহাকে স্নেহ না করিয়া পারেন না। পক্ষান্তরে যে শিক্ষক ছাত্রকে যথোচিৎ স্নেহ করেন, ছাত্রের অন্তঃকরণ স্বভাবতঃ তাঁহার প্রতি ভক্তিরসপরিপ্লুত হয়। কালে এই নৈসর্গিক নিয়মের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে! বাহ্য চাকচিক্যময় অন্তঃসারশূন্য বর্ত্তমান সভ্যতা বা উন্নতি গুরুশিষ্য স্থিতিকেও আক্রমণ করিয়াছে। বর্ত্তমান কালে অনেক শিক্ষকের ছাত্রের প্রতি যেমন অকৃত্রিম স্নেহ নাই, অনেক ছাত্রেরও গুরুর প্রতি তেমনি অকৃত্রিম ভক্তি নাই। সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বর্ত্তমান গুরুশিষ্য ব্যবস্থার বিপর্য্যয়ের জন্য স্বকর্ত্তব্য পরাঙ্মুখ শিক্ষকগণ অল্পদোষী নহেন। তাঁহারা যদি পুত্রবৎ স্নেহের সহিত ছাত্রদিগকে শিক্ষা প্রদান করেন, শিশু ছাত্রগণ অনেকেই তাঁহাদের প্রতি পিতৃতুল্য ভক্তি প্রদর্শন না করিয়া পারেন না। যাঁহারা তাহাদিগকে মানুষ করিবেন, তাঁহারাই যখন স্বকর্ত্তব্যের গুরুত্ব অনুভব করেন না, তখন তাঁহাদের ছাত্রগণের নিকট আর অধিক কি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। শিক্ষক-গণ সকলেই যদি স্ব স্ব কর্ত্তব্যের গুরুত্ব অনুভব করিয়া ছাত্রের প্রতি যথোচিৎ স্নেহবান্ হন, তাহা হইলে কেবল তাঁহাদের নহে, অচিরকালে দেশের প্রভূত মঙ্গল সংসাধিত হয়।

প্রিয় বস্তুর সৌন্দর্য্য দিদৃক্ষা এবং তদীয় গুণোৎকর্ষ সম্পাদন ও দোষোৎসারণের ইচ্ছা মানুষের স্বাভাবিক, এই জন্য বর্ত্তমান ছাত্র চরিত্রের সৌন্দর্য্য, গুণোৎকর্ষ ও নির্দ্দোষতা সমধিক অভিলষণীয় ! সুতরাং আর্য্য ভারতীয় ছাত্রজীবন আদর্শ করিয়া বর্ত্তমান ছাত্র জীবনের সংগঠন, একান্ত বাঞ্ছনীয়। আদর্শ করিয়া বলিতেছি, যেহেতু দেশ কাল পাত্রানুসারে নিয়মের অবশ্যম্ভাবি পরিবর্ত্তনের প্রতিকূলে বাগ্‌জাল বিস্তার নিষ্ফল ; ইদানীন্তন ছাত্রদিগকে পূর্ব্ববৎ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবনধারণের উপদেশ দিলে চলিবে কেন ? বর্ত্তমান শিক্ষক মণ্ডলী অয়োদ ধৌম্যের ন্যায় ছাত্র দিগের উপর অসঙ্গত প্রভুত্ব বিস্তার করিবেন, এবং ছাত্রগণ আরুণি ও উপমন্যুর ন্যায় উপাধ্যায়ের কেদারখণ্ড বন্ধন ও গোরক্ষণ করিবে, অধুনা এতাদৃশ অভিলাষ কার্য্যে পরিণত হইবার আশা করা অন্যায় ; পক্ষান্তরে ইদানীন্তন ছাত্রদিগের স্বচ্ছন্দ ব্যবহারও স্পৃহনীয় নহে। তাই বলিতে ছিলাম, আর্য্য ভারতীয় ছাত্রজীবন আদর্শ করিয়া বর্ত্তমান ছাত্রজীবনের সংগঠন হওয়া উচিত। ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে অনায়াসে সময়োপযোগী বিষয় গুলি নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারেন। তথাপি সংক্ষেপে আবশ্যকীয় কতিপয় বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

বর্ত্তমান ছাত্রগণের গুর্ব্বায়ত্ততা একান্ত প্রার্থনীয়। তাঁহাদিগকে গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজন, পাদ প্রক্ষালন, স্নাপনাদি করিতে বলিতেছি না। তাঁহারা গুরুর সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হন, ইহা ভূয়োভূয়ঃ বলিতেছি। গুরুর

সহিত একাসনে উপবেশন, অসঙ্গত। নীচাসন, নীচ শয্যা ব্যবহার ছাত্রের কর্ত্তব্য। গুরুর নিন্দা, বা পরীবাদের সংস্রব পর্য্যন্ত তাঁহার পরিহার্য্য। গুরুর সম্ভাষণাদি কালে প্রাচীন নিয়মাবলীর অনুসরণ অতীব উপাদেয়। গুরুর শুশ্রূষা সর্ব্বথা বিধেয়। ফলতঃ বর্ত্তমান ছাত্রগণ যতদূর সম্ভব গুর্ব্বায়ত্ত হন, ইহা সকলেরই স্পৃহনীয়। আর্য্য ভারতীয় ছাত্রদিগের ভোগ্য বস্তুর নিয়মাবলীর অধিকাংশ প্রতিপালন আবশ্যক। বর্ত্তমান ছাত্রগণ হবিষ্যান্ন ভক্ষণের উপদেশ শুনিলে হাস্য করিবেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের যথেচ্ছ অভ্যবহার কোনও রূপে অনুমোদনীয় হইতে পারে না। মদ্য বা মাদক দ্রব্য ব্যবহার তাঁহাদের অবশ্য বর্জ্জনীয়। উত্তেজক দ্রব্যের বহুলোপযোগও অসঙ্গত। পরিমিতাহার একান্ত আবশ্যক। অপরিমিতাহার অধ্যয়নের বিরোধী ও ধাতুবৈষম্যের নিদান। ভোগ-বিলাসস্পৃহা উন্মূলন, তাঁহাদের শ্রেয়স্কর ও অবশ্যাব-লম্বনীয়। কারণ, আশু চিত্তাকর্ষক বিষয়ে মনের অভিনিবেশ হইলে কঠোর অধ্যয়নে মনঃ সংযোগের শিথিলতা একান্ত অপরিহার্য্য। ছাত্রগণ মনে রাখিবেন, অধ্যয়ন ক্রীড়া বিশেষ নহে, উহা কঠোর তপস্যা। তপস্যা স্বভাবতঃ ক্লেশ জনক। সুতরাং তপস্যা ও সুখাভিলাষ ছায়া ও আতপের ন্যায় পর-স্পর বিরোধী।

"নহিসুখংদুঃখৈর্ব্বিনা লভ্যতে।"

এই মহার্থনীতিসূত্রের প্রত্যেক বর্ণ প্রত্যেক ব্যক্তির চিত্ত পটে অবিনশ্বর ভাবে অঙ্কিত থাকা উচিত। ছাত্রগণ

ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক এই কঠোর তপস্যার যথাবিধি উদ্‌যাপন করিতে সমর্থ হইলে তাহার উপাদেয় ফল পরম্পরা ইহ-লোকেই অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন। সুধু ইহলোকেই নহে, তাঁহাদের ইহ জন্মের তপস্যার ফল জন্মান্তরে বা পর-লোকেও পরমানন্দ সন্দোহ রূপে তাঁহাদের শ্রেয়ঃ সম্পা-দনার্থ প্রস্তুত থাকিবে।

"প্রপেদিরে প্রাক্তন জন্ম বিদ্যাঃ।"

ইহা কেবল কবির নিরাবলম্ব বর্ণনা নহে, দর্শনশাস্ত্রের অকাট্য সিদ্ধান্ত। ছাত্রগণ কঠোর তপস্যাদ্বারা যে বিদ্যা উপার্জ্জন করেন, তদ্দ্বারা কেবল তাঁহারই যশোভাজন ও কল্যাণ পাত্র হন না, সমস্ত দেশ তাহার ফলভাগী হয়। ভবিষ্যবংশও তাহার সুরভিসমাঘ্রাণে পরিতৃপ্ত হয়। ঈদৃশ সমুৎকৃষ্ট তপ স্যার কঠোরতা যিনি অসহনীয় মনে করেন, এবং তজ্জন্য সামান্য সুখলালসা যিনি সংযত করিতে অসমর্থ, তিনি কেবল তাঁহার নহে, সমাজের ও দেশের যৎপরোনাস্তি অনিষ্ট সম্পা-দন করেন।

দূরদর্শী আর্য্য মহর্ষিগণ অধ্যয়নের গুরুত্ব অনুভব করিয়া ছাত্রদিগকে সংযত হইবার জন্য ভূয়ো ভূয়ঃ উপদেশ দিয়াছেন। একজন কবি যথার্থ কহিয়াছেন।

"কাব্যেন হন্যতে শাস্ত্রং কাব্যংগীতেন হন্যতে।
গীতঞ্চস্ত্রীবিলাসেন স্ত্রীবিলাসো বুভুক্ষয়া।"

কাব্য সমালোচনা, অন্যান্য শাস্ত্রালোচনার প্রতিবন্ধক, গীতানু-রাগ কাব্যালোচনার, স্ত্রীবিলাস গীতানুশীলনের ও বুভুক্ষা

স্ত্রীবিলাসের বিরোধী। বর্ত্তমান ছাত্রদিগের মধ্যে যাঁহারা নাটকাভিনয়ে সমুৎসুক, তাঁহারা এই মহার্ঘ উপদেশের প্রতি একবার মনঃসংযোগ করিলে ভাল হয়।

নির্ব্বন্ধের সহিত ছাত্রদিগকে অনুরোধ করি; আর্য্য ভারতীয় ছাত্রগণের কঠোর নিয়মাবলী প্রতিপালনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা অধুনাতনীয় সামান্য নিয়ম প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইবেন না। পূর্ব্বের ন্যায় ইঁহাদিগকে মহানাম্নী ব্রতের দুরনুষ্ঠেয় নিয়মাবলী প্রতিপালন করিতে হইতেছেনা, কেবল অধ্যয়নানুকূল নিয়মের আচরণ ও তৎপ্রতিকূল বিষয়ের পরিবর্জ্জন করিলেই যথেষ্ট হয়। প্রাচীন নিয়মাবলীর সময়োপযোগী উপাদেয় অংশ গুলির প্রতি তাঁহারা বিশেষ যত্ন প্রদর্শন করিলে দেশের শ্রী অন্য রূপ ধারণ করিবে।

"একঃশয়ীত সর্ব্বত্র নরেতঃ স্কন্দয়েৎ কচিৎ।
কামাদ্ধি স্কন্দয়ন্ রেতো হিনস্তিব্রতমাত্মনঃ"।

দূরদর্শী ভগবান্ মনুর এই মহার্থ উপদেশের প্রতি বিদ্যার্থিগণের সমধিক মনোযোগ প্রার্থনীয়। বিপজ্জাল জটিল সংসার ক্ষেত্রে নির্ভয়ে বিচরণ করিবার জন্য সকলেরই পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক; ছাত্রজীবন সাংসারিক জীবনের নিয়ামক, সুতরাং ছাত্রগণ যত বিনয়ী সহিষ্ণু ও সংযত হইবেন, ততই তাঁহাদের ও দেশের কল্যাণ হইবে। তাঁহাদের মঙ্গলামঙ্গলের সহিত দেশের মঙ্গলামঙ্গল নিতান্ত অনুস্যূত ইহা ছাত্রদিগের অন্তঃকরণে জাগরূক থাকাবাঞ্ছনীয়। চারাগাছ, ফলভরে অবনত হইলে বড় সুন্দর দেখায়,

সে গুাছটী যদি আপনার হয়, তবে তাহার সৌন্দর্য্য জগতে অনুপমেয়। সেই জন্য বিদ্যার্থিদিগের চরিত্রোৎকর্ষ আমাদের এত প্রিয় ও অভিলষণীয়। ছাত্রগণ কি আমাদের এই সুখে ঈর্ষ্যা করিবেন ?

ইদানীন্তন ছাত্রদিগের উৎশৃঙ্খল ব্যবহার,ও অনুচিত স্বাধীনতা বস্তুতঃ অসহনীয়। বিনয় বিদ্যার স্পৃহনীয় ফল। দুঃখের বিষয়,—বিনয় কাহাকে বলে,তাঁহাদের অনেকে তাহা অবগত নহেন। কেহ কেহ বিনয়কে নীচতা মনে করেন, অনেকের মতে উহা কাপুরুষতার নামান্তর মাত্র।

"গুণপ্রকর্ষো বিনয়াদবাপ্যতে।"

ইহা তাঁহাদের মতে কবির ভ্রান্তি বিজৃম্ভিত প্রলাপ বাক্য। তাঁহারা বিনয় বিদ্বেষিতা পরিত্যাগ করিলে অনায়াসে বিনয়ের মধুময় ফল পরম্পরা প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হইতেন। দ্বেষ এমনই বস্তু যে উহার সংস্পর্শে পরম রমণীয় বিষয়ও নিতান্ত বিকৃত রূপে প্রতীয়মান হয়।

"দোষোহ্যবিদ্যমানোপি তদ্ভক্তানাং প্রকাশতে।"

ইহা অনপলপনীয় সত্য। যে ফুটন্ত ফুলের আমোদে চতুষ্পার্শ আমোদিত হয় না, সে ফুলের যেমন ফুটিয়া প্রয়োজন নাই, যে বিদ্যা বিনয়াধান করেনা সে বিদ্যা উপার্জ্জন তেমতি নিষ্প্রয়োজন। যেখানে শত শত তেজস্বিতা পরাভূত, তথায় একমাত্র বিনয় অনায়াসে অভীষ্ট সম্পাদনে সমর্থ। বিদ্যা যেমন জ্ঞানলাভের জন্য অবশ্য শিক্ষনীয় বিনয়ও তেমতি গুণপ্রকর্ষ ও জনানুরাগের জন্য অবশ্য শিক্ষনীয়।

বিনয় অনাদৃত হইয়াছে, ইতিহাসের তাদৃশ উদাহরণ প্রদর্শন করিবার শক্তি নাই। প্রিয় ছাত্রগণ! তোমরা বিনয় শিক্ষা করিতে যত্ন কর, দেখিবে তাহার ফল কত উৎকৃষ্ট।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অধ্যয়নাবস্থায় যথেষ্ট মানসিক পরিশ্রম হইয়া থাকে, মানসিক পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক পরিশ্রম একান্ত আবশ্যক। শারীরিক পরিশ্রম না করিয়া নিরন্তর মানসিক পরিশ্রম করিতে গেলে আশু শরীর ভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা। এই জন্য শারীর শাস্ত্রে শরীরপরিচালনার আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। শরীর পরিচালনা ভিন্ন শরীরের দৃঢ়তা সম্পন্ন হয় না। শরীর দৃঢ় না হইলে সহসা রোগের প্রাদুর্ভাব হইতে পারে। পক্ষান্তরে অঙ্গ পরিচালনা দ্বারা শরীর দেঢ়িষ্ট হইলে সহসা রোগের আক্রমণের আশঙ্কা থাকেনা, জরার ভয়ানক নিপীড়ন অনেকাংশে নিবারিত হইতে পারে, শরীর বলাধান হইয়া আরোগ্যের যথেষ্ট সহায়তা করে। চিকিৎসক গণ বলিয়া থাকেন,—

"বলাধিষ্ঠান মারোগ্যং"

বল আরোগ্যের অধিষ্ঠান। এই বলসম্পত্তি সর্ব্বতো ভাবে কর্ত্তব্য। শিশুদিগের শরীর যারপর নাই কোমল। নৈসর্গিক

নিয়মানুসারে তাহারা অনবরত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিচালনা করিয়া থাকে। ক্রমে তাহাদের শরীর দৃঢ় হয়। অতএব প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করিলেও শরীরপরিচালনার কর্ত্তব্যতা প্রতিপন্ন হয়। প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, যিনি উপযুক্ত শরীরপরিচালনা না করিয়া সর্ব্বদা উপবিষ্ট বা শয়ান থাকেন, অনতিবিলম্বে তাঁহার শরীর জড়পিণ্ড প্রায় হইয়া পড়ে এবং নানা প্রকার উৎকট রোগে আক্রান্ত হয়। ফলতঃ ব্যায়ামপরিশীলন যে অতীব আবশ্যক তদ্বিসয়ে সন্দেহ নাই। নিয়মিত রূপে ব্যায়ামপরিশীলন করিলে বৃদ্ধকালেও শরীর সন্ধি সকল শিথিল হইতে পারেনা। শরীর দৃঢ় ও সবল থাকা প্রযুক্ত তৎকালেও স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষতি হয় না।

"অনবরতকৃতব্যায়ামতয়া যৌবনাপগমেপ্যশিথিল শরীরসন্ধিনা।" (কাদম্বরী)

অর্থাৎ অনবরত ব্যায়ামঅভ্যাসহেতুক যৌবনকাল অতীত হইলেও শরীর সন্ধি সকল শিথিল হইয়াছিল না।

"মেদশ্ছেদকৃশোদরং লঘুভবত্যুৎসাহযোগ্যং বপুঃ।"

মেদোনামক ধাতুবিশেষের অল্পতা সম্পাদন দ্বারা উদর কৃশ এবং শরীর লঘু ও উৎসাহযোগ্য হয়। যদিও এই শ্লোকাংশ মৃগয়াসম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে, তথাপি উহা অবিশেষে সর্ব্ব প্রকার ব্যায়ামের প্রতি প্রয়োজ্য হইতে পারে। ব্যায়ামের ঔচিত্য সংবন্ধে আয়ুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে;—

"ব্যায়ামোপি সদাপথ্যোবলিনাং স্নিগ্ধভোজিনাং।
সঁচ শীতে বসন্তেচ তেষাং পথ্যতমঃস্মৃতঃ।"

বলবান্ ও স্নিগ্ধভোজিদিগের সংবন্ধে ব্যায়াম সর্ব্বদাই হিত-কারী। শীত ও বসন্ত ঋতুতে উহা অতিশয় হিতজনক।

"সর্ব্বেষ্বৃতুষু সর্ব্বৈর্হি মর্ত্ত্যৈরাত্মহিতার্থিভিঃ।
শক্ত্যর্দ্ধেনচ কর্ত্তব্যো ব্যায়ামোহন্যতোঽন্যথা।"

সকল ঋতুতে নিজহিতার্থী মনুষ্য শক্ত্যর্দ্ধ ব্যায়াম আচরণ করিবে। ইতোধিক ব্যায়ামসেবা অপকারী। শক্ত্যর্দ্ধ ব্যায়াম কাহাকে বলে, তাহাও বলা হইতেছে—

"কুক্ষৌ ললাটে গ্রীবায়াং যদাঘর্ম্মঃ প্রবর্ত্ততে।
শক্ত্যর্দ্ধংতং বিজানীয়াৎ আয়তোচ্ছ্বাস মেবচ।"

যে পরিমাণ ব্যায়ামসেবা করিলে কুক্ষি, ললাট, ও গ্রীবাতে ঘর্ম্মের আবির্ভাব এবং শ্বাস দীর্ঘ হয়, তাহাকেই শক্ত্যর্দ্ধ ব্যায়াম কহে। প্রাতঃকাল ব্যয়ামের কাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্যায়ামানুশীলন আর্য্যদিগের চিরন্তন রীতি। আর্য্যভারতীয় রাজগণ প্রতিদিন নিয়মিত রূপে ব্যায়ামানু-শীলন করিতেন, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ছাত্রগণ অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ব্যায়াম শিক্ষা করেন ইহা নিতান্ত প্রার্থনীয়। ব্যায়ামানুশীলন, শিক্ষার এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত। ব্যায়ামের উপকারিতা সংবন্ধে আয়ূর্ব্বেদ শাস্ত্রে এইরূপ বাক্যাবলী দৃষ্ট হয়।

"লাঘবং কর্ম্মসামর্থ্যং স্থৈর্য্যং ক্লেশসহিষ্ণুতা।
দোষক্ষয়োঽগ্নিবৃদ্ধিশ্চ ব্যায়ামাদুপজায়তে।"

শরীরের লঘুতা, কর্ম্মকরণসামর্থ্য, স্থিরতা, কষ্ট সহত্ব, দোষক্ষয় ও অগ্নিবৃদ্ধি,এসমস্ত ব্যায়াম হইতে উপজায়মান হইয়া থাকে।

"ব্যায়ামং কুর্ব্বতাংনিত্যং বিরুদ্ধমতিভোজনং।
বিদগ্ধমবিদ্ধং বা নির্দ্দোষং পরিপচ্যতে"

যিনি প্রতিদিন ব্যায়ামানুষ্ঠান করেন, তিনি বিরুদ্ধ, বিদগ্ধ বা অবিদগ্ধ যে কোন বস্তু অধিক পরিমাণে ভোজন করিলেও তৎসমস্ত নির্দ্দোষরূপে পরিপক্ক হয়।

"নচ ব্যায়ামিনং মর্ত্যং সংমর্দ্দন্ত্যরযোবলাৎ।
নচৈনং সহসাক্রম্য জরা সমধিগচ্ছতি।"

শত্রুপক্ষ বলপূর্ব্বক ব্যায়ামকারী মনুষ্যকে নিগৃহীত করিতে সক্ষম হয় না, এবং জরা সহসা তাহাকে আক্রমণ করিতে পারেনা।

"ব্যায়ামক্ষুণ্ণ গাত্রস্থ পদ্ভ্যামুদ্বর্ত্তিতস্যচ।
ব্যাধয়োনোপসর্পন্তি বৈনতেয়মিবোরগাঃ।"

যিনি উত্তম রূপে ব্যায়াম অভ্যাস করেন, এবং পদদ্বয় দ্বারা উদ্বর্ত্তন করেন, উরগগণ যেমন গরুড়ের সমীপস্থ হয় না তেমতি রোগরাজি তাহার নিকটস্থ হইতে পারে না। ব্যায়ামের এত উপকার। সমাজের ভরসা স্থল ছাত্রগণ নিরন্তর অপরিমিত মানসিক পরিশ্রম ও ব্যায়ামানুশীলনের অভাবে দিনদিন মৃদু, হীনবল ও চিররুগ্ন হইতেছেন। ইহা যারপর নাই শোচনীয়। ইহার প্রতিবিধান জন্য অবিলম্বে দেশহিতৈষিমাত্রের বদ্ধপরিকর হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। ভারত চিরদিন রত্নপ্রসবিনী, ভারতের রত্ন চিরদিন সর্ব্বদেশে আদৃত। কিন্তু বর্ত্তমান ভারতরত্ন সকল হস্তবিমর্দ্দ সহ্য করিতে পারে না। বলবানের অঙ্গুলী

নিষ্পেষণে ভগ্ন হইয়া পড়ে। ভারতের অমূল্য হীরকখণ্ড ভারতেশ্বরী আদরের সহিত রাজমুকুটে ধারণ করিয়াছেন। উহা পবিত্র রাজমুকুটের উজ্জলতা বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত করিতেছে। কিন্তু কোহিনুর বলীয়ানদিগের হস্তবিমর্দ্দ সহিতে পারে নাই। শুনিয়াছি; য়ুরোপীয় শিল্পীগণ যখন উহাকে পরিস্কৃত করেন, তখন উহা ভগ্ন হইয়া যায়। বিদ্যালোকে দিবারাত্রি সম-সমুজল ভারতের পণ্ডিতরত্ন, গুণগ্রাহি ইংরেজের সমাদর লাভ করিতে পারে, প্রতিযোগিতাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া ইংরেজের বিদ্যায় ইংরাজকে পরাস্ত করিতে পারে, কিন্তু ইংরাজের হস্তবিমর্দ্দ সহ্য করিতে পারে না। প্রতীচ্য ভারতের বীরবংশাঙ্কুর সকল, ভারতের এ কলঙ্ক কথঞ্চিৎ ক্ষালন করিতেছেন সত্য, কিন্তু তাহা পর্য্যপ্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না। বঙ্গসন্তানের বাঙ্গালির পূর্ব্ববীরত্ব স্মরণ করিবার সময় আসিয়াছে। বাঙ্গালী কাপুরুষ, এঅপবাদ বিদূরিত করিবার আবশ্যক হইয়াছে। বাঙ্গালি বিদ্যাবিষয়ে কৃতী হইলেও কোন্ বীরজাতি বাঙ্গালিদিগকে একটী জাতি বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত? মাতঃ! ভারতেশ্বরি! তোমার এই নিরীহ রাজভক্ত প্রজাদিগের একলঙ্ক কি দূর হইবে না? মাতা ভিন্ন সন্তানের আবদার কে শুনিবে? মাতঃ! তোমার কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে কাহার কাহারও মতে বাঙ্গালী ধূর্ত্ত, প্রবঞ্চক, কাপুরুষ ও অবিশ্বাস্য! বাঙ্গালিদের ইহার প্রতিবাদ করিবার প্রয়োজন নাই, তোমার বিচক্ষণ সহৃদয় অপক্ষপাতী অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীগণ ইহার যথেষ্ট

প্রতিবাদ করিয়াছেন। বাঙ্গালী বুদ্ধি বলে, আশানুরূপ না হইলেও অনেকটা বলীয়ান হইয়াছে। এখন তাহার দেহে বলাধানের উপায় বিধান করিবার আবশ্যক। ইংরেজের অনুগ্রহে মার্জ্জিতবুদ্ধি বাঙ্গালির হৃদয়ে যে সকল উচ্চভাব অঙ্কুরিত হইয়াছে, শারিরীক দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার সমর্থ্য তাহাদের নাই। বাঙ্গালির দুর্ভাগ্য বশতঃ বাঙ্গালা তোমার রাজপ্রাসাদ হইতে বহুদূরে অবস্থিত। নহিলে দেখিতে মা! বাঙ্গালির অশ্রুজলে তোমার পবিত্র সিংহাসনের আশ্রয় ভূমি ধৌত হইত; অন্যান্য বীরপ্রজার সহিত বাঙ্গালীপ্রজা তোমার পবিত্র সিংহাসন প্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া যখন ভক্তিপরিপূর্ণ অন্তরে যোগ্যতার সহিত জয়ধনি উচ্চারণ করিত, তখন তাহাদের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার মধ্যে স্বর্গনরকের অভিনয় লক্ষ্য করিয়া প্রজাবৎসলাতোমার অন্তঃকরণ প্রগাঢ় স্নেহ রসে পরিপ্লুত হইত সন্দেহ নাই। মা! তুমি বীরপত্নী বীরজননী, প্রায় তোমার সমস্ত প্রজামণ্ডলী বীরপুরুষ। তোমার অধিকারে বাস এবং বীরপ্রিয় বীরশ্রেষ্ঠ ইংরাজের সাহচর্য্যলাভ করিয়াও বাঙ্গালির লুপ্তবীরতা পুনরুদ্ধৃত হইবে না! তাহইলে যে মা! তোমার পবিত্র নামে—ইংরেজের সদাশয়ে—ইংরাজ নীতিতে কলঙ্ক আসিবে। তাই বলিতেছিলাম, সমস্ত বিদ্যালয়ে ব্যায়াম শিক্ষার বিশেষ সুবিধা করিয়া দিলে বাঙ্গালির লুপ্ত বীরতার পুনরাবির্ভাব হইয়া বাঙ্গালি জীবনে যুগান্তর উপস্থিত করিবে। তোমার পবিত্র

রাজপতকার শীতল ছায়ায় অকুতোভয়ে দণ্ডায়মান হইয়া যখন বাঙ্গালি তোমার বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে স্বদেশ রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে, তখন সে তোমার প্রজা বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করিবে না। অধিক কি বলিব মা! 'তোমার বিস্তৃত সাম্রাজ্যের যে কোন অংশে যে কোন শত্রু উপস্থিত হইলে তোমার বিজয়বৈজয়ন্তী হস্তে লইয়া বীরনাদে তোমার জয় ঘোষণা না করিতে পারিলে বাঙ্গালির মর্ম্মবেদনা দূর হইবে না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শিক্ষার বিষয় চিন্তা করিলে স্ত্রীশিক্ষা সহজেই অন্তঃকরণে উদিত হয়। "স্ত্রীজাতি বিদ্যাশিক্ষা করিলে বিধবা হয়"—এ তাদৃশ পিতামহীর উপদেশ এখন কেবল তাঁহার বয়স্যা-মণ্ডলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। আজিও তাঁহারা বালিকার হস্তে পুস্তক দেখিলে তাহার অমঙ্গলাশঙ্কায় ভীতা হন। তথাবিধ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণীদিগের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক স্ত্রীশিক্ষার সুব্যবস্থা বিধান করা সমাজহিতৈষী ব্যক্তির কর্ত্তব্য।

'প্রয়োজনানুরোধে পুরুষদিগের নানাবিধ বিদ্যা শিক্ষার আবশ্যক, গৃহপিঞ্জর কোকিলা মহিলাদিগের অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজন নাই গৃহকর্ম্মনৈপুণ্য লাভ করিতে পারিলেই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট হইল'—বর্ত্তমান সময়ের বালক ও ঈদৃশ যুক্তির সারবত্তা বুঝিতে পারে। 'প্রয়োজনানুরোধে

বিদ্যাশিক্ষা,—একথা শুনিলে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মুখমণ্ডলে ঈষদ্ধাস্যের অস্ফুটরেখা আবির্ভূত হয়, অথবা সময়ের গতি চিন্তা করিয়া তাঁহারা নিঃশব্দে অশ্রুবিন্দু বিসর্জ্জন করেন। যে ভারতে বিদ্যা অমূল্যধন বলিয়া অপ্রতিহতভাবে পরি-কীর্ত্তিত এবং 'বিদ্যোপার্জ্জনের জন্য বিদ্যা শিক্ষা' এই উদারনীতি সূত্রের উৎপত্তি, সেই ভারত সন্তান সামান্য অর্থোপার্জ্জন' বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করিতে কুণ্ঠিত হন না, ইহা ভাবিলে কোন্ ভারতবাসীর অন্তঃকরণে বৃশ্চিকদংশনের অভিনয় না হয়।

কেন যে স্ত্রীজাতির বিদ্যা শিক্ষার আবশ্যকতা নাই, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। বিদ্যাই ইতর জন্তু হইতে মনুষ্যকে পৃথক করে, বিদ্যা প্রভাবেই মানব ক্রমে দেবভাব প্রাপ্ত হয়। ইহাতে কাহারও বিপ্রতিপত্তি নাই সুতরাং স্ত্রী পুরুষ সাধারণ্যে বিদ্যা শিক্ষার আবশ্যকতা সংবন্ধে কোনও সংশয় হইতে পারে না। স্ত্রীজাতির গঠন প্রণালী পুরুষজাতি অপেক্ষা ভিন্নরূপ এবং তাহারা স্বভাবতঃ মৃদু প্রকৃতি বলিয়া তাহাদের বিদ্যা শিক্ষার অনৌচিত্য প্রতিপন্ন হয় না। অন্যরূপ গঠন প্রণালী ও মৃদুতা ইহাই প্রতিপন্ন করে যে তাহারা পুরুষের ন্যায় কঠিন কর্ম্মে অসমর্থা। এই হেতুতেই দূরদর্শী আর্য্যমহর্ষিগণ যুদ্ধ প্রভৃতি সাহসিক কার্য্যের ভার কোমলাঙ্গীদিগের প্রতি অর্পণ করেন নাই। যদিও ইতিহাস বলিয়া দিতেছে; রণরঙ্গিণীদিগের শাণিত তরবারি শত শত বীরমুণ্ড ছিন্ন করিয়াছে এবং তাঁহাদের

মৃণাল সুকুমার শরীরে শোণিত বিন্দু পরম্পরা অভূতপূর্ব্ব অলঙ্কার শোভা সম্পাদন করিয়াছে, তথাপি উহা স্বাভাবিক নিয়ম বলিয়া স্বীকার করিতে পারাযায় না। স্ত্রীজাতির শরীরের ন্যায় অন্তঃকরণও কোমল, তাহারা সাধারণত হঠকারিদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হয় না, প্রত্যুত অন্তঃকরণের কোমলতা ও সরলতা প্রযুক্ত সহসা প্রলোভনে বিচলিত ও দুষ্টদিগের কুচক্রে প্রতারিত হইতে পারে, এই জন্য পবিত্রতা রক্ষার নিমিত্ত তাহাদের অবরোধবাসের বিধি হইয়াছে। দৈহিক ও মানসিক কোমলতা কোনও মতে বিদ্যা শিক্ষার পরিপন্থী হইতে পারে না। বরঞ্চ কোমলান্তঃকরণই বিদ্যা শিক্ষার সমধিক উপযোগি। যে হেতু, শিশুদিগের কোমল হৃদয়ে বিদ্যা-বীজ আশু অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। অতএব বিদ্যা-শিক্ষোপযোগি কোমলান্তঃকরণ স্ত্রীজাতির বিদ্যা শিক্ষার ঔচিত্যই সমর্থন করিতেছে। বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা স্ত্রীদিগের দুর্ব্বল অন্তঃকরণে বল সম্পাদন করা সমধিক যুক্তি সঙ্গত।

দুর্ব্বৃত্তদিগের হস্ত হইতে স্ত্রীজাতির পবিত্রতা রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। পুরুষ সর্ব্বদা সশস্ত্র হইয়া ঐ রক্ষাকার্য্য সম্পাদন করিবে ইহা অসম্ভব। সুতরাং সকল সময়ে সকল অবস্থায় সর্ব্বতোভাবে স্ত্রীকে রক্ষা করিতে সক্ষম এমন কোন রক্ষক নিযুক্ত করা পুরুষের কর্ত্তব্য। বিদ্যাই তথাবিধ রক্ষক। বিদ্যাবলে বলবতী হইলে স্ত্রী অনায়াসে আত্মরক্ষা করিতে পারে। এইজন্য মনু বলিয়াছেন,—

"আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ।"

যে স্ত্রী আপনি আপনাকে রক্ষা করেন, তিনিই সুরক্ষিত। স্ত্রী বিদুষী হইলে তিনি এই শ্লোকার্দ্ধ অনায়াসে কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন, অবিদুষীদিগের পক্ষে উহা কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নাই।

মনুষ্য সমাজের প্রায় অর্দ্ধ স্থান স্ত্রীজাতির অধিকৃত। স্ত্রীশিক্ষার অনৌচিত্য হইলে সমাজের অর্দ্ধাংশের সহিত বিদ্যালোকের কোনও সংশ্রব থাকে না। সুমেরু ও চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় মনুষ্য সমাজের একার্দ্ধ উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত এবং অপরার্দ্ধ নিয়ত অন্ধতমসাচ্ছন্ন থাকিবে,—ইহা বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত (?) হইতে পারে, কিন্তু অস্মদাদির স্থূলবুদ্ধি উহার সত্যতা অণুমাত্র বিশ্বাস করিতেও প্রস্তুত নহে। যে বিদ্যা অন্ন বস্ত্র হইতেও আবশ্যক ও উপাদেয়, স্ত্রীজাতি তাঁহাহইতে বঞ্চিত থাকিবে, ইহা নৈসর্গিক নিয়ম হইতে পারে না।

যাঁহারা বিবেচনা করেন যে আর্য্যভারতে স্ত্রী শিক্ষার প্রচারছিল না, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। যে ভারতে স্ত্রী দেবতা সরস্বতী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী, সে ভারতে স্ত্রী শিক্ষার প্রচার ছিল না, ইহা কে বিশ্বাস করিবে?

" স্থিরোপদেশা মুপ দেশকালে
প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদ্যাঃ।"

অর্থাৎ উপদেশ কালে শিক্ষকগণ পার্ব্বতীকে যাহা উপদেশ করিতেন তাহার ব্যত্যয় হইতনা, তিনি উহা অনায়াসে ধারণা

করিতেন। এইরূপে পূর্ব্ব জন্মের সমস্ত বিদ্যা তাঁহার অভ্যস্ত হইয়াছিল। এই শ্লোকার্দ্ধ প্রাচীন ভারতে স্ত্রী শিক্ষা প্রচারের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ভারতীয়মহর্ষিগণ স্ত্রীকে অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

"অর্দ্ধোহবা এষ পুরুষোযাবজ্জায়াং ন বিন্দতে
অথ জায়াং বিন্দতে অথ পূর্ণো ভবতি।"

(বাজসনেয় ব্রাহ্মণ)

দার পরিগ্রহ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পুরুষ অর্দ্ধ থাকে, দারপরিগ্রহ করিলে তবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। স্ত্রীজাতি সংবন্ধে ঈদৃশ উচ্চভাব কোন জাতির মধ্যে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাঁহারা স্ত্রীকে অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া ভাবিতেন তাঁহাদের কালে স্ত্রী শিক্ষার প্রচার ছিল না,— ইহা নিতান্ত অসম্ভব। অর্দ্ধশরীরে পাণ্ডিত্যের কমনীয় বালাতপ ও অর্দ্ধ শরীরে মূর্খতার দুরপনের কালিমা ঈদৃশ অশ্রুত পূর্ব্ব হরগৌরীভাবের কল্পনাও কৌতুকাবহ! একজন কবি বলিয়াছেন—

"দশমূর্খ সহস্রেভ্যঃ প্রাজ্ঞ একো বিশিষ্যতে।"

দশ সহস্র মূর্খহইতে একজন প্রাজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। আর একজন কবি কহিয়াছেন,—

"বিদ্যা নাম নরস্য রূপমধিকং প্রচ্ছন্নগুপ্তং ধনং
বিদ্যা ভোগকরী যশঃ সুখকরী বিদ্যা গুরূণাং গুরুঃ।
বিদ্যা বন্ধুজনোবিদেশগমনে বিদ্যা পরং দৈবতং
বিদ্যা রাজসু পূজিতা নহি ধনং বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ।"

বিদ্যা মনুষ্যের অলৌকিক সৌন্দর্য্য, প্রচ্ছন্নগুপ্তধন এবং ভোগ যশ ও সুখের বিধায়ক। বিদ্যা পরম গুরুর ন্যায় সদুপদেশ প্রদান করে, বিদেশ গমন কালে বন্ধু জনের ন্যায় সহায় হয়, দেবতার ন্যায় রক্ষা বিধান করে। নরপতিগণ ধনাপেক্ষা বিদ্যার সমধিক আদর করিয়া থাকেন। বিদ্যাহীন মনুষ্য পশু তুল্য। যে আর্য্য ভারতে এতাদৃশ মহাবাক্য সকল সমুদ্ভূত ও অবিসংবাদিত সত্য বলিয়া সাদরে পরিগৃহীত এবং বিদ্যাশূন্য মনুষ্য ঘৃণার সহিত পশু বলিয়া কীর্ত্তিত হইত, সেই আর্য্যভারতে জন সমাজের অর্দ্ধাংশ (স্ত্রীজাতি) মূর্খ ও পশু ছিল, কোন হৃদয়বান্ ব্যক্তি ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন ?

অপিচ। যে আর্য্য ভারতীয় ললনা, স্বামির,—

" গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয় শিষ্যাললিতে কলাবিধৌ। "

গৃহিনী, সচিব, নির্জ্জনে সখী, ও ললিত-কলা বিষয়ে প্রিয় শিষ্যা ছিলেন, যিনি,—

" ধর্ম্মে চার্থে চ কামে চ নাতিচরিতব্যা ।"

অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম বিষয়ে যে স্ত্রীকে অতিক্রম করা স্বামির পক্ষে নিষিদ্ধ, সেই জীবন সহচরী 'প্রাণেভ্যোপিগরীয়সী' প্রিয়তমা ভার্য্যা অশিক্ষিতা পশু সদৃশী ছিলেন, অণুমাত্র সুখ সম্ভোগেও যিনি অনতিক্রমণীয়া, সর্ব্ব সুখ নিদান-বিদ্যা-রসাস্বাদনে তিনি চির বঞ্চিতা, ইহা কোন যুক্তির অনুমোদিত ? যে সমাজে বিদ্যায় অসামান্য সমাদর এবং মূর্খতায় যৎপরোনাস্তি ঘৃণা, সে সমাজের পুরুষগণ মূর্খ পশু কল্প স্ত্রীমণ্ডলীর সংবন্ধে

কোনও মতে তাদৃশ উচ্চভাব পরিপোষণ ও তথাবিধ আস্থা সংস্থাপন করিতে পারে না। প্রাচীন ভারতে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার না থাকিলে তদানীন্তন গৃহিণীগণ শিশুদিগকে স্তন্যপান করাইবার সময় মহানাম্নী ব্রতের কথা বলিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে পারিতেন না। মদালসা তদীয় পুত্রদিগকে ধর্ম্ম, নীতি ও ব্রহ্মতত্ত্ব পর্য্যন্ত উপদেশ করিয়াছিলেন, স্ত্রীশিক্ষার প্রচার না থাকিলে ইহা কোনও মতে সম্ভব হইত না।

" লেখ্য প্রস্থাপনৈঃ————

————নার্য্যা ভাবাভিব্যক্তিরিষ্যতে।"

(সাহিত্য দর্পণ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।)

লেখ্য প্রস্থাপন দ্বারা স্ত্রীদিগের ভাব অভিব্যক্ত হয়, ইহাকি স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের অখণ্ডনীয় নিদর্শন নহে? ইতিহাস প্রমাণ করিয়া দেয় যে শকুন্তলা ও রুক্মিণী প্রভৃতি মহিলাগণ লেখ্য প্রস্থাপন করিয়াছেন, সুতরাং প্রাচীন ভারতে স্ত্রীশিক্ষা প্রচার সংবন্ধে সংশয় হইতে পারে না।

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, যে আর্য্য ভারতে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার থকিলে স্ত্রীশিক্ষার বিধি কেন শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না? ইহার উত্তর স্থলে বলিতে পারা যায় যে আর্য্যশাস্ত্রে স্ত্রীশিক্ষার বিধির একদা অভাব নাই। তাহা যথাস্থানে প্রদর্শিত হইবে। ভারতীয় মহর্ষিগণের অন্তঃকরণে পুরুষ শিক্ষার ন্যায় স্ত্রীশিক্ষার ঔচিত্যানৌচিত্য বিষয়ে সন্দেহই আদৌ উপস্থিত হয় নাই, সুতরাং স্ত্রীশিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র বিধি প্রণয়নের আবশ্যকতা তাঁহারা অনুভব করেন নাই।

পান, ভোজনাদির ন্যায় সাধারণ ভাবে বিধি থাকিলেই যথেষ্ট হইল মনে করিয়াছিলেন।

অতি প্রাচীন কালে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে স্বতন্ত্র বিধি প্রণীত না হইবার আরও কারণ ছিল। অতি পুরাকালে আর্য্য ভারতে স্ত্রীপুরুষ সাধারণ সন্তানের প্রতিই পুত্র শব্দের প্রয়োগ হইত। আশ্বলায়ন বলিয়াছেন,—

"অঙ্গুষ্ঠমেব গৃহ্ণীয়াৎ যদি কাময়ীত পুমাংসএব মে পুত্রা জায়েরন্নিতি।"

(আশ্বলায়ন গৃহ্য।)

কেবল পুরুষ পুত্রের জন্ম ইচ্ছা হইলে পাণি গ্রহণ কালে স্ত্রীর অঙ্গুষ্ঠমাত্র গ্রহণ করিবে।

"পুত্র শব্দঃ পুংসি স্ত্রিয়াঞ্চ স্মৃতৌ দৃষ্টঃ। * * *
লোকেচ দুহিতরি পুত্র শব্দং প্রযুঞ্জানা দৃশ্যন্তে
এহেহি পুত্রেতি। মন্ত্রে চ দৃশ্যতে পুমাংস্তে পুত্রো
জায়তাং ইতি। তস্মাৎ পুমাংসঃ পুত্রাইতি বিশেষণম্।'

(গার্গ্যনারায়ণ।)

পুরুষ ও স্ত্রী উভয় সন্তানেই পুত্র শব্দের প্রয়োগ স্মৃতিতে দৃষ্ট হইতেছে। লোকেও দুহিতাতে পুত্র শব্দের প্রয়োগ করিতে দেখা যায়। 'তোমার পুরুষ পুত্র হউক' এই মন্ত্রেও 'পুরুষ' বিশেষণ থাকায় বোধ হইতেছে কন্যাও পুত্র শব্দ বাচ্য। অতএব 'পুমাংসএব মে পুত্রাঃ' এই স্থলে 'পুত্রাঃ' ইহার বিশেষণ রূপে 'পুমাংসঃ' এই পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। কেননা, 'পুত্রাঃ' বলিলে স্ত্র্যপত্যও বুঝায়,

অতএব কেবল পুমপত্য বুঝাইবার জন্য 'পুমাংসএব', এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। যাস্ক বলেন,—

"অবিশেষেণ মিথুনাঃ পুত্রা দায়াদাঃ।"

(নিরুক্ত নৈগমকাণ্ড।)

স্ত্রী পুরুষ উভয়বিধ পুত্রই অবিশেষে ধনাধিকারী।

"অবিশেষেণ পুত্রানাং দায়ো ভবতি ধর্ম্মতঃ।
মিথুনানাং বিসর্গাদৌ মনুঃস্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ।"

স্বায়ম্ভুব মনু বলিয়াছেন, অবিশেষে স্ত্রী পুরুষ পুত্রদিগের ধনাধিকার ধর্ম্মানুগত। উদাহৃত প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, অতি প্রাচীন কালে স্ত্র্যপত্য ও পুরুষাপত্য সাধারণ্যে পুত্র শব্দ প্রযুক্ত হইত। সুতরাং তৎকালে স্ত্রীশিক্ষার জন্য কোন রূপ স্বতন্ত্র বিধির প্রয়োজন ছিল না। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিই সামান্য শিক্ষা বিধির বিষয় হইত। কালে ইহার পরিবর্ত্তন ঘটিল। পুত্র শব্দ কেবল পুমপত্যে প্রযুক্ত হইতে আরম্ভ হইল। পুমপত্যের সহিত প্রভেদ করিবার জন্য স্ত্র্যপত্যে পুত্রী শব্দের প্রয়োগ হইতে লাগিল। অমনি বিধি হইল—

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াঽতিযত্নতঃ"

পুত্রের ন্যায় কন্যাকেও প্রতিপালন করিবে এবং অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

আর্য্যভারতে স্ত্রী শিক্ষার প্রচার ছিল, ইহা প্রতিপন্ন হইল। এখন স্ত্রী শিক্ষার প্রণালী সংবন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে। অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষার ন্যায় গৃহকার্য্যাদি শিক্ষা, স্ত্রীদিগের অতীব প্রয়োজনীয়। ইদানীন্তন

শিক্ষিতা স্ত্রীদিগের মধ্যে অনেকে গৃহকার্য্যাদি বিষয়ে তত অভিজ্ঞা নহেন। অনেকে আবার দুই চারিখানা পুস্তক পড়িয়া এবং সামান্য শিল্প কর্ম্ম শিক্ষা করিয়া অভিমানে স্ফীতা হন, গৃহ কর্ম্ম বা রন্ধনাদি কার্য্য অপমানকর বিবেচনা করেন। শ্বশ্রু ও ননান্দা প্রভৃতি রন্ধনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, ভৃত্য দ্বারা অন্যান্য গৃহকর্ম্ম নির্ব্বাহিত হয়। অধিক কি, তাঁহাদের সন্তান পালনাদি কার্য্যেও ধাত্রী নিয়োগের আবশ্যক হইয়া উঠে। তিনি কখন বৃহদায়তন আদর্শ সংমুখে স্থাপন করিয়া কঙ্কতিকা দ্বারা কেশ রচনা করিতেছেন, কখন বা শয্যায় শয়ানা হইয়া পুস্তক পাঠ করিতেছেন,কখন বা (ইচ্ছাহইলে) লৌহশলাকা হস্তে উলের কাজে প্রবৃত্তা হইতেছেন। সচরাচর ইহাঁরা "পোষাকী বউ" বলিয়া অভিহিতা হন। স্থল বিশেষে অল্পবিত্ত স্বামী অনুনয় বিনয় করিয়াও পত্নীকে সন্তান পালনে প্রবৃত্তা করিতে পারেন না, অগত্যা ঋণ করিয়া তাঁহাকে ধাত্রী নিয়োগ করিতে হয়। গৃহলক্ষ্মীদিগের ঈদৃশ অবস্থা বাস্তবিকই শোচনীয়। এ সমস্ত কুরীতি চলিতে দেওয়া উচিত নহে। সমাজ হিতৈষী চিন্তাশীল মহোদয়গণের এদিগে মনোনিবেশ করা আবশ্যক হইয়াছে। গৃহকর্ম্ম ও রন্ধনাদি কার্য্যশিক্ষা অদ্যতনীয় স্ত্রীশিক্ষার একটি গুরুতর অবয়বরূপে পরিগণিত হওয়া উচিত।

অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার প্রচলিত প্রণালীও আশাপ্রদ নহে। কি করিলে উহার সমুন্নতি হইতে পারে, দেশহিতৈষী ব্যক্তি-

মাত্রের তদ্বিষয়ে মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় রাজকীয় হস্তাবলম্বন ব্যতীত কোনও বিষয়ের উন্নতির আশা করা যায় না। রাজকীয় বৃত্তি সংস্থাপিত হইলে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার কতকটা উন্নতির আশা করা যাইতে পারে। সর্ব্বতো-ভাবে কুলবধূদিগের পবিত্রতা ও লজ্জাশীলতা রক্ষা করিয়া সচ্চরিত্রা শিক্ষিতা ললনা দ্বারা (নিতান্ত অসম্ভব স্থলে সচ্চরিত্র বিশ্বস্ত শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের দ্বারা) অন্তঃপুরেই কুলবধূদিগের পরীক্ষা গৃহীত হইলে এবং গুণনির্ণায়ক বর্ণপরম্পরা সংবদ্ধ রাজ-দত্ত অলঙ্কারাদি পারিতোষিক পরীক্ষার ফলানুসারে তাঁহাদিগকে প্রদত্ত হইলে প্রিয়মণ্ডনা কুলাঙ্গনাদিগের মধ্যে প্রতিযোগিতা আবির্ভূত হইবে। তৎদ্বারা অনেকটা উন্নতি হইতে পারে। যিনি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে শিক্ষা লাভ না করি-বেন, তিনি গৃহকর্ত্রী হইতে পারিবেন না,—আপাততঃ শিক্ষিত পরিবার মধ্যে এরূপ নিয়ম অবলম্বিত হইলে ভাল হয়; এইরূপ নিয়ম হইলেও কিয়ৎ পরিমাণে অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতির আশা করা যাইতে পারে।

প্রচলিত প্রাথমিক স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালীও সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। অধুনা স্থানে স্থানে "বালিকা-বিদ্যালয়" নামে কতগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে ও হইতেছে। উহার শিক্ষকতা ও তত্ত্বাবধান প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই পুরুষদিগের হস্তে ন্যস্ত। বালিকাগণ সাধারণতঃ এই সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। এ প্রণালী বিশুদ্ধ নহে। বালিকা বিদ্যা-লয়ের শিক্ষকতা এবং তত্ত্বাবধান প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য

সচ্চরিত্রা মহিলাদিগের প্রতি অর্পিত হওয়া উচিত। যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, অবিলম্বে স্ত্রীশিক্ষার সুব্যবস্থা বিধান করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। পুরুষ দ্বারা স্ত্রীশিক্ষা সম্পন্ন হওয়া প্রার্থনীয় নহে। সত্যবটে, ভবভূতির আত্রেয়ী উদ্গীথ বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য কখন বাল্মীকির তপোবনে কখনও বা দণ্ডকারণ্যবাসি ঋষিদিগের পর্ণকুটীরে বিচরণ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি পরিব্রাজিকা। পক্ষান্তরে ভারত সীমন্তিনী অবরোধবাসিনী। অবরোধবাসিনীদের পক্ষে পরিব্রাজিকার দৃষ্টান্ত প্রযুক্ত হইতে পারে না। প্রাচীন ভারতে ভদ্রাঙ্গনাগণ পুরুষের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন ইহার নিদর্শন সুলভ নহে। বৃহন্নলা, বিরাট তনয়া উত্তরার শিক্ষকতা পদের প্রার্থী হইলে, সে (বৃহন্নলা) পুরুষ নয় ইহা বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া তাহাকে উক্তপদে নিযুক্ত করা হয়। যে সময়ে রাজকীয় নাট্যাচার্য্য গণদাসের নিকট মালবিকা নৃত্য শিক্ষা করেন, সে সময়ে তিনি সামান্য পরিচারিকা মাত্র। তাঁহার দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া ভদ্রাঙ্গনাদিগের সংবন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করিতে গেলে তাহা অভ্রান্ত হইবে না।

স্থির চিত্তে পর্য্যালোচনা করিতে গেলে অদ্যতনীয় বালিকা-বিদ্যালয়ের রীতি সমুৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয় না। অবরোধবাসিনীদিগের পক্ষে ঈদৃশ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করা সদ্যুক্তির অনুমোদিত হইবে না। বালিকাদিগের লজ্জাশীলতা উহা দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে শিথিল হইয়া পড়ে। প্রাচীন কালে রাজা এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের 'কন্যকান্তঃপুরে'

"নর্ত্তনাগার" প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত থাকিত, তাঁহারা এবং প্রতি- বেশিনী ভদ্র বালিকাগণ তথায় শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন।

ভারত ললনাদিগের পক্ষে বাল্যকালে পিতা ও বিবাহের পরে স্বামীই উপযুক্ত শিক্ষক। ভগবান্ মনু এবিষয়ে এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন,—

"বৈবাহিকোবিধিঃস্ত্রীণাংসংস্কারোবৈদিকঃস্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌবাসো গৃহার্থোগ্নিপরিস্ক্রিয়া॥"

স্ত্রীদিগের উপনয়ন সংস্কার স্থানে বৈবাহিক বিধি, গুরুকুল বাস স্থানে পতি সেবা এবং অগ্নি-পরিচর্য্যা স্থানে গৃহকার্য্য বিহিত হইয়াছে। বিদ্যা শিক্ষার জন্যই উপনয়ন সংস্কার ও গুরুকুলবাসের বিধি। সুতরাং স্ত্রীদিগের উপনয়নাদি স্থানে বিবাহাদি বিধান দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে; বালক যেমন পিতার নিকট সামান্য শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া উপনীত এবং উপ- নীত হইয়া গুরুকুলে বাস পূর্ব্বক গুরুর নিকট সম্যক্‌রূপে শিক্ষিত হয়, বালিকাও তেমতি পিতার নিকট সামান্য শিক্ষা লাভ করিয়া বিবাহিতা হইবে, বিবাহিতা হইয়া পতির নিকট বিশেষরূপে শিক্ষা লাভ করিবে। এই রীতির সমীচীনতা বুদ্ধিমানদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না।

অধুনা স্ত্রীজাতির পাঠ্য বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন; সাহিত্য প্রভৃতি সহজ সহজ বিষয় গুলিই কোমলপ্রকৃতি মহিলাদিগের পাঠ্য হওয়া উচিত; গণিত, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি কঠিন বিষয় তাহাদের পাঠের উপযুক্ত নহে। এইমত যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বোধহয় না।

বালকদিগের কোমল অন্তঃকরণে যে সমস্ত বিদ্যাবীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে, বালিকাদিগের অন্তঃকরণে তাহা হইতে পারিবে না, ইহার কোনও কারণ লক্ষিত হয় না। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় সকল বুঝিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই, একথাও নিষ্প্রমাণক।

"বুদ্ধিস্তাসাং চতুর্গুণা"।

ইহা নির্ম্মূল প্রবাদ বাক্য নহে। স্ত্রীজাতির ধারণা শক্তি নাই, ইহা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। স্ত্রীজাতির বুদ্ধি ও মেধার বিষয় সকলেই অহরহঃ প্রত্যক্ষ করিতেছেন। প্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রমাণ করিবার জন্য প্রয়াস পাইবার প্রয়োজন নাই। ফলতঃ রুচি অনুসারে সকল বিষয়ই স্ত্রীদিগের শিক্ষণীয় হইতে পারে। ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলেও এই সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকৃত হয়। খনার জ্যোতির্ব্বিদ্যার বিষয় সকলেই অবগত আছেন। লীলাবতী গণিত ও খগোলাদি কঠিন বিষয়ের আলোচনা করিতেন। বিশ্বাসদেবী প্রভৃতি মহিলাগণ ধর্ম্মশাস্ত্রের উৎকৃষ্ট নিবন্ধ প্রণয়ন করিয়াছেন। পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়িদিগের মতে সুপ্রসিদ্ধ মিতাক্ষরা গ্রন্থের টীকাকার "বালমভট্ট" স্ত্রীলোক। বালমভট্ট তাঁহার উপাধিমাত্র। রাজমহিষিগণ সন্ধি বিগ্রহ সংক্রান্ত মন্ত্রণা প্রদান করিতেন। ঋষিদিগের প্রশান্ত তপোবনে ঋষিপত্নীদিগের নানাবিধ শাস্ত্রতত্ত্বের সমালোচনা অনেকেই জানেন। মৈত্রেয়ী গার্গী প্রভৃতি ভারতসীমন্তিনীগণ স্বামির সহিত ব্রহ্মতত্ত্বের সমালোচনা করিতেন এবং ঐ বিষয় লইয়া দম্পতীর মধ্যে

বিলক্ষণ দার্শনিক তর্ক বিতর্ক হইত, ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রাচীন ভারতের স্ত্রীশিক্ষার সহিত বর্ত্তমান ভারতের স্ত্রীশিক্ষার তুলনা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। প্রাচীন ভারতাঙ্গনা সম্পদ সময়ে স্বামীর সন্তোষ বর্দ্ধন ও বিপদ সময়ে উপযুক্ত সৎপরামর্শ প্রদান করিয়া যথার্থ জীবন সহচরীর কার্য্য করিতেন। তৎকালে স্ত্রীশিক্ষা সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয়ভাষা দ্বারা সম্পন্ন হইত। মাগধী, অর্দ্ধমাগধী, সৌরসেনী, আভিরী ও লাটী প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষার অবান্তর প্রভেদ। প্রাচীনভারতাঙ্গনাগণ সচরাচর প্রাকৃত ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেন, কোন কোন সময়ে সংস্কৃত ভাষাও ব্যবহার করিতেন। পরিব্রাজিকা ও উত্তমা স্ত্রী সংস্কৃত ভাষিণী হইতেন। অধিকাংশ বারাঙ্গনাগণও বৈদগ্ধ্য খ্যাপনের জন্য সময়ে সময়ে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিত। ফলতঃ পূর্ব্বকালে ভারতাঙ্গনা নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিতা ছিলেন। বর্ত্তমান কালে তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট কতিপয় পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া পাঠ সমাপ্তি করেন, ইহা সামান্য পরিতাপের বিষয় নহে। স্ত্রীশিক্ষার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিদিগের এবিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ প্রার্থনীয়।

সম্পূর্ণ।